চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 238 Friday, 28 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৩৮ সংখ্যা ❋ ১১ শ্রাবণ, ১৪৩০, শুক্রবার, ২৮ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দক্ষিণবঙ্গে এবার আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। বিভিন্ন জেলার জন্য বৃষ্টির জারি করা হয়েছে সতর্কতা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বর্ষায় ফের ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রাজ্য জুড়েই। ব্যতিক্রম নয় বাঁকুড়া শহরও। বাঁকুড়া জেলা জুড়ে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫০ ছাড়িয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কেন্দ্রীয় সরকার এবার জন্মের শংসাপত্রের ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে আইনি বদল। এ সংক্রান্ত এর আগে যে আইনটি ছিল তা বদলে নয়া আইন আনতে চাইছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ওডিআই সিরিজ না খেলিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে সিরাজকে। কারণ গোড়ালিতে হালকা চোট পেয়েছেন তিনি। সেই জন্য তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পার্থর জামিনের কাঁটা মুখ্যমন্ত্রী! কতটা প্রভাবশালী, আদালতে জানাল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ প্রায় এক বছর হয়ে গেল জেলবন্দি রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আদালতে জামিনের আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত স্বস্তি পাননি তিনি। চার্জশিট পেশ হয়ে যাওয়ার পর কেন জেলে রাখা হচ্ছে পার্থকে? এই প্রশ্ন তুলে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সেই মামলার শুনানিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আদালতে বোঝাল, কেন তারা পার্থর জামিন দেওয়া উচিত বলে মনে করছে না। বৃহস্পতিবার ইডি আদালতে বিচারক শুভেন্দু সাহার এজলাসে ছিল পার্থর জামিন মামলার শুনানি। জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে ইডি-র আইনজীবী একাধিক যুক্তি দেন এদিন। পার্থ কতটা প্রভাবশালী, সেটাই মূলত বোঝাতে চেয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থা উল্লেখ করেছেন, পার্থকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন। যদিও ফোন ধরেননি মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া ইডি জানিয়েছে, গ্রেফতার মেমোতে মুখ্যমন্ত্রীকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছিলেন পার্থ। ইডি-র পক্ষে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি, অভিজিৎ ভদ্র ও ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেফতার হওয়ার পর পার্থ যে হাসপাতালে

ভর্তি হয়েছিলেন, সে কথাও এদিন মনে করিয়ে দিয়েছে ইডি। আইনজীবী বলেন, ''পার্থ অসুস্থতার বাহানা করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আদালতের নির্দেশে পরে ভুবনেশ্বর এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জানা যায়, তিনি সুস্থ।'' পার্থর হাতে আংটির কথাও ছিল ইডি-র যুক্তিতে। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে বলা হয়, ''অন্য কোনও বন্দির হাতে জেলের মধ্যে কোনও অলঙ্কার থাকে না।'' আরও জানানো হয় যে, এই মামলার প্রত্যেক অভিযুক্তকে প্রিজন ভ্যানে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলেও পার্থর ক্ষেত্রে থাকে বিশেষ গাড়ি। মোতায়েন করা হয় পদস্থ পুলিশকর্তা। আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে এই বড় দুর্নীতির জন্য অন্যতম দায়ী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য ও শিক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্যও পার্থকে দায়ী বলে উল্লেখ করেছে ইডি। আইনজীবী মন্তব্য করেন, ''স্কুলে অযোগ্য শিক্ষক পাঠানোর অর্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেষ করে দেওয়া।'' জামিনের আবেদনে পার্থর আইনজীবী সওয়াল করেছেন আগেই। এদিন ইডি-র বক্তব্য শুনলেন বিচারক। আগামী সপ্তাহে রায়দান হবে বলে জানা গিয়েছে।

মমতার বক্তব্য চলাকালীন ওয়াকআউট বিজেপির

'পালিয়ে গেলেন কেন?' প্রশ্ন মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে আলোচনার দাবিতে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সেই আলোচনা ছিল বিধানসভায়। আলোচনার সময়ে মাঝ পর্যায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে শুরু করেছিলেন। সেই সময়েই একুশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উঠে আসে মমতার কথায়। প্রশ্ন তোলেন, 'নন্দীগ্রামের কথা ভুলে গিয়েছেন? নন্দীগ্রামের রেজাল্ট কী করে বদলে গেল লোডশেডিংয়ে? ভুলে গিয়েছেন? এত গায়ে লাগছে কেন?'' মমতার এই বক্তব্যের সময়েই বিজেপি বিধায়করা হইচই শুরু করে দেন বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে। এরপরই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা। অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে হাতে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। ওয়াক আউট প্রসঙ্গে কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় বলছেন, ''এই প্রথমবার স্পিকার মুলতুবি প্রস্তাবের অনুমতি দিয়েছেন। পঞ্চায়েত ভোটে লাগামহীন সন্ত্রাস হয়েছে, ভোট লুঠ হয়েছে। আজ আলোচনার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি থেকে নজর ঘোরানোর জন্য পঞ্চায়েত হিংসা নিয়ে আলোচনা না করে নন্দীগ্রাম ইস্যু নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু বিষয়টি হাইকোর্টের

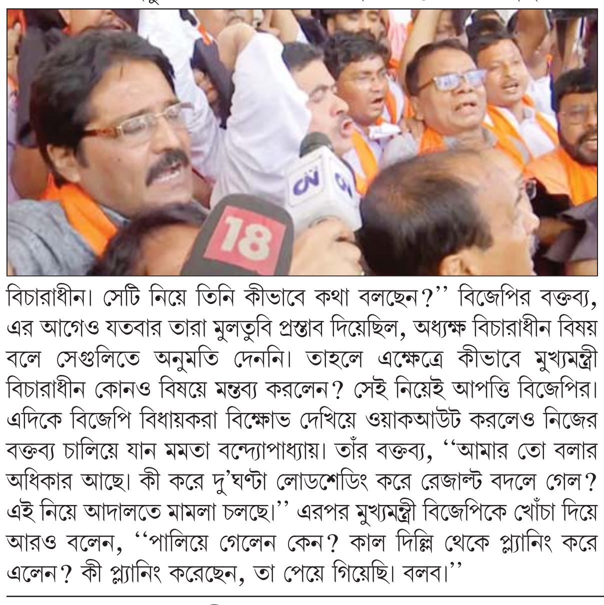

বিচারাধীন। সেটি নিয়ে তিনি কীভাবে কথা বলছেন?'' বিজেপির বক্তব্য, এর আগেও যতবার তারা মুলতুবি প্রস্তাব দিয়েছিল, অধ্যক্ষ বিচারাধীন বিষয় বলে সেগুলিতে অনুমতি দেননি। তাহলে এক্ষেত্রে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিচারাধীন কোনও বিষয়ে মন্তব্য করলেন? সেই নিয়েই আপত্তি বিজেপির। এদিকে বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াকআউট করলেও নিজের বক্তব্য চালিয়ে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ''আমার তো বলার অধিকার আছে। কী করে দু'ঘণ্টা লোডশেডিং করে রেজাল্ট বদলে গেল? এই নিয়ে আদালতে মামলা চলছে।'' এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে আরও বলেন, ''পালিয়ে গেলেন কেন? কাল দিল্লি থেকে প্ল্যানিং করে এলেন? কী প্ল্যানিং করেছেন, তা পেয়ে গিয়েছি। বলব।''

'অ্যাক্টিং কেন করছেন?'

নন্দীগ্রাম মামলায় রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ নন্দীগ্রামের জয়ী ১৫ জন বিজেপি প্রার্থীকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী সোমবার পর্যন্ত গ্রেফতারির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ। বৃহস্পতিবারে এই সংক্রান্ত একটি মামলায় নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এখনও পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ১৮টি এফআইআর হয়েছে। বিজেপির বক্তব্য, যাতে তারা বোর্ড গঠন করতে না পারে তার জন্য ভুয়ো মামলা করা হচ্ছে। বিজেপির একাধিক জয়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধে মোট ১৮টি এফআইআর রুজু করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে বিজেপির তরফে হাইকোর্টে দাবি করা হয়, নন্দীগ্রামে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের অবস্থায় রয়েছে তারা। যাতে বোর্ড গঠন করতে না পারে, তার জন্যই ভুয়ো মামলা দেওয়া হচ্ছে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে, সবাই কি জয়ী প্রার্থী? রাজ্যের তরফে তখন জানানো হয়, 'সেটা জানি না...' দৃশ্যত কিছুটা বিরক্ত হন বিচারপতি। তিনি প্রশ্ন করেন, তাঁরা যে বিজেপি করেন, সেটা জানেন? আর জয়ী প্রার্থী কিনা সেটা জানেন না? অ্যাক্টিং কেন করছেন? এরপরই আগামী সোমবার পর্যন্ত তাঁদের রক্ষাকবচ দেন বিচারপতি। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। কোন কোন মামলার কী স্ট্যাটাস, সোমবার তা জানাবেন মামলাকারীদের আইনজীবী। প্রসঙ্গত, বরাবরই নন্দীগ্রাম বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, ৩৪ বছরের বাম শাসনের পতনের বীজ রোপিত হয়েছিল এই নন্দীগ্রামেই। জমি আন্দোলনের হাত ধরে বাংলার হাল ধরার পথ প্রশস্ত করেছিল তৃণমূল। কিন্তু সেই তৃণমূলেই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশ ভাল ফল করেছে বিজেপি। এবারের নির্বাচনে নন্দীগ্রামের ১ ও ২ নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি। কিন্তু ভোট মিটতেই জয়ী প্রার্থীদের হুমকি, ভয় দেখানো, মিথ্যা মামলার ফাঁসানোর অভিযোগ উঠছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থীরা।

'আমাদের দয়ায় মনোনয়ন দিয়েছে'

শুভেন্দুদের বিধানসভায় বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে, তা আগেও বার বার পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আজ বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময়েও সেই বিষয়টি উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। বললেন, ''এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ৫৪ হাজারের বেশি আসনে বিজেপি মনোনয়ন জমা দিয়েছে। যা অতীতে কোনওদিন পারেনি।'' সেই কথা বলার সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ''এবার আমাদের দয়ায় মনোনয়ন জমা দিয়েছে।'' পঞ্চায়েতে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষ মিলিয়ে মোট যে মনোনয়ন জমা পড়েছে, সেই হিসেবে বিজেপির মনোনয়নের হিসেব যে যথেষ্ট ভাল, সেটাই বোঝাতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে বার বার অশান্তি ও গোলমালের অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে কিছু কিছু জায়গায় যে

বিক্ষিপ্ত ঝামেলা হয়েছে, সেকথা মেনে নিচ্ছেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, ''রাজ্যে ২৩টি জেলা রয়েছে। হ্যাঁ, কিছু ঘটনা ঘটেছে। একবারও তো বলিনি হয়নি কিছু।'' তবে পঞ্চায়েত ভোটে যে এক পরিবার থেকে একাধিক সদস্য প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ায়, আর তার কারণে যে অনেক জায়গায় সমস্যা-গন্ডগোল হয়, সেই তত্ত্বও তুলে ধরেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর বক্তব্য, ''এই জন্যই তো নব জোয়ার হয়েছিল।'' বিরোধীরা যে ভোট লুঠের অভিযোগ আনছে, তাও এদিন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, ''যত লুঠ লুঠ বলছে, সব ঝুট ঝুট ঝুট।'' আর বিক্ষিপ্তভাবে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, তার জন্য যে রাজ্য পুলিশের উপর দায় চাপানো যায় না, তাও বুঝিয়ে দেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের পুলিশ ছিল ৭০ হাজার। আর সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ৮০ হাজার। তাহলে এত কাণ্ড কীভাবে বাহিনীর 'নাকের নীচ' দিয়ে হয়ে গেল? সেই নিয়ে প্রশ্ন মমতার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য রাখতে শুরু করতে না করতেই বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য ঘিরে প্রতিবাদে সোচ্চার হন প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বিধায়করা। বিক্ষোভে মুহূর্তে উত্তাল হয়ে ওঠে সদন। এরপর কালো কাপড় দেখিয়ে ওয়াক আউট করেন করেন বিজেপি বিধায়করা। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই রামধনু জোট নিয়ে কটাক্ষ হানেন। তিনি বলেন, ''কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ভোটের সময় কটা মিটিং ডেকেছিলেন? চিরকুটে বদল হয়েছিল আধিকারিকদের মধ্যে।'' এরপরেই নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, ''ঘটনা ভুলে গেছেন? আলো বন্ধ করা হয়েছিল। দু ঘণ্টা আলো বন্ধ হয়ে গেল কেন?'' এরপরেই শুভেন্দু অধিকারীসহ বিজেপি বিধায়করা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। উত্তরে মমতা বলেন, ''গণনা কেন্দ্র নিয়ে আমার বলার অধিকার আছে। রেজাল্ট বদলে গেল নন্দীগ্রামে।'' এদিন বিধানসভা অধিবেশনে ডেঙ্গির পরিস্থিতি নিয়ে কথার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ডেঙ্গি বাংলাদেশ থেকে আসছে। যাঁদের ধরা পড়েছে, সব বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। প্রতিবেশী রাজ্য। কী করব?''

প্রকল্প খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট কেন্দ্র, স্বাস্থ্য খাতে বাংলা পাচ্ছে ১৪০০ কোটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্পে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার টাকা আটকে রাখার অভিযোগ করেছে রাজ্য। সেই অবস্থাই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১৪০০ কোটি বরাদ্দ টাকা ছাড়তে চলেছে কেন্দ্র। সাধারণত ৩-৪ দফায় এই টাকা দিয়ে থাকে কেন্দ্র সরকার। তার মধ্যে চলতি অর্থবর্ষে প্রথম কিস্তির টাকা ছাড়ার বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের আওতায় এই টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সুত্রের খবর, এই প্রকল্পে বছরে ২৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে। যার মধ্যে রাজ্য সরকার দিয়ে থাকে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ১১২০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্র

সরকার দিয়ে থাকে ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ১৬৮০ কোটি টাকা। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ১৪০০ কোটি টাকা ছাড়া আর কী বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের এই বরাদ্দ আটকে যাওয়ার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তা আটকে গেলে প্রায় ২২ হাজার কর্মীর বেতন আটকে যেত। এছাড়া ৭ হাজার আশা কর্মীর উৎসাহ ভাতা আটকে যেত। ফলে এই প্রকল্পের কাজে ব্যহত হত। কেন্দ্রের তরফে এই প্রকল্পের প্রকৃত নাম ব্যবহার না করার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের বিরুদ্ধে। যেমন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় রাজ্যের সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্রের নীতিতে এর নাম হল আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। যদিও রাজ্যের তরফে জানানো হয়, কেন্দ্রের নীতিকে কোনওভাবে অমান্য করা হয়নি। এরপরে গত ২৩ এবং ২৪ মে রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রী স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। এ ছাড়াও তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের পরেই চলতি অর্থবর্ষে প্রথম কিস্তির ২৮০ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয় কেন্দ্র সরকার। এক স্বাস্থ্য অধিকারিক জানিয়েছেন, সাধারণত তিন দফায় এই টাকা দিয়ে থাকে কেন্দ্র সরকার। যদিও রাজ্য আগেই নিজের ২০০ কোটি টাকা এই প্রকল্পের কাজে লাগিয়েছে। এছাড়াও, এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং অন্যান্য খাতে বরাদ্দ আসছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের ২২টি হাসপাতালে ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত সেই সমস্ত হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা এবং অস্ত্রোপচারের সুবিধা থাকবে। আবার করোনার জন্য এগুলিকে আলাদা ব্লক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। জেলাগুলিতে এগুলি তৈরির জন্য ৬০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে এবং শহর অঞ্চলের প্রায় ৭০০টি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার তৈরির জন্য ৫৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সবমিলিয়ে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা ছাড়বে কেন্দ্র সরকার। যদিও ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা, আবাস প্রকল্পের টাকা এখনও আটকে রয়েছে। রাজ্যের দাবি, কেন্দ্রের নির্দেশ মেনেই এই সব প্রকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। তারপরেও টাকা ছাড়ছে না কেন্দ্র।

> রাজ্যের তরফে জানানো হয়, কেন্দ্রের নীতিকে কোনওভাবে অমান্য করা হয়নি।

মণিপুর ইস্যুতে ইস্তফা বিজেপির শীর্ষ নেতার

পাটনা, ২৭ জুলাইঃ এবার মণিপুর ইস্যু ফাটল ধরাল বিজেপির অন্দরেই। বৃহস্পতিবার বিহারের বিজেপির মুখপাত্র বিনোদ শর্মা দল থেকে পদত্যাগ করলেন। কারণ তাঁর মতে এভাবে বিজেপিতে থাকা যায় না। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, মণিপুরে প্রায় ৮০০-১০০০ লোকের সামনে নগ্ন অবস্থায় হাঁটানো হয়েছে মণিপুরের দুই নারীকে। এতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অপমানিত হয়েছে ভারত। আর তারপরেও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে এমন শয়ে শয়ে ঘটনা হয়েছে। এটা আশ্চর্যের। শর্মা জানিয়েছেন, ''আমি বিজেপি থেকে পদত্যাগ করছি। খুব দুঃখের সঙ্গে এটা করতে হচ্ছে। মণিপুরের পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে অপমানজনক।'' সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রের খবর।

'নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করতে পারে ভারত' রাজনাথের হুঁশিয়ারিতে ত্রস্ত পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ প্রয়োজনে ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করতে পারে বলে বুধবার কার্গিল দিবসে নিহত সেনাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নাম না করে পাকিস্তানকেই যে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তা তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট ছিল। রাজনাথের সেই মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃহস্পতিবার পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাল পাকিস্তান। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'যুদ্ধবাজ মন্তব্য' দিচ্ছেন এবং এটা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতাবস্থাকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বলে পাল্টা জানিয়েছে ত্রস্ত পাকিস্তান। এদিন ইসলামাবাদে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে নাম না করে পাল্টা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। পাকিস্তান যে কোনরকম আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম বলে বিবৃতি দিয়েছে পাক বিদেশমন্ত্রক। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমরা ভারতকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ যুদ্ধবাজ বক্তব্য আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক পরিবেশকে অস্থির করে তুলতে পারে।' গত ২৪ জুলাই

কার্গিল দিবস ছিল। কার্গিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছিলেন, ''দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করা করার ব্যাপারে কোনও আপোস করা হবে না। দেশের শত্রুদের নির্মূল করতে আমরা সেনাদের কাজ করায় স্বাধীনতা দিয়েছি।'' এরপরই হুঁশিয়ারির সুরে তিনি আরও বলেন, ''দেশের সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখার জন্য আমরা চরম পর্যায়ে যেতে পারি... যদি নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করতে হয় তাহলে সেটা করতেও আমরা প্রস্তুত... যদি আমাদের উসকানি দেওয়া হয় এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করব।'' প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ''আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করতে দ্বিধা করব না।'' এ প্রসঙ্গে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন রাজনাথ সিং। হুঁশিয়ারির সুরে তিনি স্পষ্টত বলেন, ''কেবল পাকিস্তান নয়, সারা বিশ্বকে আমরা বার্তা দিচ্ছি, যখন আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন আসবে, তখন আমাদের সেনারা কোনও মূল্যে পিছু হাঁটবে না।''

পরীক্ষাই দেননি এমন ব্যক্তির নামও রয়েছে কারচুপির তালিকায়!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বুধবার একাদশ-দ্বাদশে নম্বর কারচুপি করে চাওয়া পাওয়া তথাকথিত শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই তালিকায় রয়েছে ৯০৭ জনের নাম। ধর্মতলায় আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, সেই তালিকায় এমন অনেকের নাম রয়েছে যাদের নাম মেধাতালিকা বা ওয়েটিং লিস্ট কোথাও ছিল না। আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, কারচুপি করে টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন এরা। যার ফল ভুগতে রয়েছে তাঁদের। বৃহস্পতিবার ৮৬৫ দিনে পড়েছে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন। তালিকা নিয়ে এক আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''এই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের অনেকের নাম মেধাতালিকা বা ওয়েটিং লিস্টেও ছিল না। এরা চাকরি পেল কী ভাবে? সাদা খাতা জমা দিয়ে এরা চাকরি পেয়েছে। ওএমআর শিট প্রকাশিত হলে দেখা যাবে এরা খাতায় তিনটে গোল করে ৫০ পেয়েছে। কারও ইন্টারভিউর নম্বরে কারচুপি করা হয়েছে। অথচ আমরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েও রাস্তায় বসে আছি। সরকার অযোগ্যদের চাকরি দিয়ে আমাদের পিছনে ঠেলে দিয়েছে।'' এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশের যে ৯০৭ জনের ওএমআর শিট ও সার্ভারের নম্বরে গরমিল পাওয়া গিয়েছে তাদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে বলে মঙ্গলবার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অমিতাভ বসু ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ। তার পর বুধবার বিকেলে নাম ও রোল নম্বরসহ সেই তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, এর মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা পরীক্ষাই দেননি। তথচ বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন তাঁরা।

লোকসভায় মমতাকে চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

'সরাসরি মমতা যুক্ত এই দুর্নীতিতে', আজই প্রমাণ প্রকাশ্যে আনবেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ ফের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ প্রকাশের হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বেলা ৩টেয় সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী ২ শিবিরেই। এদিন বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠক শেষে শুভেন্দু বলেন, ''আগামীকাল বিকেল ৩টায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বড় দুর্নীতি নিয়ে। যেটাতে সরাসরি তিনি যুক্ত। ডব্লুইবিইএল ও ডব্লুবিটিএল। তার সব টেন্ডার কাগজ পত্র ইত্যাদি নিয়ে আপনাদের কাছে আমি উপস্থিত হব।'' প্রসঙ্গত এর আগে গত ২১ জুলাই সিবিআই দফতরে গিয়ে সিবিআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টরকে সারদাকাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্ত থাকার প্রমাণ দিয়ে এসেছেন বলে দাবি করেন শুভেন্দু। তার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় মমতার বিরুদ্ধে ফের সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে সরব হলেন তিনি। শুভেন্দুর একের পর এক আক্রমণ নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত, তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি যে হয়েছে তা স্বীকার করে নিচ্ছেন নেতারাও। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততা মোটের ওপর এখনো অটল বলে ধারণা জনমানসে। আর সেই ভাবমূর্তিকে পুঁজি করে একের পর এক ভোট বৈতরণী পার করে চলেছে তৃণমূল। তাই এবার সরাসরি মমতাকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে তৃণমূলকে আরও দুর্বল করতে চাইছেন শুভেন্দু ও বিজেপি। এদিন বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময়

বিজেপিকে খোঁচা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, ''আপনারা আর ছ'মাস আছেন।'' আগামী বছরেই লোকসভা নির্বাচন, সেই প্রেক্ষিতে মমতার এই খোঁচায় পাল্টা দিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মমতাকে ভোটে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন শুভেন্দু। এই বিষয়ে পরে শুভেন্দুকে প্রশ্ন করা হলে বলেন, ''দম থাকলে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের আসনগুলি পুনর্গণনা করে দিন না। বড় বড় কথা বলছেন উনি। ২০১৪ সাল থেকে হারছেন। মিত্র ইনস্টিটিউশনে নিজে হেরেছেন তো। কেন্দ্রীয় পুলিশ থাকলেই হারছেন। আবার আগামী বছরে হারবেন। মিত্র ইনস্টিটিউশনে হারবেন, ওনার নিজের বুথে হারাব।'' তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভায় দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন শুভেন্দু? বিরোধী দলনেতা অবশ্য হুঙ্কার দিয়ে রাখছেন, ''উনি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করে দিল্লিতে পালাতে চাইছেন। তো দিল্লিতে যেতে গেলে তো লোকসভায় দাঁড়াতে হবে, নাহলে রাজ্যসভায় পিছনের দরজা দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভোটে দাঁড়ালেই হারাব। যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই হারাব।'' অন্যদিকে মমতাও তাঁর বক্তব্যে বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের ফলাফলের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। লোডশেডিং তত্ত্বও উঠে আসে মমতার গলায়। সেই নিয়েও আজ পাল্টা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর বক্তব্য, ওই গণনাকেন্দ্রে নন্দীগ্রাম ছাড়া আরও দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে একটিতে তৃণমূল জিতেছে, অন্যটিতে বিজেপি জিতেছে। নন্দীগ্রামের লোডশেডিং তত্ত্বকে মমতার 'ভাঙা রেকর্ড' বলেও খোঁচা দেন শুভেন্দু।

৩ দশকের প্রতীক্ষা শেষ, শ্রীনগরের ঐতিহাসিক রুটে প্রদক্ষিণ মহরমের শোভাযাত্রার

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই ঃদীর্ঘ ৩ দশকের প্রতীক্ষার অবসান, শ্রীনগরের ঐতিহাসিক রুটে প্রদক্ষিণ করল মহরমের শোভাযাত্রা। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, দুই ঘন্টার জন্য মহরমের শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় শ্রীনগরের প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রদক্ষিণ করে মহরমের শোভাযাত্রা।প্রায় ৩ দশক পরে শ্রীনগরের ঐতিহাসিক রুট দিয়ে মহরম শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের এডিজিপি (কাশ্মীর জোন) বিজয় কুমার বলেছেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি, বুধবার রাত থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ছিল।

বিরোধীদের তোপ অর্জুন রাম মেঘওয়ালের, বললেন তাঁরা কী দেশের প্রগতি থামাতে চাইছেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, তাঁরা কী দেশের প্রগতি থামাতে চাইছেন! মণিপুর ইস্যুতে বিগত কয়েকদিন ধরে সংসদ উত্তাল সংসদ। সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি করছেন। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীরা হয়তো তা পছন্দ করছে না অথবা বুঝতে পারছে না। তাঁরা যাই করুক না কে কিছুই বদলাবে না, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের উন্নয়নের কথা ভাবেন...কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ করে কি দেশের অগ্রগতি বন্ধ করতে চান?রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে আক্রমণ করেছেন মেঘওয়াল। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে গেহলট টুইটে দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী, আপনি রাজস্থানে আসছেন। পিএমও অনুষ্ঠান ইভেন্ট থেকে আমার ৩ মিনিটের বক্তৃতা সরিয়ে দিয়েছে। তাই বক্তৃতার মাধ্যমে আপনাকে স্বাগত জানাতে পারব না। তাই এই টুইটের মাধ্যমে আমি আপনাকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর অবশ্য এ বিষয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে জবাবও দিয়েছে। এ বিষয়ে মেঘওয়াল বলেছেন, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের অভ্যাস আছে সবকিছুকে নিয়ে রাজনীতি করার, এমনকি একটি সরকারি অনুষ্ঠানকেও।

সেন্সর বোর্ডের '' এ '' সার্টিফিকেট পেল ''ওহ মাই গড ২''

মুম্বই, ২৭ জুলাই ঃ অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি ''ওহ মাই গড ২'' নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে থাকলেও ছবি মুক্তির আগেই ছবি নিয়ে শুরু হয় নানা সমস্যা । তবে, এবার এই ছবি নিয়ে প্রকাশ্যে নতুন খবর । সেন্সরবোর্ড এই ছবির মোট ২০টি দৃশ্যে কাঁচি চালিয়েছে, আর তারপর ''এ'' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এই ছবিকে ।এই ছবির প্রথম ভাগ সাফল্য পেয়েছিল বক্সঅফিসে । দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখার পরেই, এই ছবির সিক্যুয়ালের পরিকল্পনা করেন নির্মাতারা । সেই মতো মুক্তির অপেক্ষায় অক্ষয় কুমার অভিনীত ওহ মাই গড ২ । অক্ষয় কুমার, ইয়ামি গৌতম, পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত ''ওহ মাই গড ২'' নিয়ে শুরু থেকে একাধিক বিতর্ক জারি । ছবির ঘোষণার সময়ে প্রকাশিত পোস্টার ঘিরেও উত্তেজনা তৈরি হয়। আগের ছবিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল অক্ষয় কুমারকে । তবে, এবারের পোস্টারে শিবের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে ।উল্লেখ্য, ২০১২ সালে মুক্তি পায় 'ওহ মাই গড'। মুক্তির সময় তো বটেই, তারপরেও বছরের পর বছর ধরে এই ছবি বারবার প্রশংসিত হয়েছে। ফলে ছবির দ্বিতীয় ভাগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন অনুরাগীরা। অবশেষে ছবির মুক্তির তারিখ এল প্রকাশ্যে। ১১ আগস্ট ২০২৩ সালে মুক্তি পাবে 'ওহ মাই গড ২'। প্রথম ছবির ১১ বছর পর দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে ফিরছেন অক্ষয়।

বিচার বিভাগকেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবেঃরাষ্ট্রপতি

কটক, ২৭ জুলাই ঃ কার্যনির্বাহী ও আইনসভার পাশাপাশি বিচার বিভাগকেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।বুধবার ওডিশার কটকে ওডিশা হাইকোর্টের ৭৫-তম বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এতে তুচ্ছ অভিযোগে কারাগারে বন্দী নির্দোষদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব। এটি আমার হৃদয়ের একটি বিষয় এবং আমি এটি সম্পর্কে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানেও বলেছি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আজ আমি আপনাদের

মাঝে থাকতে পেরে আনন্দিত। ওডিশা হাইকোর্ট শুধুমাত্র নিজস্ব ৭৫-তম বার্ষিকী উদযাপন করছে তাই নয়, আইনী আলোকিত ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতির কারণেও আমি খুশি।রাষ্ট্রপতির কথায়, আমাকে বলা হয়েছে, দ্রুত বিচার প্রদানের ফলে হাইকোর্টে গত দুই বছরে মামলার বিচারের হার এক চতুর্থাংশ কমেছে। এর জন্য আমি প্রধান বিচারপতি ডঃ এস.কে. মুরলীধর এবং তার গোটা টিমের প্রশংসা করছি। কার্যনির্বাহী ও আইনসভার পাশাপাশি বিচার বিভাগকেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা যদি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটি নিরাপদ ভবিষ্যত দিতে চাই, তাহলে আমাদের পরিবেশ রক্ষায় প্রতিনিয়ত মনোযোগ দিতে হবে।রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমি এটা জেনে অত্যন্ত খুশি যে, সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনেক আইনজীবীও বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসছেন। আমি আশা করি এর ফলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়া সহজ হবে।

২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির তৃতীয় বর্ষে এর সাফল্যের নানা দিকের ওপর আলোকপাত

কলকাতা,২৭জুলাইঃকেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইটিটিটিআর)-এর উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র সফল রূপায়ণের তৃতীয় বর্ষে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনাচক্রে এনআইটিটিটিআর-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ মিশ্র জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এনআইটিটিটিআর জাতীয় শিক্ষানীতির সফল রূপায়ণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার পেশাদারদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত করার জন্য নতুন শিক্ষানীতিতে প্রফেসর অফ ক্যাটেগরি শাখা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিল্প সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাঠদান করা যাবে। এনআইটিটিটিআর প্রফেসর অফ ক্যাটেগরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।কল্যাণীর আইআইআইটি-র ডিরেক্টর অধ্যাপক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় বলেন, উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যমে পা।শোনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি সেই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁদের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের বই অনুবাদের কাজ করছে। শিবপুর আইআইইএসটি-র অ্যাকাডেমিক ডিন অধ্যাপক সুদীপ কুমার রায় জানান, নতুন শিক্ষানীতিতে বহু ছাত্রছাত্রী নিজের বিষয়ের পাশাপাশি পছন্দমতো অন্যান্য বিষয় নিয়েও পা।শোনা করতে পারেন। কলকাতার আইএসসিএস-এর অধ্যাপক সুহৃদ ঘোষ এই শিক্ষানীতির নমনীয় দিকের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্বজি সেনগুপ্ত নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা প্রয়োগের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হলকর্ষণ এবং বৃক্ষরোপণের মতো বিভিন্ন কর্মসূচী বহুদিন থেকেই পালিত হয়ে আসছে।কলকাতার সিএসটিএআরআই-এর ডিরেক্টর ডঃ এম আর অরবিঃদন বলেন, মানবসম্পদ মন্ত্রকের পরিবর্তে পৃথক একটি শিক্ষা মন্ত্রক গা।ে তোলার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তাব রাখা হচ্ছিল। বর্তমানে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। একইসঙ্গে, শ্রম মন্ত্রক থেকে দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রককে পৃথক করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা মন্ত্রক এবং দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রকের দায়িত্ব একই ব্যক্তিঃ পালন করায় জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। কলকাতার আইআইএসইআর-এর অধ্যাপক বিদিশা সিনহা জানান, দীর্ঘদিনের প্রাচীন তাঁদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সক্রিয়। যদিও তাঁদের প্রতিষ্ঠানে অনেক বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ নেই, তবে সমন্বিত এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কলকাতার আইআইএম-এর অধ্যাপক অদিতি ভুতোরিয়া জানান, নতুন শিক্ষানীতি রূপায়ণের আগে একটি পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না যা বর্তমানে হয়েছে। দুর্গাপুর এনআইটি-র অ্যাকাডেমিক কোর্সেস-এর ডিন অধ্যাপক নিমাইবরণ হুই জানান, বর্তমান শিক্ষানীতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অভিন্ন মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের জন্য গেলে প্রথম প্রতিষ্ঠানের অর্জিত বিদ্যাও স্বীকৃতি পাবে।অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষাবিদরা নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস তথা বিশ্ব বাদাবন দিবস

নিজস্বসংবাদদাতাঃ গত ২৬জুলাই আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস তথা বিশ্ব বাদাবন দিবস।।ম্যানগ্রোভ বা বাদাবনের জীববৈচিত্র্য কে অক্ষুন্নরাখা এবং পরিবেশ সুরক্ষা র আহবান জানিয়ে এবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ।ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস। প্রতি বছর ২৬ জুলাই ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে, আমরা ম্যানগ্রোভ বনের অর্ধেক হারিয়েছি। কিছু দেশ তাদের ম্যানগ্রোভ জনসংখ্যার ৮০ এরও বেশি হারিয়েছে। তাই সচেতন হোন, সচেতন করুন। গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান,মানবজাতিকে বাঁচান এবং নিজে বাঁচুন!বিদ্যালয়ে. ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন আজ ওয়ার্ল্ড ম্যানগ্রোভ দিবস।পরিবেশ আজ ভারসাম্যহীন একদিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন,অন্যদিকে নিজেদের সুখের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে গাছ কেটে বসতি স্থাপন করা, এবং সম্মিলিত মানুষের ব্যবহৃত প্লাস্টিক সকল দ্রব্যদির দূষণ, আজ প্রকৃতির করাল গ্রাসে সমগ্র মানুষ আজ বিপন্ন, অসহায়, কখনো খরা, বন্যা, বজ্রপাত সুস্থ স্বাভাবিক জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে ।পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে আসতে হবে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগী সহযোদ্ধা হোতে হবে... বাদাবন, এবং বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগিয়ে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে তবেই আমরা সুন্দরবনকে রক্ষা করতে পারবো... আবার নতুন ছঃেদ জনজীবন গড়ে উঠবে।ভূমির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি এসব ম্যানগ্রোভ বনায়ন সবুজ বেষ্টনী তৈরি,জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা,কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আরও বলা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন নতুন জমিতে পলি ভরাটে সাহায্য করে, উপকূলীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে, পরিবেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। বলা অত্যুক্তি নয় যে, সুপরিকল্পিত ম্যানগ্রোভ বন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যানগ্রোভ প্রজাতি সমূহের মধ্যে কেওড়া, বাইন, গেওয়া, কাঁকড়া ও গোলপাতা ইত্যাদি উপকূলীয় বনায়নে রোপণ করা হচ্ছে।আজ বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কে ম্যানগ্রোভ বন রক্ষায় একতাবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানাই। গাছ লাগান দেশ বাঁচান.... ম্যানগ্রোভ লাগান সুন্দরবন বাঁচান...।

ভারী বর্ষণে পাহাড়ে জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে বিপত্তি, তেলেঙ্গানায় উদ্ধার অন্তত ৮০ জন পর্যটক

হায়দরাবাদ, ২৭ জুলাই ঃ বর্ষাকালে তেলেঙ্গানার সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে বিপাকে প।লেন পর্যটকরা, উপরে উঠে গেলেও বৃষ্টির কারণে জল জমে যাওয়ায় নীচে নামতে পারছিলেন না তাঁরা। খবর পাওয়ার পর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল অন্তত ৮০ জন পর্যটককে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনাটি তেলঙ্গানার মুলুগু জেলার মুত্যলধারা জলপ্রপাতের কাছে ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে মুলুগুর এসপি বলেছেন, উদ্ধার কাজ শেষ হয়েছে। মুতযালা ধারা জলপ্রপাত থেকে মোট ৮০ জন আটকে পড়া পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে যাচাই করেছি এবং এখন কেউ আটকে নেই। তাঁদের জলখাবার ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। একজনকে একটি ছোট বিচ্ছু কাম।ছে, তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছে। ৯০ শতাংশ পর্যটকের স্বাস্থ্য ভালো রয়েছে।প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে গিয়েছিলেন পর্যটকরা, কিন্তু প্রকৃতিই তাঁদের মহাবিপদে ফেলে দেয়। ৮০ জনের একটি দল বুধবার চড়াই পথে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর পর পর্যাপ্ত সময়ও কাটান তাঁরা। কিন্তু ফেরার পথে বিপদ ঘনিয়ে আসে। বৃষ্টির ফলে জলের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকায় পর্যটকেরা পাহাড়ি জঙ্গলের মাঝে আটকে যান। সারা রাত ধরে নামার চেষ্টা করলেও পথ খুঁজে পাননি তাঁরা। পরে স্থানীয় পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং জাতীয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দেন পর্যটকেরা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজের জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ৫০ জন কর্মী। রাতের অন্ধকারেই পর্যটকদের খুঁজে বার করে নীচে নামিয়ে আনেন উদ্ধারকর্মীরা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় .৮৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ পৌঁছল ৪২-এ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৫৯ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের খানিকটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি, এই সময়ে ৫৯ জন সুস্থ হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৫২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,০৬৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৯,৯৫,৪৩৪। বিগত ২৪ ঘঃটায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫১৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৫১,৯৭০ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৫,৮৫৪

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব ''ইন্ডিয়া''-র

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনল বিরোধীদের ''ইন্ডিয়া'' জোট। বুধবার সকালে লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। মণিপুর নিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে ২৬টি বিরোধী দলের জোট ' একই বিষয়ে আলাদা করে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-ও। ' হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। বিআরএসের হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন সাংসদ নামা নাগেশ্বর রাও। উল্লেখ্য যে, তেলঙ্গানার শাসকদল বিআরএস ২৬টি বিরোধী দলের জোট ' অংশ নেয়নি। তবে সাম্প্রতিক অতীতে বহু বার বিজেপির বিরোধিতায় সরব হতে দেখা গিয়েছে তাদের।বিরোধীদের এই অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, অনাস্থা প্রস্তাব আসুক, সরকার সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমরা মণিপুর নিয়ে আলোচনা চাই... অধিবেশন শুরুর আগে তাঁরাও আলোচনা চেয়েছিল। আমরা রাজি হলে তাঁরা বিধিমালার বিষয়টি তুলে ধরেন। আমরা যখন নিয়মের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি, তখন তাঁরা নতুন ইস্যু নিয়ে এসেছে যে প্রধানমন্ত্রীকে এসে আলোচনা শুরু করতে হবে। আমি মনে করি এই সব অজুহাত।বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও মোদী সরকারের কোনও সঙ্কট তৈরি হবে না। কারণ খাতায় কলমে ৩৩২ জন সাংসদের সমর্থন রয়েছে শাসক পক্ষের দিকে। বিরোধী দলগুলির অবশ্য বক্তব্য, মণিপুর নিয়ে সরকারের ' ভাঙতেই তারা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রসঙ্গে ' অন্যতম শরিক শিবসেনার তরফে বলা হয়েছে, মণিপুর নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী যাতে সংসদে আসেন, সেই কারণেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপির উপর মানুষের আস্থা রয়েছে। বিরোধীরা আগেও অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু মানুষ ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে।সিপিআই সাংসদ বিনয় বিশ্বম বলেছেন, এই অনাস্থা প্রস্তাব একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ - একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ যা ফলাফল আনবে... অনাস্থা প্রস্তাব তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী) সংসদে আসতে বাধ্য করবে। সংসদের অভ্যন্তরে দেশের সমস্যা, বিশেষ করে মণিপুরের বিষয়ে আলোচনা দরকার। সংখ্যা ভুলে যান, তাঁরা সংখ্যা জানেন এবং আমরাও জানি।

শান্তি ফিরছেই না সংসদে কালো পোশাক পরে আরও ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা, মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না সংসদে। মণিপুর ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও উত্তাল হল সংসদের নিম্নকক্ষ, এদিনও মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবিতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। স্লোগান ও হইহট্টগোলের মধ্যেই দুপুর দু''টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন।বাদল অধিবেশনের ষষ্ঠ দিনে মণিপুরকাণ্ড নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ দেখল সংসদ। মণিপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে বৃহস্পতিবার সংসদে আসেন বিজেপি বিরোধী জোট ' সাংসদেরা।রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বৃহত্তম বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, তৃণমূলের দুই কক্ষের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন বিরোধী সাংসদেরা এই প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার।ডিএমকের টিআর বালুর মতো কয়েক জন বিরোধী সাংসদ সাধারণ পোশাক পরে এলেও প্রতিবাদ জানাতে পরেছিলেন কালো রঙের ' ব্যান্ড'। অধিবেশন শুরুর আগে গান্ধীমূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। মণিপুরকাণ্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে স্লোগান তোলেন।

মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে সরব সঞ্জয় সিং, বললেন সংবেদনশীলতা দেখানো উচিত তাঁর

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃরাজ্যসভার অভ্যন্তরে অসংসদীয় আচরণের জন্য সাসপেন্ডও হয়েছেন, মণিপুর ইস্যুতে সংসদের উচ্চকক্ষে সরব হয়েছিলেন তিনি। এবার সংসদের বাইরেও মণিপুর ইস্যুতে সরব হয়েছেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে দাঁ।িয়ে সঞ্জয় সিং বলেছেন, আজ টিম ''ইন্ডিয়া''-র প্রতিবাদের চতুর্থ দিন এবং আমরা দাবি করছি যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংসদে এসে মণিপুর ইস্যুতে কথা বলা উচিত...মণিপুর জ্বলছে এবং মানুষজন ত্রাণ শিবিরে বসবাস করছে।প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর উদ্দেশ্যে আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত জোটকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করছেন এবং বলছেন তিনি ২০২৪ সালে ক্ষমতায় আসবেন। তাঁরা অন্তত কিছুটা সংবেদনশীলতা দেখানো উচিত।

কালো পোশাক পরিধানে বিরোধীদের বিঁধলেন পীযূষ গোয়েল, বললেন এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ কালো পোশাক পরিধানের জন্য বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। কটাক্ষের পাশাপাশি বলেছেন, এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। প্রসঙ্গত, মণিপুরকাণ্ড নিয়ে বৃহস্পতিবার অভিনব প্রতিবাদ দেখল সংসদ। মণিপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে বৃহস্পতিবার সংসদে আসেন বিজেপি বিরোধী জোট ' সাংসদেরা।রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী, তৃণমূলের দুই কক্ষের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন বিরোধী সাংসদেরা এই প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার। ডিএমকের টিআর বালুর মতো কয়েক জন বিরোধী সাংসদ সাধারণ পোশাক পরে এলেও প্রতিবাদ জানাতে পরেছিলেন কালো রঙের ' ব্যান্ড'। অধিবেশন শুরুর আগে গান্ধীমূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা।এরই নিন্দা করে রাজ্যসভায় এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এত গুরুতর বিষয়েও রাজনীতি করা হচ্ছে। এটি ভারতের সম্মানের বিষয়, বিশ্বের সামনে ভারতের উদীয়মান ভাবমূর্তির বিষয়... আমি মনে করি কালো পোশাক পরা মানুষজন দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তি বুঝতে পারছেন না...তাঁদের বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যত কালো। কিন্তু আমরা আশা করি তাঁদের জীবনেও আলো আসবে...। রাজ্যসভায় এদিন সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বিদেশ নীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সেই সময় মোদী মোদী স্লোগান দিতে থাকেন এনডিএ সাংসদরা, পাল্টা বিরোধীরা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া স্লোগান দেন।অন্যদিকে বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, অনাস্থা প্রস্তাব এনে এবং কালো পোশাক পরে কোনও উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, তাঁরা (বিরোধীরা) ২০২৩ সালে আবারও অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে। তাঁরা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তবে সেখানেও কিছুটা বিভাজন রয়েছে। কংগ্রেস দল নিজস্ব মনোভাব অনুযায়ী, অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে পরামর্শ করেনি। প্রথমে, বিরোধী দলের মধ্যে আস্থা থাকা উচিত। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে কি-না সে বিষয়ে বলতে পারেন। মোদির প্রতি জনগণের মধ্যে আস্থা থাকা উচিত, পরে তারা মোদীর প্রতি আস্থা রাখতে পারে। ২০১৪ সালে হয়েছে, ২০১৯ সালেও হয়েছে এমনকি ২০২৪ সালেও জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা দেখাবেন। অনাস্থা প্রস্তাব আনা এবং কালো পোশাক পরা কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করবে না।

শুভ জন্মদিন

ছোট্ট আয়ুষ মুখার্জীর জন্মদিনে ভালোবাসা আশীর্বাদ সহ বাবা অসীম মুখার্জী, মা সীমা মুখার্জী, দাদু অমর মুখার্জী, ঠাকুমা নমিতা মুখার্জী, বড়মা শেফালী মুখার্জী সহ বাড়ির গুরুজনেরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮জুলাইঃশুক্রবার, ১১শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১১ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১১ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৮মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০১৮ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকাজের চাপ আজ কিছুটা চাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। নতুন টাকাপয়সা বানানোর সুযোগ লাভজনক হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
বৃষভ রাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন।শুভদিন।
মিথুন রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ ।বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কট রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ আর্থিক ক্ষতি হবে বলে মনে হচ্ছে যদি আপনি অন্যদের কথা মেনে
সিংহ রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি
কন্যা রাশিঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে।।
তুলা রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।
বৃশ্চিক রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন।।।
ধনু রাশিঃ যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ
মকর রাশিঃসন্তান হতে পারে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ।
কুম্ভ রাশিঃবিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে।
মীন রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। যারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন তারা আজ ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারেন। আপনার বিনি সহায়ক এবং সাহায্যকারী হবে। খুশির জন্য নতুন সম্পর্কের

উত্তরপাড়া পুরসভা এলাকায় বেশকিছু প্রাচীন গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৭ জুলাই ঃ কাটা হচ্ছে একের পর এক জলজ্যান্ত বৃক্ষ। ঘটনা হুগলির উত্তরপাড়ার এলাকার। একের পর এক গাছ কেটে

সাফ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে পুরসভার মদতে উত্তরপাড়া শহর জুড়ে চলছে বৃক্ষ নিধন, এমনই অভিযোগ বিজেপির। তবে উত্তরপাড়ার ভাইস চেয়ারম্যানের দাবি বেআইনি গাছ কাটা পুরসভা সমর্থন করেনা, অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উত্তরপাড়া পুরসভার শিবতলা শ্মশানঘাট সংলগ্ন এলাকার একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া পাথর কলের ভিতর বেশকিছু প্রাচীন গাছ কেটে ফেলা হচ্ছিল। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা দেখতে পেয়ে বাধা দেয়। যে গাছ কাটছিল সেই ঠিকাদার দয়ানন্দ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় তাকে গাছ কাটার বরাত দেওয়া হয়েছে। কে দিয়েছে কেন দিয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি সে। বিজেপি উত্তরপাড়া মন্ডলের সভাপতি সঞ্জয় বনিকের অভিযোগ, পুরসভার মধ্যে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন জায়গায় গাছ কাটা হচ্ছে। শিবতলা ঘাটের পাশে গাছ কাটা হচ্ছিল জানতে পেরে আমরা আসি, বারণ করি। এখানে প্রমোটিং এর উদ্দেশ্য নিয়ে গাছ কাটা হচ্ছে বলে মনে হয়। এই গাছ কাটা বন্ধ না হলে আমরা এরপরে আন্দোলনে নামবো। উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল বলেন, উত্তরপাড়া শিবতলা ঘাটের কাছে কিছু বেআইনি গাছ কাটছিল বলে শুনেছি। পুরসভা গাছ কাটা সমর্থন করে না। আমরা চাইছি পুরসভায় একটা লিখিত অভিযোগ জানাক কেউ। তাহলে আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারব।

পরকীয়ায় জড়িয়ে সন্তান, ২ লাখে সদ্যোজাতকে বিক্রি মায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সদ্যজাতকে বিক্রি করার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে। পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় লোকলজ্জার ভয়েই এমন ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিসের। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাভুতিয়ার বাসিন্দা শুক্লা দাস। বছর পাঁচেক আগে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, সম্প্রতি একজনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তার জেরেই সন্তানসম্ভবা হন। গর্ভপাত করানোর কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই বিষয়টি জানতে পেরে যান প্রতিবেশী শান্তি মণ্ডল ও তাঁর স্বামী তাপস মণ্ডল। শান্তি দেবী আয়ার কাজ করেন। সেইসূত্রে অনেকের সাথেই তাঁর জানাশোনা। তিনি-ই শুক্লাদেবীর সঙ্গে পঞ্চসায়র থানা এলাকার বাসিন্দা ঝুমা মালিকের পরিচয় করিয়ে দেন। নিঃসন্তান ঝুমা মালিক জমি বিক্রি করে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শুক্লা দাসের ১১ দিনের সন্তানকে কিনে নেন। বিষয়টি জানতে পেরে শুক্লা দাসের প্রতিবেশী উত্তম হালদার নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্লা দাস, ঘটনায় মধ্যস্থতাকারী শান্তি মণ্ডল ও তাঁর স্বামী তাপস মণ্ডল এবং সদ্যোজাতকে কেনার ঘটনায় ঝুমা মালিককে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃত শান্তি মন্ডল ও তার স্বামী তাপস মণ্ডল শিশু বিক্রি চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করছে পুলিস। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিস।

পূর্ব রেল মালবাহী গ্রাহকদের সাথে মালবাহী ব্যবসায় ভাল জায়গা কাটানোর জন্য বৈঠক করেছে

কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ মালবাহী ব্যবসার বাজারে একটি বড় অংশ দখল করার জন্য, পূর্ব রেল আজ (২৭.৭.২০২৩) পূর্ব রেল হেডকোয়ার্টার, ফেয়ারলি প্লেসে একটি মালবাহী গ্রাহক বৈঠকের আয়োজন করেছে। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার /পূর্ব রেল, শ্রী প্রভাস দানসানা,

প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার এবং শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার সিমেন্ট, সার, ফ্লাই অ্যাশ এবং পাট শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরের মালবাহী গ্রাহকদের সাথে আলোচনা করেছেন যা বিভিন্ন শিল্প উপাদন এবং পণ্যদ্রব্যের রেল পরিবহন শেয়ার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ছিল মালবাহী গ্রাহকদের এবং পূর্ব রেলওয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশন যা গ্রাহকদের দৃষ্টিকোণ এবং তাদের প্রয়োজন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেলওয়ের মালবাহী ট্রাফিক বাড়ানোর জন্য। সিমেন্ট প্ল্যান্টের রেল গুণাঙ্ক যা ৪৫ থেকে ৭৫ পর্যন্ত (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) নোভোকো এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্ট কর্তৃপক্ষের মতো সিমেন্ট ব্যবসায়ীরা বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের মতো উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের দিকে রেক চলাচলের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সিমেন্ট উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির আধিকারিকদের অনুরোধ করা হয়েছে। আসানসোল এবং মালদা বিভাগ থেকে ফ্লাই অ্যাশ লোডিং মাইথান পাওয়ার, আদানি পাওয়ার এবং সাগরদিঘি থার্মাল পাওযার থেকে এক মাসে ১৫ রেকে বাড়ানো হবে। শিয়ালদহ, হাওড়া এবং আসানসোল বিভাগ থেকে সার লোড হচ্ছে যা প্রতিদিন প্রায় দুই রেক সর্বাধিক করা হবে। চিৎপুর, টিটাগড়, শ্রীরামপুর এবং খিদ্দারপুর ডক থেকে সার লোড করার জন্য রেকের প্রাপ্যতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বৈঠকে, পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় রেল ব্যবস্থা সাধারণভাবে এবং পূর্ব রেল বিশেষ করে এখন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রস্তুত এবং গ্রাহকদের রেল ব্যবহার করে ব্যবসা প্রসারিত করতে বলেছে। শিল্প ইনপুট এবং আউটপুট পরিবহনের একটি মাধ্যম হিসাবে যাতে এটি একদিকে রেল এবং অন্যদিকে মালবাহী গ্রাহক উভয়ের জন্যই একটি জয়- জয় পরিস্থিতি। মহাব্যবস্থাপক মালবাহী লোডিং বাড়ানোর জন্য নতুন ধারণা নিয়ে এগিয়ে আসতে বলেন এবং তাদের আশ্বস্ত করেন যে রেল ব্যবসা করার সহজতা এবং মালবাহী ট্রাফিক বৃদ্ধির জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শ্রী প্রভাস দানসানা, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার উল্লেখ করেছেন যে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে এবং সাইডিং হোল্ডারদের জন্য পর্যাপ্ত ওয়াগন সরবরাহ করা হবে এবং অন্য যে কোনও সমস্যার যত্ন নেওয়া হবে। তিনি পাট পরিবহণকারীদের আশ্বস্ত করেছেন যে বিভাগীয় স্তরের আধিকারিকরা শিয়ালদহ এবং হাওড়া বিভাগ থেকে পাট লোড করার ক্ষেত্রে বাধাগুলি সমাধান করতে পাট কমিশনারের সাথে দেখা করবেন। শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিযাল ম্যানেজার, উদ্ভব এবং গন্তব্য পয়েন্টে ট্রাফিক পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেছেন এবং গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছেন যে ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য সমস্ত সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শ্রী মজুমদার, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার গ্রাহকদের যেকোনো ধরনের সাহায্য বা প্রতিকারের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করতে এবং মালবাহী রেলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য লজিস্টিক সহাযতা প্রদান চালিয়ে যেতে বলেছেন। শেষে, গ্রাহকরা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সম্মত হন যে তারা পূর্ব রেল বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং সদর দফতরের টিমের কাছ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন এবং এই ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারা রেলের মাধ্যমে মালবাহী ব্যবসার পরিমাণ বাড়াতে থাকবে।

বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে কমবে তাপমাত্রার পারদ, উত্তরের ওপরের জেলায় চলবে বর্ষণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ দক্ষিণবঙ্গে এবার আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি বাড়তে পারে। বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা এখন নিম্নমুখী। পারদ নামছে মহানগরীতেও। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

মহরমের মিছিলে শব্দদূষণে সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ মহরমের মিছিলে প্রতীকী রণডঙ্কা বাজাতে পুলিশের অনুমতি লাগবে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মহরম সংক্রান্ত এক জনস্বার্থ মামলায় বৃস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি টিএস শিভজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত বলেছে, শব্দবিধি মেনে প্রতীকী রণডঙ্কা বাজানো হচ্ছে কি না তার উপর নজরদারি করবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ২৯ জুলাই শনিবার মহরম। তার আগেই ড্রাম, গান বাজানোর শব্দমাত্রা বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলার আবেদনকারী গুপ্তা সুলেমান দাবি করেছেন, তাঁর এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত ড্রাম বাজানো হয় মহরমে। সুলেমানের অভিযোগ, পুলিশকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশ তাঁকে কোর্টের আদেশ নিয়ে আসতে বলেছে। এছাড়া মহরমের আগে থেকে শহরের অনেক জায়গায় সারাদিন ধরে গান বাজানো হয়। সমস্যায় পড়ে বাচ্চা ও বয়স্করা। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ জমা পড়ে। এদিন এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, সকালে ২ ঘণ্টা ও বিকেলে ২ ঘণ্টা বেঁধে দিতে হবে ড্রাম বাজিয়ে মিছিল করার জন্য। তাঁর নির্দেশ, সকাল ৮ টার আগে ও সন্ধ্যা ৭ টার পরে ড্রাম বাজানো যাবে না। কোনও ভাবেই শব্দসীমা ৬০ ডেসিবেল ছাড়াতে পারবে না। যে ক্লাব বা যে গোষ্ঠী ড্রাম বাজিয়ে মহরমের মিছিল করতে চায়, তাদের পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। মহরমের দিন পর্যন্ত জারি থাকবে এই নির্দেশিকা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শব্দবিধি মেনে ড্রাম বাজানো হচ্ছে কি না তার উপর নজরদারি চালাতে।

মহারাষ্ট্রে বজ্রপাতে ৬ জনের মৃত্যু, ৭ জন আহত

মুম্বই, ২৭ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলায় অবিরাম বৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। টানা বর্ষণসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে ছয়জন নিহত ও সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দগ্ধদের জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্রপুর জেলার চারটি স্থানে বজ্রপাতে পাঁচজন মহিলাসহ ছয়জন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। বুধবার জেলা সদর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে সিন্দেওয়াহি তহসিলের দেলনওয়াদি গ্রামে, ধানক্ষেতে কাজ করা দুই মহিলা বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপর এক মহিলা দগ্ধ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একইভাবে, ব্রহ্মপুরী তহসিলের বেতলা গ্রামে বজ্রপাতে কোরপানা তহসিলের একজন মহিলা এবং একজন কৃষক প্রাণ হারিয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দল এসব ঘটনা পরিদর্শন করছে।

মঙ্গলাহাটের পোড়া হাটে সাফাইয়ের কাজ শুরু করল হাওড়া পৌরনিগম

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ মঙ্গলাহাটের পোড়া হাটে সাফাইয়ের কাজ শুরু করল হাওড়া পৌরনিগম। দু'দিনের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল সাফাই করা হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পৌরনিগমের প্রতিনিধিরা বুধবারই ঘুরে দেখেন হাওড়ার পোড়া মঙ্গলাহাট। এর একদিনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার থেকে হাটের পোড়া অংশে সাফাইয়ের কাজ শুরু করেছেন তারা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠন হওয়ার পর থেকে পুরো জায়গাটাই বুধবার পর্যন্ত পুলিশের তরফে সিল করা ছিল। হাটের অবশেষে পোড়া অংশে সাফাইয়ের কাজ এদিন থেকে শুরু হয়েছে। সিআইডি ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের তদন্তের স্বার্থে ওই এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনে এলাকাটি এতদিন সাফাই করা যায়নি। তবে কি অবস্থায় বর্তমানে পুরো জায়গাটি রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে বুধবার পোড়া মঙ্গলাহাট পরিদর্শন করেন হাওড়া পৌরনিগমের প্রতিনিধিরা। এই বিষয়ে হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে ওই এলাকাটি সাফাই করার ব্যাপারে আমাদের সবুজ সংকেত আসার পর কাজ শুরু হলো। বুধবার আমাদের আধিকারিকরা এলাকাটি কি অবস্থায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকে আমরা সাফাই কাজ শুরু করলাম। যতটা সম্ভব সাফাই কর্মীদের কাজে নামানো হয়েছে। আশা করা যায় ২ দিনের মধ্যে সেই কাজ প্রায় শেষ করা যাবে। পৌরনিগমের তরফ থেকে সবরকম সহায়তা করা হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, আমাদের পৌরনিগমের সাফাই বিভাগের যা পরিকাঠামো রয়েছে তার বেশিরভাগটাই আমরা পোড়া মঙ্গলাহাটের সাফাই কাজে নামিয়েছি। কারণ আমরাও চাইছি এই কাজটা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে। ২ দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করার চেষ্টা করছি। আগে আমাদের লক্ষ্য জায়গাটা পরিস্কার করা। তারপর আমরা ঠিক করব কীভাবে এখানে স্টল হবে। আগে ওনারা বলবেন কার কতটা জায়গা এখানে ছিল। এটা ওনারাই বলতে পারবেন। তারপর আমরা দেখব কীভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায়।

পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই হুগলি সাংগঠনিক জেলায় মণ্ডল সভাপতিদের বদল করা নিয়ে ক্ষোভ বিজেপির অন্দরে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই হুগলি সাংগঠনিক জেলায় মণ্ডল সভাপতিদের বদল করল বিজেপি। আর এতেই ক্ষুব্ধ হলেন সদ্য প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ও তাঁদের অনুগামীরা। বৃহস্পতিবার হুগলি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, যাঁরা পঞ্চায়েত ভোটে দলের হয়ে কাজ করেনি এমন লোকদের মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে। জেলায় ৩০ টি মণ্ডলের ২৩ টিতে সভাপতি বদল করা হয়েছে। বিজেপির নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই বদল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই কারণে হুগলি জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার ও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, সাংসদ ও সভাপতির ঘনিষ্ঠদের মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে। যাঁরা পঞ্চায়েত ভোটে মার খেলেন, তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করতে বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া তিন নম্বর গেটে বিজেপি জেলা কার্যালয়ে অনুগামীদের নিয়ে জড়ো হন বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতিরা। কার্যালয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিজেপি ধনিয়াখালী মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তনুশ্রী দাস বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে আমরা পড়ে পড়ে মার খেলাম। সভাপতিকে পাশে পাইনি। তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই আমরা করছি আর পদ দেওয়া হচ্ছে অন্যদের। সভাপতি তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করেছেন। তৃণমূলের সঙ্গে টাকা তুলতে পারবে যারা তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে'। আরও এক মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি ক্ষোভ দেখিয়ে বলেন, 'যখন এই রাজ্যে বিজেপিকে কেউ চিনত না, সেই সময় থেকে বিজেপি করি। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকে। আর এদিকে এখন দেখছি পুরনো কর্মীদেরই ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে। এই নিয়ে অনেকদিন দলের জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁরা আমল দেননি আমাদের কথাতে। তাই আজ সোজা এখানে হাজির হয়েছি'। যদিও এই বিষয়ে তুষার মজুমদার বলেন, 'আমার সময়ই ওনাদের মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছিল। তাই এই বিষয়ে আমাকে অভিযোগ জানাতেই পারেন। সবাই বিজেপির সৈনিক। ওনাদের জেলায় পদ দেওয়া হয়েছে, আরও বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে। সেটা হয়ত ওনারা বুঝতে পারছেন না। কিসের সেটিং কার সঙ্গে সেটিং আমি জানি না। দুঃখে অভিমানে হয়তো ওনারা বলেছেন। এই রদবদল আমি একা করিনি। সাংসদ, জেলার চারজন জিএস, রাজ্যের একাধিক নেতৃত্ব ছিলেন। আমি একা করিনি'।

পি এম কৃষাণ সম্মান প্রদান ভার্চুয়ালি দেখানো হলো নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমপীঠ, ২৭ জুলাই ঃ কৃষি আমাদের ভিত্তি। আর এই কৃষকদের পাশে দেশের সরকার সব সময় থাকে। তাই তো কৃষকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চালু করেছে। আর দেশের কৃষকদের সম্মান প্রদান করার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশের ৮.৫ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক একাউন্ট - এ মোট ১৭৫০০ কোটি টাকা প্রদান করলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন রাজস্থানের স্বীকার থেকে ১৪ তম কিষান সম্মান নিধি প্রদান করলেন। যা ভার্চুয়ালি সারা দেশের ৭৩২ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকদের সামনে একযোগে সম্প্রচারিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রেও প্রায় শতাধিক কৃষকের উপস্থিতিতে এদিন এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। এই প্রসঙ্গে এদিন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, এদিন এই কিষান সম্মান নিধি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী যে সালফার সমৃদ্ধ ইউরিয়া গোল্ড -এর সূচনা করলেন তা কৃষি ক্ষেত্রে চাষের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করবে। কারণ আমাদের দেশের বেশিরভাগ জমিতে সালফার নামক গৌণখাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে চাষীরা এই খনিজটি প্রয়োগ করেন না। তাই এই সালফার যুক্ত ইউরিয়া এই অভাব দূর করতে সাহায্য করবে। আর এর ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। এদিন সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক কৃষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উলুবেড়িয়ায় সিপিএম প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল মামলায় তিন অফিসারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোট উলুবেড়িয়ায় সিপিএম প্রার্থী কাশ্মীরা বিবি খাতুনের মনোনয়নপত্র ষড়যন্ত্র করে বিকৃত করা হয়েছে। বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে তাঁর রিপোর্টে এমনটাই জানিয়ে বলেন, বিডিও এবং এসডিও-ও ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। ওই চক্রে যুক্ত অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের এক অফিসারও। বিচারপতি দে ওই তিন অফিসারকেই সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে ওই সুপারিশে। পাশাপাশি তিন জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই বিচারপতি তাঁর রিপোর্ট বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে পেশ করেন। এই রিপোর্টের ফলে আদালতে জোর ধাক্কা খেল শাসকদল তৃণমূল এবং হাওড়া জেলা প্রশাসন। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনে উলুবেড়িয়া-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম প্রার্থী কাশ্মীরে বিবি এবং ওমজা বিবির মনোনয়নপত্র বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে। কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও স্ক্রুটিনির পর তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। অভিযোগ, দুজনেরই ওবিসি সার্টিফিকেট ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করা হয়েছে। ভোটের আগেই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ওই বেনিয়মের জন্য সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকার সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে জানায়, বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে-র নেতৃত্বে ওই ঘটনার অনুসন্ধান করে প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বের করতে হবে। এর আগে, দুই প্রার্থীই এসডিওকেও গোটা বিষয়টি জনিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও পদক্ষেপ না করে আবেদনকারীকে নথি জমা দিতে বলেন। তাঁদের হয়ে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য্য সমস্ত নথি আদালতে পেশ করে বলেন, গোটা ঘটনাটি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। পরিকল্পিত ভাবে মনোনয়নপত্র ওবিসি সার্টিফিকেট বিকৃত করা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশমতোই বিচারপতি দে অনুসন্ধান করে সুপারিশ সহ রিপোর্ট জমা দেন আদালতে। বিচারপতি দে-র পর্যবেক্ষণ, কাশ্মীরার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী লুফর বেগমের ওবিসি সার্টিফিকেট জাল।

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য্যের ৯৩ তম আত্মাহুতি দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৭ জুলাই ঃ জয়নগর মজিলপুর বহু বিপ্লবীর জন্মস্থান। যারা স্বাধীনতার ইতিহাসে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন

দেশকে স্বাধীন করার জন্য। সেরকমই এক জন বিপ্লবী ছিলেন বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য। যিনি নিজের জীবন দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।আর তাকে মনে রেখেই প্রতিবছরের মতন এবছর ও বিপ্লবী কানাই লাল ভট্টাচার্য্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতি বার জয়নগর মজিলপুর দণ্ডবাজারে বিপ্লবী কানাই লাল ভট্টাচার্য্যের মূর্তির পাদদেশে ৯৩ তম আত্মাহুতি দিবস পালন করলো। এদিনের অনুষ্ঠানে হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর সহ পৌর এলাকার বহু ক্লাব, সংগঠন সহ বহু মানুষ অংশ নেন। আর এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত সরখেল, সুজিত সরখেল, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডা. রামপ্রসাদ মন্ডল, লালমোহন ভট্টাচার্য্য সহ আরো অনেকে। এদিন সকালে জয়নগর মজিলপুর পৌর প্রাঙগনে বিল্পবী ও মনিষীদের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মূল অনুষ্ঠান হয় মজিলপুর দণ্ড বাজারে বিল্পবী কানাইলাল ভট্টাচার্য্যের মূর্তির পাদদেশে। এর পরে দুপুরে জয়নগর জে এম টেনিং স্কুলে বিপ্লবীর ছবিতে মাল্যদান করা হয় এবং সন্ধ্যায় সৃজনী সংঘের মাঠ থেকে দত্ত বাজার পর্যন্ত মশাল মিছিল শুরু হয়ে দত্ত বাজারে কানাইলাল ভট্টাচার্য্যের মূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হয়। যাতে বহু মানুষ অংশ নেন। বিপ্লবীর জীবনের ইতিহাস তুলে ধরা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে।

পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত একাধিক পথ চলতি মানুষ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২৭ জুলাই ঃ পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত এক মহিলা পুলিশ কর্মী সহ পথ চলতি মানুষ। জানা গেছে, প্রায় পাঁচ জন কুকুরের কামড়ে আহত হন। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ থানার সামনে। আহত ওই পুলিশকর্মী সহ পথ চলতি সাধারণ মানুষকে তড়িঘড়ি আরামবাগ মহকুমা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর রীতিমতো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। এমনকি ওই পাগলা কুকুর আক্রমণ করতে এলে লাঠি হাতে তাড়া করতে হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎই থানার সামনে এক মহিলা পুলিশ কর্মীকে আক্রমণ করে এবং পাশে থাকা একটি দোকানের মধ্যে পথ চলতি মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে তাদেরকেও আক্রমণ করে। এই ঘটনায় চিৎকারের আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা কুকুরটিকে আটকানোর চেষ্টা করে। এলাকার মানুষজন তড়িঘড়ি চিকিৎসা করার জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করে। এই বিষয়ে কুকুরের কামড়ে আহত এক পথ চলতি সাধারণ মানুষ জানান দোকানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পাগলা কুকুরটি দ্রুত ছুটে এসে সকলকে কামড়ে দেয়। কিন্তু কেন এই ঘটনা কুকুরটি ঘটাল তা বুঝে উঠতে পারছেন না। এমনকি পাশে থাকা এক মহিলা পুলিশ কর্মীও আহত হয়। পুলিশের সহযোগিতায় তড়িঘড়ি ভর্তি করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আরামবাগ থানার কর্মরত ওই মহিলা পুলিশ কর্মীর ডিউটি করার সময় এই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে হঠাৎই পাগলা কুকুরটি আক্রমণ করে।

বৃহস্পতিবার হাওড়া সদরের বিভিন্ন ব্লকেও মণিপুর ইস্যুতে প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার হাওড়া সদরের বিভিন্ন ব্লকেও মণিপুর ইস্যুতে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। এদিন বিকেলে মধ্য হাওড়া, দক্ষিণ হাওড়া সহ হাওড়ার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র, ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল হয়। মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের

উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। মিছিলে পা মেলান হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, মধ্য হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন মধ্য হাওড়ার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনব্যবস্থায় মণিপুর রাজ্য জুড়ে যে পাশবিক মহিলা নির্যাতনের ঘটনাগুলি সারা দেশের সামনে আসছে তার প্রতিবাদে মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত এই মিছিল হয়। অন্যদিকে, এদিন প্রতিবাদ মিছিল হয় দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকেও। ব্যাতাইতলা ফাঁড়ির সামনে থেকে শিবপুর কাজীপাড়া হয়ে বার্নিং ঘাট মোড় পর্যন্ত এই মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ, দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী, দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রীতম দাস, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল - কংগ্রেসের সম্পাদক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা অরবিন্দ গুহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রীতম দাস বলেন, মণিপুরে রাজ্য বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা এবং নীরবতার প্রতি চরম প্রতিবাদ জানাতে এদিন দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভায় রাস্তায় নেমেছেন তৃণমূল যুব কর্মীরা।

এটি এতদ্বারা ঘোষণা করা হযেছে যে মেসার্স অঙ্কিত এন্টারপ্রাইজ, প্রপ নামে অ্যাকাউন্টে বন্ধক সম্পত্তির প্রকৃত দখল। মিঃ গৌতম মুখার্জী S/o - ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কাটোয়া শাখার প্রয়াত সঞ্জীব মুখার্জী, বর্ধমান জোন,

JL নং ২১ এ অবস্থিত, LR খতিয়ান নং (LR) ১৯৭৩, প্লট নং.১৬৮৭, এলাকা- ৩.০ দশমিক, প্রকৃতি -বাস্তু দোতলা পাকা নির্মাণ সহ মৌজা- কাটোয়া, পিএস- কাটোযা, পূর্ব বর্ধমান, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা নেওয়া, কাটোয়া শাখা SARFAESI আইনের অধীনে ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে তারাশঙ্কর ঘোষ, সাব ডিভিশন ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়া- এর ডিএমডিসি অফিসের উপস্থিতিতে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পুলিশ বাহিনীর সাথে এসপি পূর্ব বর্ধমান এবং কাটোয়া থানার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার মিঃ অরিজিত ঘোষ, চিফ ম্যানেজার মিঃ অমিত কুমার সিং এবং আমাদের তালিকাভুক্ত এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি মিসেস রেঞ্জার সুরক্ষা পরিষেবা, কলকাতার মিঃ সন্তোষ কুমার সিং দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ শ্রাবণ ১৪৩০

বিজেপি-তৃণমূলের নারী নিরাপত্তা

সম্পাদকীয় ১

তৃণমূল কংগ্রেস এখন মণিপুরে নারী নির্যাতন নিয়ে যেভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে বিজেপি দল এবারে বাংলার নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় একের পর এক নারী নির্যাতন নিয়ে বিজেপি দল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে বাংলায় নারীদের নিরাপত্তা নেই। মহিলাদের ওপরে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এইসব নরী নির্যাতন করছে তৃণমূল কংগ্রেসের পোষা গুণ্ডরা। তারাই এই কাজ করে বেড়াচ্ছে বাংলা জুড়ে। তৃণমুল কংগ্রেস পশিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জিততে নারীদের ওপরে বেশি করে নির্যাতন করতে শুরু করে দিয়েছিল। গ্রাম বাংলার যুব সমাজের ওপরে দলীয় আক্রমণ করতে শুরু করে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোট পরবর্তী হিংসা এখন গ্রাম বাংলা জুড়ে চলছে। কোথাও এর বিরতি নেই। একন কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে বাংলাকে শান্ত করতে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখা দল রাস্তায় নেমে মণিপুর নিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ দুই জনই চুপ করে বসে রয়েছেন। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে তাঁরা কোনও নির্দেশ দেননি। এদিকে মণিপুর জুড়ে মহিলারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপির মহিলা মোর্চা এ ব্যাপরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার মহিলারা নিরাপত্তাহীনতা ভুগতে শুরু করেছে। মহিলারা রাস্তাঘাটে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা থাকা সত্ত্বেও বাংলার মহিলাদের ওপরে বেশি করে শারীরিক অত্যাচার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একেবারে নিরব ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। নারীরা যেখানে অত্যাচারিত হচ্ছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন না। তিনি কেবল মাত্র নবান্নে বসে হুকুম জারি করছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নারী নির্যাতনের তথ্য তুলে ধরেছে। মহিলা কমিশনের তথ্য বলছে ভারতে নারী নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৭০টি। অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রায় ৯ হাজার ৪৫টি নারী নির্যাতন ঘটেছে উত্তর প্রদেশে। বাংলায় অভিযোগ ৩৪২টি। মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশে ঘটেছে ৬৮ শতাংশ। আর বাংলায় মাত্র দুই শতাংশ। বিজেপি শাসিত রজ্যে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে দিল্লি ধর্ষন কাণ্ড কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের পর এখনও বাংলার সরকার টিঁকে রয়েছে। এদিকে দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার নোটিশ জমা দিয়েছে। আগামি সপ্তাহে অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্ক শুরু হয়ে যেতে পারে। এদিকে বিজেপি বিরোধী দলের বেশ কিছু নেতা বলতে শুরু করে গিয়েছে যে বিজেপি বিরুদ্ধে অনাস্থা আনাটা বিজেপি দলকে আরও শক্তিশালী করবে। বিজেপি দল আরও শক্তি বৃদ্ধি করে লোকসভার নির্বাচনে ভোট পেয়ে যাবে। বিরোধী দলের শক্তি নেই অনাস্থা প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার। লোকসভাতে বিজেপি দলের কাছে বিরোধীদের পরাজয় ঘটবে।

আমেরিকার আশ্বাস তাইওয়ানকে

সম্পাদকীয় ২

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাইওয়ানকে আস্বস্ত করেছেন। আমেরিকা যতদিন থাকবে তাইওয়ান ততদিন থাকবে। চিন কোনও সময়ে তাইওয়ান অধিকার করতে পারবে না। চিন বরাবরই তাইওয়ান তাদের বলে দাবি করে এসেছে। কিন্তু আমেরিকার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই নিয়ে চিনের সঙ্গে আমেরিকার বহু কাল ধরে বিরোধ। ঠাণ্ডা যুদ্ধ বলা যেতে পারে। তাইওয়ানরা চিনের অধীনে থাকতে চায় না। তারা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। ব্রিটেন চিনের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অহেতুক মাথা গলাচ্ছে। এদিকে তাইওয়ান সফরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার স্বাস্থ্য সচিব। তাঁর কাছে তাইওয়ান প্রশাসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন তাদের ওপরে অধিকার ফলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান তাদের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ নিজেদের চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই তিব্বতের অঞ্চল দখল করে রেখেছে। চিনের শাসনের কাছে এরা কোনও সময়ে মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে তাইওয়ান এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে কোনও সময়ে চিন তাদের জমি দখল করে নিতে পারে। লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও।

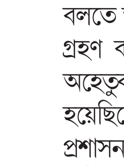

ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার।

ডেঙ্গি রোধে নাগরিক সচেতনতা

বিশেষ প্রতিনিধি

বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, কলকাতা ও শহরতলিতে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে। এবার শোনা গেল এক শিশুকন্যা ওই রোগের বলি হয়েছে। চিকিৎসকদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্লেটলেট কমতে থাকে। ক্রমশ তার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিকল হয়ে যায়। শনিবার সে মারা যায়। এর পরে সোম ও মঙ্গল পরপর দু'দিন এক কিশোরী ও এক প্রৌঢ়া- আরও দুই মৃত্যুর খবর এসেছে। সাধারণত প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাসে ডেঙ্গির প্রকোপ শুরু হয়। নভেম্বর পর্যন্ত তার মরসুম চলে। কোনও কোনও বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয় রোগের মরসুম। সেই হিসাবে এবছর ডেঙ্গির মরসুম সবে শুরু হয়েছে। তারই মধ্যে তিন-তিনটি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। সরকারি হিসাব মতে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে রাজ্যে প্রায় এক হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ বছরের কোনও সময়েই ডেঙ্গি থেকে রক্ষা নেই। যদিও বর্ষার আগে প্রকোপ একটু কম থাকে। ডেঙ্গি এক আন্তর্জাতিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষই ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকায় বাস করে। প্রতি বছর ওই রোগে আক্রান্ত হন ১০ থেকে ৪০ কোটি মানুষ। একুশ শতকে বিশ্ব জুড়ে ডেঙ্গি উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ২০০০ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার ৪৩০ জন। ২০১৯ সালে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৫২ লক্ষ। বাস্তবে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি। হু নিজেই বলছে, প্রত্যন্ত এলাকায় যারা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের সংখ্যা জানা যায়নি। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে ডেঙ্গি রোগীকে চিহ্নিতই করা হয়নি। এরই মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেখানে ডেঙ্গি ইতিমধ্যে ভয়ানক রূপ নিয়েছে। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ১৭৬। তাদের ৩১ জনের বয়স ছিল ১৪-র নীচে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৩ হাজার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাঁদের দেশে গত ফেব্রুয়ারিতে বৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার বংশবৃদ্ধি হয়েছে। তাছাড়া বর্ষার শুরুর দিকে বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের থেকে কম। তাতে এডিসের বংশবৃদ্ধিতে সুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশে বহু জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে জল পাওয়া যায় না। জলকষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেকে বালতিতে বা ড্রামে জল জমিয়ে রাখেন। সেই জমা জলে ডিম পেড়েছে এডিস। বাংলাদেশের পরিস্থিতি থেকে আমাদেরও শিক্ষা নেওয়ার আছে। এখানেও অনেকে বালতিতে বা চৌবাচ্চায় জল জমিয়ে রাখেন। তাছাড়া খানাখন্দে বৃষ্টির জল জমে থাকে। পল্লবী বলে যে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে, তার বড়ির ছাদেও বৃষ্টির জল জমে ছিল। ডেঙ্গির মরশুমের শুরুতেই রাজ্য সরকার সতর্ক হয়েছে। প্লেটলেট ব্যবহার নিয়ে জারি হয়েছে নির্দেশিকা। কলকাতা পুরসভা স্থির করেছে, কোনও জমিতে অনেকদিন ধরে আবর্জনা পড়ে থাকলে জমির মালিককে নোটিস দেওয়া হবে। তাঁকে বলা হবে জঞ্জাল পরিষ্কার করে দিন। তিনি সেকথা না শুনলে পুরসভার লোকই জঞ্জাল পরিস্কার করে দেবে। তার খরচ নেওয়া হবে জমি মালিকের থেকে। ডেঙ্গি এমন একটা রোগ যাকে শুধু প্রশাসনিক তৎপরতা দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষেরও বড় ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা পালন করতে গেলে চাই সচেতনতা। প্রথমত ব্যক্তিগতভাবে সকলকে যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে পরতে হবে যথাসম্ভব দেহ ঢাকা পোশাক। বাড়িতে মশারি ব্যবহার করতে হবে। শরীরে ডেঙ্গির লক্ষণ দেখা দিলে বিশ্রাম নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা বাড়িতে বা আশপাশে কোথাও জল জমতে দেওয়া চলবে না। তাহলে আমাদের অবস্থা বাংলাদেশের মতো হবে না। সরকার, প্রশাসন কর্তব্য পালন না করলে অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে। তবে নাগরিক সচেতনতা, কর্তব্যের কোনও বিকল্প নেই।

মণিপুরে নারীদের নিশানা-ধর্ষণ এখন প্রতিপক্ষকে দমনের অস্ত্র, রাজনীতির অঙ্গ!

বিশেষ প্রতিনিধি

গত বছর মে মাসে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ঘটনাটির কথা অনেকের মনে থাকবে। অনুষ্ঠান শুরুর মুখে অর্ধনগ্ন শরীরে এক তরুণী মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। তাঁর উন্মুক্ত বুকের লেখা 'স্টপ রেপিং আস।' যে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব। মণিপুর তখন শান্ত। মাস দুই আগে দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতা দখল করেছেন বিজেপির এন বীরেন সিং। কানের সেই ঘটনা মুহূর্তে মণিপুরকে জুড়ে দিয়েছিল বিশ্ব চলচিত্রের মঞ্চের সঙ্গে। যে জাতিদাঙ্গাকে ঘিরে রাজ্যটির এখন ছারখার অবস্থা, হিংসা, বিদ্বেষ, বিভাজনের এমন চিত্র রাজ্যটির বাইরে তখন লেশমাত্র টের পাওয়া যায়নি। হতে পারে, দুই নারীকে নগ্ন অবস্থায় ঘোরানোর ঘটনাটির মতো জাতিগত বিভাজনকেও সুপরিকল্পিতভাবে আড়াল করা হয়েছিল। কানের ঘটনাটিতে আমার মনে পড়ে যায় বছর দশ আগে অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে দেখা মণিপুরের কলাক্ষেত্রম গোষ্ঠীর দ্রোপদী' নাটকটির কথা। সেনার ধর্ষণের শিকার হওয়া মহিলার প্রতিবাদকে স্যালুট জানাতে শেষ দৃশ্যে নাটকের দৌপদী তথা অভিনেত্রী সাবিত্রী হেইসনাম মঞ্চে নগ্ন হয়ে দাঁড়ান ধর্ষক সেনাকর্তার সামনে। সাবিত্রী ও তাঁর স্বামী নাট্যব্যক্তিত্ব কানহাইয়ালাল নাট্যমঞ্চে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে বেছে নিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী গল্পটি। নগ্ন দৃশ্য উপস্থাপনা ছিল এক শৈল্পিক প্রতিবাদ। শেষ দৃশ্যটি হল ভর্তি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় ২০০৪-এর ১৫ জুলাইয়ে। কাংলা ফোর্ট অর্থাৎ মণিপুরে অসম রাইফেলসের সদর দফতরের গেটে যেদিন নগ্ন শরীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ১২ মহিলা। তাঁদের সামনে সাদা কাপড়ের উপর লালকালিতে লেখা ছিল 'ইন্ডিয়ান আর্মি রেপ আস।' জন্ম নেয় প্রতিবাদের নয়া রূপ। চমকে দেওয়া সেই প্রতিবাদটি ছিল মনোরামা থাঙ্গিয়ামকে খুন-ধর্ষণের। বছর বত্রিশের যুবতীকে মাঝরাতে বাড়ি থেকে মায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় জওয়ানেরা। আর্ম ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্টের (আফস্পা) বিশেষ ক্ষমতায় বলীয়ান সেনা বাহিনীর হাতে খুন-ধর্ষণের অভিযোগে তপ্ত তখন মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। মণিপুরের নারীদের প্রতিবাদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'দ্য মাদার্স অফ মণিপুর' বইয়ের লেখিকা তেরেসা রেহমানকে সেই মহিলারা বলেছিলেন, 'মনোরামা আমাদেরই মেয়ে।' মানবাধিকার হরণকারী সেই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১৬ বছর অনশন করেছেন ইরম শর্মিলা চানু। নাকে নল দিয়ে তরল খাবার খাইয়ে রাষ্ট্র তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। ২০১২-র জানুয়ারিতে ইম্ফলের হাসপাতালে কিছু সময় কথা বলেছিলাম শর্মিলার সঙ্গে। বারে বারে আক্ষেপ করেছিলেন, '১২ বছর এভাবে আছি। আফস্পা তোলা নিয়ে সরকার উচ্চবাচ্য করছে না।' কাশ্মীর থেকে অরুণাচল, আফস্পা জারি থাকা এলাকায় সেনা, আধা সেনার বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার হরণ, ধর্ষণ-সহ নারী নির্যাতনের অভিযোগ সীমাহীন। কান ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে নগ্ন শরীরে হাজির হওয়া সেই মহিলা রুশ সেনার হাতে ইউক্রেনের নারীদের ধর্ষণের প্রতিবাদ করছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কত নারী পাক সেনার যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন তার সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। শুধু কী সেনা, রাজাকার, আল বদরের মতো সেনা সমর্থক সামাজিক সংগঠনও পরিস্থিতির সুযোগে প্রতিবেশী মা-বোনদের সম্ভ্রম লুঠ করেছে নির্বিচারে। অদূরে সেনা শাসনাধীনে থাকা বার্মা অর্থাৎ আজকের মায়ানমারে ধর্ষিতা রোহিঙ্গা নারীর সংখ্যা সম্ভবত পৃথিবীর সব পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ধর্ষণকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বাদ নেই শ্রীলঙ্কাও। ভারতে শিখ বিরোধী দাঙ্গা, গুজরাত দাঙ্গা-সহ কম-বেশি সব দাঙ্গাতেই অগুনতি মহিলা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। যুগে যুগে ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ দমনের সস্তা অস্ত্র। নারীকে করা হয়েছে নিশানা। বাদ থাকেনি রাজনীতিও। শতাব্দীর কলঙ্কময় সেই গুজরাত দাঙ্গায় বিলকিস বানোর ধর্ষক এবং পরিবারের ১৪ সদস্যকে খুনে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মুক্তি দিয়েছে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলার রাজনৈতিক ধর্ষণের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন অভিনেত্রী সাংসদকে সাংবাদিকেরা সম্ভবত বিলকিসকে নিয়ে প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তবে গুরুবাণী বুঝতে পারার পুরস্কার হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বাড়ল সন্দেহ নেই। মণিপুর নিয়ে আশি দিন মৌনী থাকা রাষ্ট্রগুরু তথা বিশ্বগুরু মণিপুরের সেই ঘটনায় সমবেদনা ব্যক্ত করত গিয়ে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান ও ছত্তীসগড়ের প্রসঙ্গ টেনে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার পরিবর্তে রাজনীতি করাই তাঁর লক্ষ্য। বহু বছর হল ভারত 'ধর্ষণের রাজধানী'। জাতীয় অপরাধ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৩১ হাজার ৮৭৮টি ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছিল। তার আগের বছর সংখ্যাটা ছিল ২৮ হাজার ১৫৩। ২০১৬ সালে তা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে হয়েছিল ৩৯ হাজার ৬৮টি। পরের বছর তা ১৬ শতাংশ কমলেও ফের বাড়তে শুরু করেছে। ধর্ষকদের মধ্যে দাগি অপরাধী, পরিবার-পরিজনেরা যেমন আছে, তেমনই আছে ধর্ম, জাত, রাজনীতির পাণ্ডারা। রাজনৈতিক কারণে ধর্ষণের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যত্র জমানা নির্বিশেষে শোনা গিয়েছে। সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক অনর্থক। কারণ, এদেশে ধর্ষিতাকেই লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়। তার উপর অভিযোগকে মিথ্যা বলে দেগে দেওয়া, থানা-পুলিশের হাত গুটিয়ে থাকা তো আছেই। আবার বিপরীত চিত্র অর্থাৎ ধর্ষণের অভিযাগকে হাতিয়ার করে কুৎসিত রাজনীতিও আছে। একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার গণধর্ষণের অভিযোগ শুনে রাজারহাটের এক গ্রামে গিয়ে প্রায় ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলাম। অভিযোগ ছিল, সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঢুকে আট থেকে আশি, নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে। পরদিন সদলবল মহিলারা পাল্টা অভিযোগ করেন, 'এমন মিথ্যা খবরের জন্য আমরা মুখ দেখাতে পারছি না, গ্রামের বাইরে যেতে পারছি না।' নন্দীগ্রামের আন্দোলন পর্বে একটা সময় জমির প্রসঙ্গ ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল ধর্ষণ। পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিধানসভায় লবিতে শাসক দলের এক নেত্রীকে তাঁর পুরুষ সতীর্থকে অনুযোগের সুরে বলতে শুনেছি, 'অন্দোলনের সময় আপনারা তখন ধর্ষণ ধর্ষণ করে এত বলেছেন, যেন নন্দীগ্রাম ধর্ষিতাদের বাস।' বঙ্গ-রাজনীতির সচেতন পর্যবেক্ষকদের ফেলিনি বসাক, চম্পলা সর্দারদের কথা ভুলে যাওয়ার নয়, ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে যে দুই নিরীহ মহিলাকে নিয়ে রাজনীতির টানাহ্যাচরা কুৎসিত চেহারা নিয়েছিল। বিগত কয়েক বছর যাব দিল্লির শাসক বিজেপি বাংলায় হিন্দু নারীর যৌন লাঞ্ছনা নিয়ে সরব। এভাবেই অপরাধ আড়ালে চলে গিয়ে আক্রান্তের দলীয়, ধর্মীয়, জাতিগত পরিচয় প্রাধান্য পেয়ে যায়। ধর্ষণ নিয়ে এই রাজনীতিও আসলে নারীর অবমাননা, রাজনীতিতে তাদের পণ্য করার ঘৃণ্য চেষ্টা। রাজনীতির এই পাঁকে অনেক সময় নারীরা অজান্তেই পা দিয়ে ফেলেন। বছর কয়েক আগে বাংলাদেশে এক কিশোরীর প্ল্যাকার্ড হাতে ছবি ভাইরাল হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'যত পারো আমাকে ধর্ষণ করো, তবু শেখ হাসিনার পতন চাই।' এপার-ওপার, দুই পারেই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় কথায় কথায়, ছাত্রীদের যৌন লাঞ্ছনার অভিযোগের পিছনেও সত্যতা আছে, আছে ছাত্র রাজনীতি থেকেই নারী সহ রাজনীতিককে রাজনীতির পণ্য হিসেবে দেখার মানসিকতা। মণিপুর থেকে বাংলায় ঢুকে পড়ার কারণটা এবার বলি। আসলে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির চলতি অশান্তির মূলে আছে সমতলের বিভাজন রাজনীতির সংস্কৃতি। যে কাংলা ফোর্টের সামনে মহিলাদের নগ্ন শরীরে প্রতিবাদের কথা গোড়ায় উল্লেখ করেছি, সেই অভিনব আন্দোলনের আসল রূপকার ছিল 'মিইরা পাইবি' বা ইমাস অর্থাৎ 'মণিপুরের মা' নামে সংগঠনটি, রাজ্যে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনের সুবাদে গোটা বিশ্ব যাদের জানে। মণিপুরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে মশালধারী এই মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়ের। কুকি-মেইতেই দীর্ঘ সংঘাত সত্ত্বেও সেনা, আধা সেনার অত্যাচার, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে দুই সম্প্রদায়ের মহিলারা একযোগে মোকাবিলা করেছেন বছরের পর বছর। যৌথ লড়াইয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে 'মিইরা পাইবি'-র ছত্রছায়ায়। যার অন্যতম হল সেনা, পুলিশের ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনার প্রতিবাদ। সেই বোঝাপড়া, সহাবস্থান ভেঙে চুরমার বিজেপির ছয় বছরের শাসন কালে। ধর্ষণ সেখানে জাতিসত্তা, পরিচয় সত্তা জাহিরের হাতিযার। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের রাজনীতি কায়েমের লক্ষ্যে সেখানে পরিকল্পিতভাবে জাতিগত বিদ্বেষ-বিভাজনকে উসকে দিয়ে রাজ্যটিকে ফের জাতিদাঙ্গার দিকে ঠেলে দিয়েছে গেরুয়া শিবির।দুই কুকি মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর এলাকাটি এখন মেইতেইদের মুক্তাঞ্চল। অভিযোগ, দুই কুকি মহিলাকে দাঙ্গায় উন্মত্ত, হিংস্র যুবকদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় মেইতেই মহিলারা বাধা দেননি, নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় যারা 'মিইরা পাইবি' গড়ে তোলেন। পাহাড়ি রাজ্যটি এখন এভাবেই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কুকিরাও মেইতেইদের মেরে ধরে খুন ধর্ষণ করে এলাকা ছাড়া করেছে। এখন যে যার মুক্তাঞ্চল থেকে আশপাশে প্রতিপক্ষের মহল্লায় হামলা চালিয়ে অস্তিত্ব জানান দিয়ে চলেছে। ইন্টারনেট চালু হতে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে অবাধে কুৎসা, ঘৃণা, হিংসা বর্ষণ। ধর্ষণের ঘটনাকে রাজনীতির অস্ত্র করার যে ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, মণিপুরের সেই ভাইরাল ভিডিওটির ৭৫ দিন অন্তরালে থাকার পিছনে আছে সেই ঘৃণ্য অঙ্কই। জাতিদাঙ্গার সুযোগ নিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে শাসক দলের অন্দরে শুরু হয়েছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে নয়, কুকিদের প্রতি দরদেও নয়, মৈতেই সম্প্রদায়ভুক্ত বিজেপির এক বিধায়ক সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর ঠিক আগের দিন শিউরে ওঠা বিডিওটি ভাইরাল করেছেন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে ঘায়েল করতে। যে মণিপুরকে আমরা চিনতাম ধর্ষণের রাজধানী ভারতে নারীর মরুদ্যান বলে, সেই রাজ্যে ধর্ষণ এখন প্রতিপক্ষকে দমনের অস্ত্র। নিশানা সেই নারীই।

অনাবৃষ্টির জেরে

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৭ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাস চলছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বর্ষার ঘাটতি রয়েছে। জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কবে এই ঘাটতি পূরণ হবে তা পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা। মাঝেমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি যে বৃষ্টি হচ্ছে তা চাষের পক্ষে যে অনুকূল নয় তাতে একেবারে নিশ্চিত চাষীরা। জলের অভাবে তাই ধান চাষ এখন বিশ বাও জলে জলে। এই বর্ষার ঘাটতির দরুণ সুবর্ণরেখা ও ডুলুং নদীতে জল নেই। অথচ ঝাড়গ্রাম অঞ্চল বিশেষত সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুরে চাষবাসের উপরেই নির্ভরশীল সেখানকার মানুষজন। কিন্তু শ্রাবণ মাস শুরু হয়ে গেলেও নদীগুলিতে জল নেই। শুকনো জমি পড়ে রয়েছে। ধানের বীজ এখনো রোপণ হয়নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে চাষিরা। প্রতিবছর গালুডি, চান্ডিল এইসব এলাকা থেকে জল ছাড়া হয়। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত জল ছাড়া হয়নি। ফলে জঙ্গলমহলের নদী-নালাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির দেখা না মেলায় জমিতে ধান বীজ ফেলতে পারছেন না চাষিরা। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ মাথায় নিয়ে দিন যাপন করছেন জঙ্গলমহলের চাষবাসের উপর নির্ভরশীল মানুষজন। কেউ কেউ যাদের পয়সা রয়েছে তারা ডিজেল কিনে এনে পাম্প চালিয়ে জল দিয়ে কিছুটা চাষবাস করছেন। কিন্তু বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় হতে চলল আর যদি বর্ষা না হয় তাহলে এবছর ধান চাষে আকাল দেখা দেবে বলে মনে করছেন চাষিরা। এই চাষের উপর নির্ভর করে সারা বছর তাদের চলে। উপার্জন হয়। কিন্তু এবার আকাশ বিরূপ হওয়ায় চিন্তিত জঙ্গলমহলের গরিব চাষিরা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির ১০নং ওয়ার্ডের সূর্যসেন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় মহানন্দা নদীর ধারে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত বড়বড় গাছ গুলিকে পুনঃস্থাপন সহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব সহ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং মেয়র পারিষদেরা। রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে অনেক সময়ই প্রচুর বড়বড় গাছ কাটা যায়। নতুন গাছ লাগালেও তা বড় হতো অনেক বছর পেরিয়ে যায়। এদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে গাছ নিধন একটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু রাস্তা তৈরী করতে বা সরকারি কোনো প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে বড় বলিদান দিতে হয় গাছকে। সেই বড় বড় গাছ গুলিকে নিধন না করে পুনঃস্থাপন করে বাচিয়ে তুলতে পারলে সেটা হবে বড় পাওনা। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান, আগামী এক বছরের মধ্যে শিলিগুড়ি শহর পাল্টে যাবে। শিলিগুড়িকে প্রাণবন্ত করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পলাতক আসামী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দির উপ সংশোধনাগারের এক খুনের আসামি পলাতক। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পলাতক বন্দি একটি হত্যা মামলায় বিচারাধীন ছিলেন। বুধবার তাকে কান্দি বিভাগীয় আদালতে শুনানির জন্য আনা হয়। শুনানি শেষে তাকে উপ সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় সে। খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসন তৎপর হয়েছে। তড়িঘড়ি করে কান্দি থানার পুলিশ পলাতক বন্দিকে খুঁজতে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুই জনকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কোচবিহার জেলাজুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের প্রভাব

দোষীদের শাস্তি চেয়ে জেলাজুড়ে রাস্তায় নামল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ জুলাই ঃ কালজানিতে এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং ডিএসও-র ডাকা এই ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কোচবিহারের স্কুলগুলির সামনে পিকেটিং শুরু করেছিল ধর্মঘটিরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে দলীয় পতাকা ও পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়। এদিন স্কুলগুলির সামনে বা রাস্তাঘাটে সেভাবে পড়ুয়াদের দেখা যায়নি। কয়েকজন পড়ুয়াকে স্কুলের সামনে দেখা গেলেও তা বন্ধ দেখে ফিরে যায় তারা। তবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিন পরীক্ষা থাকায় সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা হয়েছে। ধর্মঘটিরা জানিয়েছেন, পরীক্ষার্থীদের ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। এদিন ধর্মঘটে খুলালো না দিনহাটার একাধিক স্কুল। দিনহাটা হাই স্কুল, দিনহাটা গার্লস হাই স্কুলের গেটে ঝুলানো এসএফআই-র পতাকা। দিনহাটা হাই স্কুলের সামনে তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব এসে ধর্মঘট সমর্থনকারী ছাত্র সংগঠনগুলির পতাকা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরই দুই পক্ষ আলোচনা করলে সমস্যা মিটে যায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা আমির আলম বলেন আমরাও চাই অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক তবে এটা নিয়ে কোন রাজনীতি যেন না হয়। অপরদিকে এসএফআই নেতৃত্ব বলে আমরা রাজনীতির উর্দ্ধে তাই সাংগঠনিকভাবে এদের শাস্তি শুধু নয়, ধর্মঘটের মাধ্যমে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই এ ধরনের ঘটনার যেন আর বলি না হয় কেউ। সব মিলিয়ে এদিন ধর্মঘটকে ঘিরে দিনহাটার বিভিন্ন স্কুলে ধর্মঘট

সমর্থন কারীদের পিকেটিং লক্ষ্য করা যায়। পরে পুলিশ এসে অবশ্য বেলা সোয়া এগারোটা নাগাদ আন্দোলনকারীদের সকলকে সরিয়ে দেয়। আন্দোলনকারীদের তরফে দাবী করা হয়, তৃণমূল ও বিজেপির শাসনে কোনও মহিলাই সুরক্ষিত নয়। দিন দিন ধর্ষণ, খুন বেড়েই চলেছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এই ছাত্র ধর্মঘট করা হয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সমস্ত স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য এসএফআই এবং ডিএসও-র তরফে বুধবারই মাইকে করে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করা হয়। তাঁরা মিছিলও করে। এরপর এদিন সকাল থেকেই ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে তাঁদের পথে দেখা যায়। প্রসঙ্গত, গত ১৮ জুলাই কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে স্কুলে যায়। কিন্তু সে স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারে পক্ষ থেকে ওই নাবালিকা মেয়ের খোঁজ না পেয়ে তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। অপহরণ করার পর দুদিন ধরে আটকে রেখে ওই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকালে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয়। যৌন নির্যাতনের পর একটানা দশ দিন চিকিৎসার চললেও শেষ পর্যন্ত থেমে যায় ওই ছাত্রীর লড়াই। এদিন কালজানিতে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের ঘটনায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। অন্যদিকে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার এবিভিপির পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এবিভিপির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পুলিশ সুপারের অফিস চত্বরে। এবিভিপির সমর্থকরা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে পৌঁছালে বিশাল পুলিশ বাহিনী তাদের আটকে দেয়। সেখানেই অবস্থানে বসে পড়ে এবিভিপির সমর্থকরা। এবিভিপির সমর্থকরা দুপুর দুটো পর্যন্ত পুলিশ সুপারকে সময়সীমা বেঁধে দেয় দেখা করার জন্য। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি আন্দোলনকারীরা। অবশেষে তাদের স্মারকলিপি পুড়িয়ে সেখানে প্রতিবাদ জানায় এবিভিপির সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার ক্ষীরপাই পৌরসভার উদ্যোগে রক্তদান শিবির।-নিজস্ব চিত্র।

পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়ার সাথে অভব্য আচরণে উত্তাল হল স্কুল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৭ জুলাই ঃ পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠল এক গ্রুপ ডি কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তাল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকার নামী গার্লস হাইস্কুল। ওই কর্মীকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এই দাবিতে একাংশ পড়ুয়াদের অভিভাবক স্কুলে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন সকাল সাড়ে দশটা থেকে। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ আসে স্কুলে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে এই বলে যে, পড়ুয়ার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হোক। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হোক। কিন্তু বিক্ষোভ চলাকালীন ওই পড়ুয়ার পরিবারের কাউকে স্কুলে পাওয়া যায়নি। কিন্তু অভিভাবকরা নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে বিক্ষোভ চালাতে থাকেন। এরপর আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (সেন্ট্রাল) দেবরাজ দাস, আসানসোল দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ কৌশিক কুন্ডু র‍্যাফ, কমব্যাট ও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে স্কুলে আসেন। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুলিশের ঘেরাটোপে ওই কর্মীকে স্কুল থেকে বার করে আসানসোল দক্ষিণ থানায় নিয়ে যায়। এরপর অভিভাবকরা স্কুলের সামনে জিটি রোড অবরোধ করেন। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা গত ১৯ জুলাই হয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করে বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ার একটি বার্তা ভাইরাল হয়। তার প্রেক্ষিতে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের অভিভাবকদের এদিন সকালে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। তখনই বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ বলেন, অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। গোটা বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। বেলা বারোটার পরে জিটি রোড অবরোধ উঠে যায়। স্কুলের ছাত্রীদের ওপর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক অশালীন ঘটনায় ক্রমশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

বিধায়ক দরবার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ নূতন আন্ডারপাস তৈরী, বর্ষায় আন্ডারপাসে জমে থাকা জল ও রেলের জমির ওপর বাস শেড তৈরী সহ একাধিক বিষয় নিয়ে এডিআরএম-এর সঙ্গে আলোচনা সারলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী কাউন্সিলর সহ বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএম কার্যালয়ে গিয়ে এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ার-এর সঙ্গে দেখা করে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এনবিএসটিসি-র পরিত্যক্ত জমিতে বেসরকারি বাস স্টেড তৈরীর করতে গিয়ে রেলের তরফ থেকে দখলের অভিযোগ ওঠে। ঐ বিষয় নিয়ে আজ শংকরবাবু আলোচনা করে জানতে পারে ওই জায়গাটি রেলের তরফ থেকে দখল করা হয়নি। এছাড়াও বাগরাকোটে লেবেল ক্রসিং নিয়ে আলোচনা হয়। শংকরবাবু জানান সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবে শোনেন এডিআরএম সাহেব। শিলিগুড়ি অঞ্চলে বেশ কিছু আন্ডারপাস রয়েছে, সেই আন্ডারপাসে বৃষ্টির জল জমে থাকতে দেখা যায়। এর ফলে মশাবাহী রোগের উপদ্রব বাড়তে পারে। তাই এই বিষয়গুলো যত্ন সহকারে দেবখবার অনুরোধ জানান শিলিগুড়ির বিধায়ক। বিধায়কের আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে জানান এডিআরএম।

শিল্পের উন্নয়নে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলা শাসক শম্পা হাজরা, জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক মানবেন্দ্র মন্ডল, মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি তথা শিল্পদ্যোগী উজ্জ্বল সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দ এবং জেলার বিশিষ্ট শিল্পদ্যোগীরা। জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণের কথা আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে। পাশাপাশি শিল্পদ্যোগীদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সমস্যার কোথাও তুলে ধরা হয় বৈঠকে। এই বিষয়ে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ জেলা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। জেলার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে জেলা শাসকের কাছে আমরা বেশ কিছু আবেদন রেখেছি। যাতে মালদা জেলার অর্থনীতি আরও উন্নতি ঘটে। মাননীয় জেলা শাসক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

আশুরায় দেদার বিক্রি লাঠি ও সড়কি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ জুলাই ঃ পবিত্র আশুরা বা দশম মহরম যত এগিয়ে আসছে, ততই বিক্রি হচ্ছে এক সাইজের কাঁচা পাকা লাঠি বা সড়কি। মুর্শিদী গান যেমন মনকে ভারাক্রান্ত করে, তেমনি সুসজ্জিত তাজিয়া, রঙিন নিশান আর লাঠি-সড়কি খেলা আজও বাঙালির মন যেমন একটি বিশেষ দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। লাঠি খেলার মতো এই মার্শাল আর্ট ছাড়া মহরমের শোভাযাত্রায় একটা অভাব বোধ জাগে বাংলার সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যে। তাই

আজও টিকে আছে দৃষ্টি নন্দন উত্তেজনা প্রবণ লাঠি-সড়কি খেলা। তাই এই লাঠি খেলা ঘিরে মানুষের উন্মাদনার শেষ নেই। যখন লাঠি খেলা হয়, তখন বিশেষ ছন্দে নাচতে নাচতে অন্য পক্ষের সঙ্গে খেলার আগে খবরদার বলে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে। তারপর শুরু হয় ওস্তাদী লাঠি খেলা। সেই লাঠির বাজার রামপুরহাটে। গোটা দিনই চলছে রামপুরহাটের পাঁচমাথা পোস্ট অফিস মোড়ে মহম্মদ আকবর আলমের দোকানে। প্রতি পিস লাঠি তিরিশ টাকা। লাঠি নেড়েচেড়ে সোজা সুজি এবং আড়াআড়ি ভেবে দেখে পরখ করে কিনছেন সাধারণ ক্রেতা থেকে লাঠিয়াল। বিক্রেতা আলম সাহেব বলেন, ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হয়েছে লাঠির গোছা। ভালোই বিক্রি হচ্ছে। রামপুরহাটে একমাত্র আমার দোকানেই লাঠি পাওয়া যায়। মাথায় বাঁধার জন্য রঙিন ইসলামিক ফেটি, বাচ্চাদের খেলনা ও রঙিন পোশাক সবই পাওয়া যায়। লাঠি খেলার সাথে কারবালা স্মরণে 'হায় হাসান, হায় হোসেন' ধ্বনি। তার সঙ্গে 'ঝিনতাক ঝিজোর, ঝিনতাক ঝিজোর' তালে ঢোলের তাল, কাঁসা, কাঁসি, ঝুমঝুমি আর দুর্দান্ত লাঠি খেলা মহরমের চেনা ছবি। ২৯ জুলাই বৃহস্পতিবার সারা বীরভূমে ঐতিহ্যবাহী মহরমের শোভাযাত্রা বের হবে। পবিত্র আশুরা (দশ মহরম) উপলক্ষ্যে রাজনগরের নবাবী ইমামবাড়া সংলগ্ন মাঠে যেমন বসে মিলন মেলা, তেমনি জেলার অন্যত্র এই বিশেষ দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত। তবে এই লাঠি খেলা একটি বিশেষ অঙ্গ। শোভাযাত্রায় ওস্তাদী লাঠি, তলোয়ার খেলা চলে। পাশাপাশি, শোকাবহে মুর্শিদী গান, তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রাও হয়। তা দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে। এই দৃশ্য রামপুরহাট, মুরারই, সিউড়ী ও বোলপুর সর্বত্র।

ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুলাই ঃ বর্ষায় ফের ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রাজ্যজুড়ে। ব্যতিক্রম নয় বাঁকুড়া শহরও। সর্বশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত, বাঁকুড়া জেলাজুড়ে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫০ ছাড়িয়েছে। বাঁকুড়া শহরেই আক্রান্তের সংখ্যা ১৪। আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরের। বাঁকুড়া সহ আশপাশের জেলাগুলির ডেঙ্গি আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজও। যদিও আশার কথা এখনও পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর বাঁকুড়া শহরেই প্রায় ৩০০ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হন। তবে শহরবাসীর একাংশের দাবি, নিয়মিত নিকাশী নালা পরিস্কার, বিভিন্ন অংশে নোংরা আবর্জনা পরিস্কার না হওয়াতেই মশার উপদ্রব বাড়ছে। তাঁরা প্রত্যেকেই আতঙ্কিত বলে জানান। বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন অলকা সেন মজুমদার বলেন, শহরজুড়ে সর্বত্র নোংরা আবর্জনা দ্রুত পরিস্কার করা হবে। মহকুমা শাসক বাঁকুড়া প্রশান্ত কুমার ভক্ত বলেন, পৌর এলাকাতে মাত্র ১৪ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ব্লক এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে এই ধরণের দু'একটি ঘটনা নজরে এসেছে বলে তিনি জানান। তবে সার্বিক দিক দিয়ে গোটা জেলায় জেলায় বাড়ছে সংক্রমণ। গ্রামীণ এলাকায় ডেঙ্গি সংক্রমণ বাড়ার নেপথ্যে রয়েছে সচেতনতার অভাব। সেকারণে স্বাস্থ্যভবনের পক্ষ থেকে বেশি করে সচেতনতায় জোর দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। সব পুরসভাগুলিকে এই নিয়ে সচেতন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যভবন এই নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারই হাসপাতালের মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক্স, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চিকিৎসকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করা হচ্ছে। এসওপি করা হয়েছে। স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সও তৈরি করা হয়েছে। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই স্পেশ্যাল ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে। আলাদা করে জায়গা বরাদ্দ করা হচ্ছে না। মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক, অ্যানাথেসিয়ালজি বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সেই ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন।

e-Tender Notice

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide **NIT No. WB/BCWTD/NIT-01(e)/2023-24 & Tender Id : 2023_DMPM_551463_1,2023_DMPM_551486_1,2023_DMPM_551506_1.** Online Bid submission end date on **05/08/2023** up to **6:00 P.M.** Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

G20

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ট্রাকশান ডিসট্রিবিউশান), এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি, আহ্বান করছেন সিলকরা "**ওপেন টেন্ডার**" অনলাইনে (**ই-টেন্ডারিং**) উল্লেখিত কাজের জন্য।

কাজের বিবরণ	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	বায়না মূল্য / দর নিরাপত্তা (টাকা)
১০ কেভিএ ও ২৫ কেভিএ এটি যোগানের বন্দোবস্ত সংযুক্ত রুট রিলে ইন্টারলকিং (আরআরআই) পরিবর্তনের	জেএইচএস-টিডি-টেন্ডার-২০২৩-১৩	৪২৪৫৭৩২.৮৪	৮৪৯০০.০০

সাথে সঙ্গে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) এবং অন্যান্য সংযুক্ত কাজের সাথে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডোর এবং আউটডোর পরিবর্তন বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসি (ভিজিএলজে) স্টেশানে ঝাঁসি ডিভিশনে।

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।

সম্পাদনের মেয়াদ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ ঃ ০৯ মাস।

-টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে **১৮.০৮.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।**

-সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** । **1188/23 (K)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/09/2023-2024/D
Name of the Work: **Restoration of Paver Block passage/footpath along S. N. Banerjee Road in Ward No. 50 under Br.-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,18,949.03.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/12/2023-2024/D
Name of the Work: **Restoration of Paver Block passage/footpath along B. B. Ganguly Street and S.B. Dey Street including allied works in Ward No. 50 under Br.-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,76,986.95.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/14/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Development of portion of bustee sewerage system at 22D Sagar Dutta Lane in Ward No. 44.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,65,216.00.** Earnest Money: **Rs. 5,400.00.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/15/2023-2024/D
Name of the Work: **Restoration of Paver Block footpath at Anagarik Dharmapal Street, M. G. Road, R. Sarani etc. in Ward No. 44.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,87,721.71.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/13/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Development of portion of bustee sewerage system at 48, Zakaria Street in Ward No. 44.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,24,277.37.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **60 days [For Sl. No. 1 to 5].**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/15/2023-2024
Name of the Work: **Restoration of Pave Block footpath on A. P. C. Road in Ward No. 37.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,70,474.06.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 6].** Date and time of opening of tender: **10.08.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 6].**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/09/2023-2024
Name of the Work: **Repairing of Paver Block footpath at Rabindra Sarani and different places in Ward No. 42.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,25,390.71.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/08/2023-2024
Name of the Work: **Repairing of stone sets footpath at N. S. Road, Brabourne Road etc. in Ward No. 42.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,23,072.13.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/10/2023-2024
Name of the Work: **Repairing of Paver Block footpath at Rajendra Mullick Street and different places in Ward No. 41.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,91,559.44.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days [For Sl. No. 7 to 9].** Last date and time of submission of bid: **09.08.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 7 to 9].** Date and time of opening of tender: **11.08.2023 at 11 a.m. [For Sl. No. 7 to 9].** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 9].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works.

(1) NIT NO. : KMC/EEIII/034/B04/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Repair of bustee latrine at 34 Barowaritala Road and surrounding area in Ward No.-34.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,99,648.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT NO. : KMC/EEIII/034/B06/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of bustee sewer line at 27, 23 B.M.Road, 4 RRL Mitra and surrounding bustee area in Ward No. 34. Estimated Amount (Including GST and CESS) : Rs. 2,50,156.00.** Earnest Money: **Rs. 5,100.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and time of submission of bid: **08.08.2023 up to 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** Date and time of opening of bid: **10.08.2023 after 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**

(3) NIT NO. : KMC/EE-III/014/10/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road surface at 44/2/H/41 M. P. Road (To be Excavated), 21/55/1 C. E. Road, 20/P H. N. Road its surrounding areas in Ward No. 14 Excavated by CESC Department.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,14,209.72.** Earnest Money: **Rs. 6,300.00.** Period of Completion: **66 days.** Last Date and Time of submission of bid: **12.08.2023 at 12 noon.** Date and time of opening of bid: **14.08.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works.

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/3/23-24/D (3rd Call)
Name of the Work: **Restoration of road and other allied works at Paymental Garden Lane, South Tangra Road, Dhapa Road etc. and surrounding area Disturbed by CESC in Ward No. 58.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,82,583.53.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/5/23-24/B (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of bustee concrete passage near 4/32, 4/26B, Convent Lane and its surroundings in Ward No. 56.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,77,247.29.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of bid: **08.08.2023 upto 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** Tender will be opened on: **10.08.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **26.07.2023 at (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

494/23-24

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ করা ট্রেনে লিনেন বিতরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এমইসিএইচ_এপি_২০২৩_০২, তারিখঃ ২৫-০৭-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: এমইসিএইচ_এপি_২০২৩_০২; কাজের নাম: ০১ (এক) বছরের জন্য প্রাথমিকভাবে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ করা ট্রেনে লিনেন বিতরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ₹২,২০,৯৩,২২৩.২৮; বায়না মূল্য: ₹২,৬০,৫০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১৭-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
[illegible]

PRADHAN
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI
NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/01/23-24 DATED: 25/07/2023

The Pradhan, Paharpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri invites Tender in percentage Rates for total 5(Five)Nos. similar nature works. Work completion period: 60 Days. Date & Time of submission Bids From : **28/07/2023 Time : 18.00 Hours To : 04/08/2023 Time : 18.00 Hours.** Date & Time for Opening : **07/08/2023 Time : 11.00 Hours.** For Further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block, Jalpaiguri

Burdwan Municipality
Engineering (Development) Department
E.N.I.T.-15-2023-2024
Vide Memo No:- 250/i/E.D./e-N.I.T.-15/2023-24/Sl.1-2/2023, Date- 26/07/2023.
Tender ID: 2023_MAD_551807_1 to 2

Sealed Tenders are invited from bonafide agencies for Construction of New Shed at Police Line Bazar More for MAA Canteen and Improvement of Bituminous Road in Ward No-11 under Burdwan Municipality under 15th FC(PFMS) Scheme. Last date of submission:- **04/08/2023 up to 18.00 hrs.** For details visit:- **www.wbtenders.gov.in**, **www.burdwanmunicipality.gov.in** Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.

Sd/- Chairman
Burdwan Municipality

MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : 248. G.T.Road, Salkia, Howrah-711 106, Phone: (033)2655-8331, Fax : (033)2655-0468
Email : accounts@steelmangal.com,Website : www.steelmangal.com
CIN : L27109WB1981PLC033969

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. in Lakhs)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2023 (Unaudited) Reviewed)	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited) Reviewed	31.03.2023 (Audited)
1)	Total income from operations	2,465.41	2,722.17	4,011.57	13,269.23
2)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	934.64	572.31	689.83	3,282.43
3)	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	934.64	572.31	689.83	3,282.43
4)	Net Profit for the period (after tax and exceptional items) and Share in Profit/(Loss) of Associates	726.63	714.81	458.60	2,713.55
5)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (net of tax)) and Share in Profit/(Loss) of Associates	727.55	710.27	457.89	2,709.15
6)	Equity Share Capital	49.50	49.50	49.50	49.50
7)	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA	13,467.40
8)	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
	(a) Basic (in Rs.)	146.79	144.41	92.65	548.19
	(b) Diluted (in Rs.)	146.79	144.41	92.65	548.19

Notes :
(a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th June, 2023 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the Stock Exchange website viz. www.cse-india.com and on the Company's Website.
(b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 27.07.2023.

For and on behalf of the Board of Directors
MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED
Sd/-
Adarsh Garodia
(Managing Director)
(DIN : 00912347)

Place : Kolkata
Date : 27.07.2023

MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : 248. G.T.Road, Salkia, Howrah-711 106, Phone: (033)2655-8331, Fax : (033)2655-0468
Email:accounts@steelmangal.com,**Website:**www.steelmangal.com
CIN : L27109WB1981PLC033969

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. in Lakhs)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2023 (Unaudited/ Reviewed)	31.03.2023 Audited	30.06.2022 (Unaudited/ Reviewed)	31.03.2023 (Audited)
1)	Total income from operations	2,465.41	2,722.17	4,011.57	13,269.23
2)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	934.64	572.28	689.83	3,282.43
3)	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	934.64	572.28	689.83	3,282.43
4)	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	720.26	709.92	451.12	2,692.47
5)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	720.26	704.31	451.12	2,686.86
6)	Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	49.50	49.50	49.50	49.50
7)	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA	13,383.63
8)	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
	(a) Basic (in Rs.)	145.51	143.42	91.13	543.93
	(b) Diluted (in Rs.)	145.51	143.42	91.13	543.93

Notes :
(a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th June, 2023 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the Stock Exchange website viz. www.cse-india.com and on the Company's Website.
(b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 27-07-2023.

For and on behalf of the Board of Directors
MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED
Sd/-
Adarsh Garodia
(Managing Director)
(DIN : 00912347)

Place : Kolkata
Date : 27.07.2023

টলি-বলির টুকরো খবর

সত্যান্বেষী দেব, 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'র ট্রেলার আরও রোমাঞ্চকর

বিরশা দাশগুপ্তর 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য' ছবির সুবাদে দেবকে সত্যান্বেষী অবতারে দেখে ইতিমধ্যেই অনুরাগীদের কৌতূহল তুঙ্গে। দিন কয়েক আগেই প্রথম প্রকাশ্যে এনে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন দেব। যেখানে অভিনেতার মুখে শোনা গিয়েছে রগরগে সংলাপ- 'আমি নেতাও নই, অভিনেতাও নই।' অতঃপর বড়পর্দায় এই পিরিয়ডিক সিনেমার আমেজ নেওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন অনুরাগীরা। এবার 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'র ট্রেলারে আরও দুরন্ত দেব। 'সত্যবতী' রুক্মিণী, 'অজিত' অম্বরীশও ক্ষুরধার। ব্যোমকেশের চরিত্রে দেবের অভিনয় করা নিয়ে কৌতূক, বিদ্রুপ হলেও সিনেমার প্রকাশ্যে অভিনেতা বুঝিয়ে দিলেন যে সত্যান্বেষীর চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে নিজেকে কতটা ভেঙেছেন তিনি। খুন-রহস্যের কিণারায় সত্যান্বেষী দেবকে দেখা গেল সাধুর বেশেও। 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'র ট্রেলার যে আরও রোমাঞ্চকর, তা বোধহয় আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। টিজারের তুলনায় ট্রেলারে রহস্য আরও জমাট বেঁধেছে। ট্রেলারের শুরুতেই আদ্যোপান্ত ফ্যামিলি ম্যান হয়ে ধরা দিলেন দেব। যেখানে গর্ভের সন্তানের উদ্দেশ্যে অন্তঃসত্ত্বা সত্যবতীকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'উনি আসছেন বলে স্বয়ং ব্যোমকেশ ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে।' আর ট্রেলারের গোড়ায় ব্যোমকেশকে এহেন পারিবারিক মানুষ হিসেবে দেখানোর নেপথ্য কিন্তু দেব খোদ। বিরশা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এটা অভিনেতারই মস্তিষ্কপ্রসূত। শুভঙ্কর ভড়ের চিত্রগ্রহণ এই পিরিয়ডিক ফিল্মে যে আলাদা এক ম্যাজিক তৈরি করেছে, ট্রেলারেই তার ঝাঁজ মিলল। উল্লেখ্য, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হলেও পরিচালক হিসেবে বিরসা দাশগুপ্ত যে নিজের ছাপ রাখবেন, তা টিজারেই আন্দাজ করা গেল। গর্ভবতী সত্যবতীর ভূমিকায় রুক্মিণী মৈত্রকে দেখা গেল ব্যোমকেশরূপী দেবের সঙ্গে খুনসুঁটি করতে। এবং অজিতের চরিত্রে অম্বরীশ ভট্টাচার্য্যকেও বেশ যথাযথ মনে হল। খল চরিত্রে সত্যম ভট্টাচার্য্যের ঝলকও রয়েছে। প্রথম ঝলকে সেট থেকে সাজপোশাক সবেতেই পিরিয়ডিক ফিল্মের এসেন্স মিলল। উল্লেখ্য, 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য' তৈরিও হয়েছে টলিউড সুপারস্টারের প্রযোজনা সংস্থা- দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স-এর ব্যানারে। প্রসঙ্গত, রুপোলি পর্দায় বারবার ব্যোমকেশ বক্সিকে খুঁজে পেয়েছেন বাঙালি দর্শক। গোয়েন্দা চরিত্রে কখনও উত্তম কুমার কিংবা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, আবার কখনও যিশু সেনগুপ্ত, সুজয় ঘোষ বা অনির্বাণ ভট্টাচার্য্যের মতো অভিনেতাদের দেখা গিয়েছে। এবার সত্যান্বেষীর ভূমিকায় সুপারস্টার দেব কেমন চমক দেন? দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন দর্শক অনুরাগীরা।

প্রকাশ্যে ''গদর ২''-র ট্রেলার

আগস্ট মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে সানি দেওল ও আমিশা পটেল অভিনীত ''গদর ২'' । বহু দিন ধরেই দর্শকরা অপেক্ষা করছিল এই ছবির ট্রেলারের জন্য । বুধবার কার্গিল বিজয় দিবসে প্রকাশ্যে এল সানি দেওল- অমিশা প্যাটেলের বহুচর্চিত ছবি 'গদর ২'-এর ট্রেলার। ২২ বছর পর রুপোলি পর্দায় ফিরছে তারা আর সাকিনার প্রেম কথা! সানি দেওল এবং অমিশা প্যাটেল অভিনীত 'গদর ঃ এক প্রেম কথা' হিন্দি সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম ব্যবসা সফল ছবি। ২০০১ সালে মুক্তি পেয়েছিল পরিচালক অনিল শর্মার এই ফিল্ম। এবার ছবির সিকুয়েল নিয়ে ফিরছে জুটি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার গদর ছবির ছোট্ট জিতে ওরফে চরণজিত -এর ভূমিকায় (তারা ও সিনার ছেলে) অভিনয় করা উৎকর্ষ শর্মাও থাকছেন এই ছবিতে। পরিচালক অনিল শর্মার পুত্র উৎকর্ষ। ছবির দ্বিতীয় পর্বেও তারা-শাকিনার ছেলের ভূমিকায় সেই উৎকর্ষ শর্মা। ৩ মিনিটের এই ট্রেলার জুড়ে চেনা ভঙ্গিতে ধরা দিলেন

'তারা সিং' সানি দেওল। তাঁর 'ঢাই কিলো'র হাতের ম্যাজিক, আর পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে একা লড়াইয়ের অসাধ্য সাধনের টুকরো ঝলক উঠে এল ছবির ট্রেলারে। সঙ্গে থাকল মারকাটারি সংলাপ। হ্যান্ডপাম্প উপরে ফেলবার ঝলক না দেখা গেলেও হ্যান্ডপাম্পের দিকে সানির কটমটে চাউনি দেখেই পরের দৃশ্য কল্পনা করে ফেলেছে ভক্তরা। অ্যাকশনে ঠাসা এই ট্রেলারের শুরুতে ধরা পড়ে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'- এর ঝলক। ভারতীয় সেনার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে উত্তপ্ত পাকিস্তানে পা দেবে তারা সিং। গদর ছবিতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল তারা, এবার পাক সেনার হাতে বন্দি ছেলেকে ঘরে ফেরাতে লাহোরে হাজির তারা। সেনার হাতে শিকল বন্দি জিতে। তার কারণ ট্রেলারে স্পষ্ট না হলেও, বারা মতোই প্রেমের টানেই সে দেশে হাজির সে, ইঙ্গিত তেমনই। মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত জিতে জোর গলায় সেদেশের আর্মি জেনারেলকে বলে, 'আমার বাপ এখানে এলে তোর এত টুকরো করবে গোটা পাকিস্তান গুনে শেষ করতে পারবে না'। চেনা মেজাজে সানি হাজির লাহোরে। সকিনাকে সে কথা দিয়েছে যে কোনও মূল্যে জিতেকে ফিরিয়ে আনবে। পাকিস্তানে পা দিয়েই হাতুড়ি দিয়ে একের পর সেনাকর্মীর মাথা গুঁড়িয়ে দিতে দেখা গেল সানিকে। এরপর পাক সেনাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তারা সিং জানায়- 'এখানকার লোকজন সুযোগ পেলে ফের ভারতে গিয়েই বসবাস করবে, অর্ধেক পাকিস্তান খালি হয়ে যাবে। তোমার ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ঘুরবে অথচ ভিক্ষা মিলবে না'। প্রসঙ্গত, 'ক্রাশ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' চালু হওয়ার পরের মাসেই শুরু হয় ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধ। সেই আবহ ধরা পড়বে এই ছবিতে। বুধবার ছবির ট্রেলার লঞ্চে সানি, আমিশা, উৎকর্ষের পাশাপাশি দেখা মিলল সিমরত কৌর, শরিক প্যাটেলের। ছিলেন ছবির মিউজিক্যাল টিম মিথুন, অলকা ইয়াগনিক, জুবিন নটিয়াল, আদিত্য নারায়ণরা। গদর ছবির দুটি কালজয়ী গান, 'ঘর আজা পরদেশি' এবং 'মেয় নিকলা গড্ডি লেকে' নতুনভাবে সাজানো হয়েছে সিকুয়েলের জন্য। সানির কথায়, 'আমি সকলকে আশ্বস্ত করছি গদর ২-তে থাকবে দ্বিগুণ অ্যাকশন, ইমোশন আর এন্টারটেনমেন্ট'। আগামী ১১ আগস্ট মুক্তি পাবে এই ছবি।

নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশন নির্মাণের জন্য ট্রাফিক ডাইভারশন মঞ্জুর করা হয়েছে

কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ ২৪.০৭.২০২৩ তারিখে বিধাননগর ট্র্যাফিক পুলিশ বিভাগ সমস্ত প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ডাইভারশন (স্টেজ-১) দেওয়ায়

নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ একটি বড় উৎসাহ পেয়েছে। এই ডাইভারশনটি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (RVNL) কে নতুন গড়িয়া-এয়ারপোর্ট মেট্রো করিডোরে নবদিগন্ত (টেকনোপলিস) মেট্রো স্টেশন তৈরি করতে সক্ষম করবে। এই স্টেশনটি বিমানবন্দরের দিকে ১৩ তম স্টেশন হবে। কিছু জমি বিবাদের কারণে এই স্টেশনটির নির্মাণ কাজ আটকে ছিল এবং ফলস্বরূপ এই স্টেশনটি বিরোধপূর্ণ জমি এড়াতে একটি নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এর জন্য কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (KMDA) থেকে ২৭৯১ বর্গমিটার নতুন জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এই আসন্ন নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনটি ১৮০-মিটার দীর্ঘ এবং ৩৫- মিটার চওড়া হবে। এর জন্য ২৯৪ টি পাইল, ৩৬টি পাইল ক্যাপ এবং ৪৬ টি কলাম নির্মাণ করতে হবে। যেহেতু এই ট্রাফিক ডাইভারশন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, RVNL শীঘ্রই এই ডাইভারশন ব্যবহার করে নির্মাণ কাজ শুরু করবে। খুব শিগগিরই এ কাজ শুরু করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

রাশিয়ার ৩৬টি ক্রুজ মিসাইল ভূপাতিত করার দাবি ইউক্রেনের

কিয়েভ, ২৭ জুলাই ঃ ইউক্রেনের বিমানবাহিনী বুধবার দাবি করেছে, তারা রাশিয়ার ছোঁড়া ৩৬ টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। বিমান বাহিনীর অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইকোলা ওলেশচুক বলেন, ২৬ জুলাই শত্রুপক্ষের ৩৬ টি ক্রুজ মিসাইল ধ্বংস করা হয়েছে। তবে হামলার সময় রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছিল কি না তা নির্দিষ্ট করেননি ওই ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা। বিমান বাহিনীর মতে, হামলার প্রথম দিকে ইউক্রেনীয় বাহিনী তিনটি কালিব্র ক্ষেপণাস্ত্র এবং সন্ধ্যায় ৩৩ টি এক্স-১০১ ও এক্স- ৫৫৫ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে। বাহিনীটি বলছে, দক্ষিণ - পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম ইউক্রেনের দিকে আসা আটটি টিউ-৯৫ বোমারু বিমান ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করে। বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিম ইউক্রেনের খমেলনিস্কি অঞ্চলকে লক্ষ্য করে আরেকটি রাশিয়ান হামলার কথা উল্লেখ করে বিমান বাহিনী। অঞ্চলটি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার মস্কোর লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। বিমান বাহিনী বলেছে, হামলায় মিগ-৩১ দিয়ে চারটি হাইপারসনিক কিঞ্জল ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি আটকানো বিশেষভাবে কঠিন ছিল। ইউক্রেনের ডিনিপ্রো সেন্ট্রাল অঞ্চলের গভর্নর টেলিগ্রামে বলেছেন, রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের কারণে আগুন লেগেছিল। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ছাড়াই এটি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি, রাশিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার জন্য বিমান বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের আকাশ ব্যবস্থাকে যারা রক্ষা করছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য, গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর আজ পর্যন্ত টানা ৫০০ এর বেশি দিন ধরে চলছে দেশ দুইটির সংঘাত। এতে দুই পক্ষের বহু হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে যুদ্ধ বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো পূর্ব ইউক্রেনে দেশ দুইটির মধ্যে সংঘাতের পরিমাণ অনেক বেড়েছে।

হাওড়ায় ডিভিশনাল রেল ইউজার কনসালটেটিভ কমিটি সভা অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ বিভাগীয় রেলওয়ে.ম্যানেজারহাওড়া, শ্রী সঞ্জীব কুমারের উপস্থিতিতে ২৬.০৭.২০২৩ তারিখে হাওড়া, DRM -এর কনফারেন্স রুমে ১৬৫ তম ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজার কনসালটেটিভ

কমিটি (DRUCC) সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় এখতিয়ার থেকে মনোনীত DRUCC -এর মাননীয় সদস্যরা যাত্রী পরিষেবা এবং সুবিধা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সভায় বক্তব্য রাখেন। বৈঠকের সময়, DRUCC সদস্যরা সুযোগ-সুবিধা, সময় সারণীর ব্যবস্থা, পরিষেবা ও সুবিধার উন্নতি, জনস্বার্থ ও সুবিধার বিষয় ইত্যাদি সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিস্তৃত পরিসরে ফলপ্রসূ আলোচনায় নিযুক্ত হন। বৈঠকে হাওড়া ডিভিশনাল অফিসাররা DRUCC সদস্যদেরকে হাওড়া ডিভিশনের যাত্রী সুবিধার বিষয়ে অবহিত করেন। বারুইপাড়া- চন্দনপুরের মধ্যে নতুন ৪ র্থ লাইন, রসুলপুর-শক্তিগড়ের মধ্যে ৩য় লাইন চালু করা, বাজারসাউ-চৌরিগাছার মধ্যে নতুন আপ লাইন, ইএমইউ ট্রেনে ট্রেনের ইনফোটেইনমেন্ট পরিষেবা, হাওড়া স্টেশনের নতুন কমপ্লেক্সে ফুড প্লাজা আবার চালু করা, হাওড়া স্টেশনের পুরানো কমপ্লেক্সে এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ এবং নং আপগ্রার কনসালটেশন-১-এর কনসালটেশনের কাজ। হাওড়া ডিভিশনের অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে স্টেশনগুলির সংখ্যা। হাওড়া বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবহারকারী পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যরা সমস্ত যাত্রী এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য রেলের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য নিবেদিত রয়েছেন।

চলে এল বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে বড় আপডেট, নিয়মের জরুরি বদল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকার এবার জন্মের শংসাপত্রের ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে আইনি বদল। এ সংক্রান্ত এর আগের যে আইনটি ছিল, সেটা বদলে তারা নতুন আইন নিয়ে আসতে চাইছে। এই নিয়ে সংশোধনী বিল পেশও হয়েছে সংসদে। সংসদে নতুন যে বিল পেশ করা হয়েছে সেটি হল-- 'রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ অ্যান্ড ডেথ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩'। আগের আইনটি ছিল ১৯৬৯ সালের-- 'রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ অ্যান্ড ডেথ অ্যাক্ট, ১৯৬৯'। এবার সংশোধনী বিল আসছে এই আইনটিকে কেন্দ্র করেই। এই বিল যে আইন আনছে, তার সূত্রে এ দেশের যে কোনও নাগরিককে যে কোনও ক্ষেত্রেই দাখিল করতে হবে বার্থ সার্টিফিকেট। নতুন এই আইনের বলে, এবার এক বার্থ সার্টিফিকেটেই হবে হাজারো কাজ। কী কী করা যাবে শুধু বার্থ সার্টিফিকেটেই? বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে এবার থেকে ভর্তি হওয়া যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, আবেদন করা যাবে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য। কেউ যদি নিজের নাম

তুলতে চান ভোটার তালিকায় তখনও কাজে লাগবে এই শংসাপত্র। এর ফলে আধার পেতেও সুবিধা হবে। বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে বিয়ের সময়েও। বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে আবশ্যিক হচ্ছে জন্মের শংসাপত্র। সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময়ও দেখাতে হবে এই শংসাপত্র। নতুন আইন তৈরি হলে সরকারি নথি তৈরি করতেও অনেক সুবিধা হবে। জাতীয় ও রাজ্য-স্তরে রেজিস্ট্রেশনকৃত জন্ম ও মৃত্যুর ডেটাবেস তৈরি করতে সাহায্য করবে 'রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ অ্যান্ড ডেথ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩'। এর ফলে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে। পাশাপাশি জনসেবা বা সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। সংসদে এই বিল পেশ করে নিত্যানন্দ রাই বলেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থ অ্যান্ড ডেথ অ্যাক্ট, ১৯৬৯' সংশোধন করা হয়নি। সেটাই করার চেষ্টা হচ্ছে।

জলের স্রোতে ভেসে গেল দুটি ট্যাঙ্কার, নিরাপদে চালক

সাম্বা, ২৭ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে নদী নালাগুলোর জলস্তর বেড়ে গেছে। সাম্বা জেলায় বুধবার গভীর রাতে প্রবল বর্ষণে সিমেন্ট ভর্তি দুটি ট্যাঙ্কার ভেসে যায়। উভয় ট্যাঙ্কার চালককে নিরাপদে বের করা হয়েছে। ট্যাঙ্কার চালকরা জানান, আমরা যখন বেই নালা পার হচ্ছিলাম তখন জল ছিল না। এরপর হঠাৎ প্রবল জলের স্রোত আসে। এতে তাদের ট্যাঙ্কারটি ভেসে যেতে থাকে এবং জল এত বেশি ছিল যে ট্যাঙ্কারটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়, পরে ট্যাঙ্কার চালকরা ছাদে উঠে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। সেখানে উপস্থিত শ্রমিকরা চালকদের দড়ি দিয়ে টেনে বের করেন। বর্ষায় নদী নালার আশেপাশে না যাওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। কোনও ধরনের জরুরি অবস্থা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনের কন্ট্রোল রুমে তার তথ্য দিতে হবে।

বৃদ্ধি পাচ্ছে গোদাবরীর জলস্তর

হায়দ্রাবাদ, ২৭ জুলাই ঃ ভারী ও একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে জলস্তর বাড়ছে গোদাবরী নদীর জল বৃহস্পতিবারই কূল চাপিয়ে রাস্তায় চলে এসেছে। বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হায়দ্রাবাদেও। ভারী ও প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের প্রেক্ষিতে তেলেঙ্গানায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে চন্দ্রশেখর রাও। এ পর্যন্ত ৭৯০ টি পরিবারের সদস্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জুবজা থেকে ইম্ফল পর্যন্ত নতুন লাইনের চূড়ান্ত স্থানের সমীক্ষা অনুমোদন

মালিগাঁও, ২৭ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বিনিয়োগ করছে। রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ১৪০ কিমি জুবজা (নাগাল্যান্ড)-ইম্ফল (মণিপুর) নতুন লাইন প্রকল্পের ফাইনাল লোকেশন সার্ভের (এফএলএস) জন্য অনুমোদন জানানো হয়েছে। জুবজা-ইম্ফল নতুন লাইনের প্রকল্পটি নাগাল্যান্ড ও মণিপুর উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রদান করবে, যা রেলওয়ে ট্র্যাফিকের উন্নত চলাচলে সাহায্য করবে। এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে মানুষ ও উপকরণ উভয়ের জন্য পরিবহণের সময়, ব্যয় ও দূরত্ব হ্রাস করবে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা ও সমগ্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এক বৃহৎ উন্নতি ঘটবে। নতুন স্টেশন, সড়ক যোগাযোগ, গুডস ইয়ার্ড, ব্যবসার মতো পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের ফলে নিকটবর্তী জেলাগুলির সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে। পণ্য সামগ্রীর বিরামহীন চলাচলের ফলে পণ্য পরিষেবা ব্যবহারের দ্বারা বিদ্যমান ব্যবসার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যয় হ্রাস পাবে। অসমের ধনসিরি স্টেশন থেকে কোহিমা সংলগ্ন জুবজা পর্যন্ত ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজও অগ্রগতির পর্যায়ে আছে। এছাড়াও, দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে মণিপুরের রাজধানী শহর ইম্ফলকে সংযুক্ত করতে জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন রেলওয়ে প্রকল্পের কাজও পূর্ণগতিতে চলছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে রাজ্যের রাজধানী সংযোগী প্রকল্প এবং আন্তর্জাতিক সংযোগী প্রকল্পের একটি অংশ হিসেবে জুবজা (নাগাল্যান্ড)- ইম্ফল (মণিপুর) নতুন লাইন প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত চূড়ান্ত স্থানের সমীক্ষা এই অঞ্চলের আন্তঃরাজ্য সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ রুট প্রদান করবে।

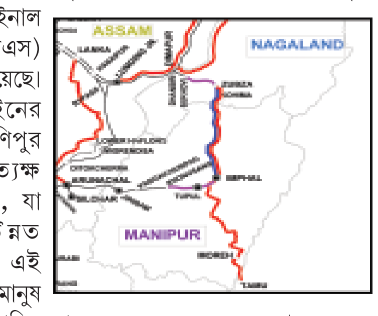

ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আসছে আদানি গ্রুপ! চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছে ভিসার সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সাজুজ্য রেখে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী অনেকেই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ড অফার করে। এবার সেই রেসে নাম লেখালো আদানি গ্রুপ। সব ঠিক থাকলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আদানি গ্রুপের ক্রেডিট কার্ড। একাধিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, সান ফ্রান্সিসকোর কার্ড কোম্পানি তথা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্ড পেমেন্ট সংস্থা ভিসা নতুন কো- ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ডের জন্য আদানি গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ভিসার সিইও রায়ান ম্যাকইনার্নি এই চুক্তির বিষয়ে জানিয়েছেন। রায়ান বলেছেন, আদানি গ্রুপের সঙ্গে এই ডিলের ফলে আদানি গ্রুপের বিমানবন্দর এবং অনলাইন পরিষেবাগুলির মাধ্যমে ভিসা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন লোকের কাছে পৌঁছে যাবে। তবে আদানি গ্রুপ ছাড়াও কো- ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ডের জন্য ভিসা ব্রিজ এভিয়েশন গ্রুপ ও অ্যালেজিয়েন্ট ট্র্যাভেলের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বলে জানান ভিসার সিইও রায়ান ম্যাকইনার্নি। গত ত্রৈমাসিকে ভ্রমণ এবং রেস্তোরাঁয় চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ভিসা কার্ডের ব্যবহার বেড়েছে। ভিসার জারি করা একটি বিবৃতি অনুসারে, ৩০ জুন শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে ভিসার অর্থপ্রদানের পরিমাণ ৯ শতাংশ বেড়ে ৩.১৭ ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছে। যা ব্লুমবার্গের অনুমান ৩.১৪ ট্রিলিয়ন ডলারকে ছাপিয়ে গিয়েছে। গত বেশ কয়েকমাস ধরেই ট্রাভেল বুকিং খাতে আদানি গ্রুপের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আদানি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের একটি ইউনিট আদানি ডিজিটাল ল্যাবস ট্রেনম্যান কেনার জন্য পেরেন্টস কোম্পানি স্টার্ক এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে শেয়ার ক্রয় চুক্তি করেছে। ট্রেনম্যান হল আইআরসিটিসি অনুমোদিত টিকিট বুকিং প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বুকিং ছাড়াও পিএনআর স্ট্যাটাস, কোচের অবস্থান, লাইভ ট্রেন চলার অবস্থা এবং সিট সম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যায় এর আওতায় আদানি ডিজিটাল ট্রেনম্যানের ১০০ শতাংশে অধিকার পাবে। চলতি বছরেরই জানুয়ারি মাসে ক্লিয়ারট্রিপের সঙ্গে চুক্তি করেছে আদানি গ্রুপের আদানি ওয়ান। এরফলে উভয়ই এই চুক্তি থেকে উপকৃত হচ্ছে। মূলতঃ ক্লিয়ারট্রিপ নিজেদের ব্যবসা বাড়াতে ও ব্যবহারকারীদের ফ্লাইট বুক, পার্কিং, রিয়েল টাইম স্ট্যাটাস চেক, ক্যাবের মতো সুবিধা দিতে আদানি ওয়ান এই ডিলে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সীমা এবং সচিনের বিয়ের জন্য ভুয়ো নথি, গ্রেফতার ২

নয়ডা, ২৭ জুলাই ঃ সচীন ও সীমার সম্পর্ক নিয়ে ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে রহস্যের জট, সাথে পোক্ত হচ্ছে সীমার গুপ্তচর হবার যুক্তি। উল্লেখ্য, সচিন সীমার বিয়ের জন্য ভুয়ো নথি জোগাড় করার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল নয়ডা পুলিশ। সূত্রের খবর, ধৃতেরা হলেন পুষ্পেন্দ্র এবং পবন। তাঁরা বুলন্দশহরের বাসিন্দা। তাঁদের কাছ থেকে ১৫ টি ভুয়ো আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। গত তিন দিন ধরে দুই অভিযুক্তকে জেরা করছিল পুলিশ। সেই সময় তদন্তকারীরা জানতে পারেন, সীমা এবং সচিনের বিয়ের জন্য যে প্রয়োজনীয় নথি দরকার ছিল, সেগুলি পুষ্পেন্দ্র এবং পবন জোগাড় করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, এই দু'জন ভুয়ো নথি বানানোর একটি চক্রও চালাতেন। এটিএস সূত্রে খবর, গ্রেটার নয়ডায় আসার পর সীমাকে নিয়ে বুলন্দশহরে গিয়েছিলেন সচিন। এই তথ্য পুলিশের হাতে আসার পর বুলন্দশহরের কোথায় গিয়েছিলেন সীমা- সচিন, তা খোঁজ নেওয়া শুরু করে। তখনই হদিস পান পুষ্পেন্দ্রদের। তার পরই দু'জনকে আটক করে পুলিশ। নয়ডা পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ওই দু'জন দাবি করেছেন যে, সচিন এবং সীমা তাঁদের বিয়ের জন্য নথি সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। বুলন্দশহরের আহমদগড়ে জনসেবা কেন্দ্র চালান পুষ্পেন্দ্র এবং তাঁর সহযোগী পবন। এই কেন্দ্র থেকে বেশ কিছু ভুয়ো আধার কার্ডও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হাইলাকান্দিতে শুরু পশুখাদ্যের ঘাসের চারা বণ্টন

অসম, ২৭ জুলাই ঃ হাইলাকান্দি জেলায় পশু খাদ্যের জন্য উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ঘাসের চারা বণ্টন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার চিপরসাঙ্গন ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারিতে আলগাপুর ব্লকের ৩৩ জন চাষির হাতে এই চারা তুলে দেওয়া হয়। ভেটেরিনারি বিভাগের উদ্যোগে ন্যাশনাল লাইভ স্টক মিশন কর্মসূচির অধীনে এতে একেকজন চাষির হাতে ১৪০টি করে ঘাসের চারা, ১২ কেজি করে সার এবং এক প্যাকেট করে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ঔষধ তুলে দেওয়া হয়েছে। সামগ্রীগুলি সুবিধাপ্রাপকদের হাতে তুলে দেন জেলা ভেটেরিনারি আধিকারিক জেএ তালুকদার। অনুরূপভাবে লালা উন্নয়ন খণ্ডে ৬৫ জন চাষি এবং হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডে ৩৪ জন চাষিকে উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল পশু খাদ্যের ঘাসের চারা বণ্টন করা হয়েছে ভেটেরিনারি বিভাগ থেকে।

হিংসাজর্জর মণিপুরে আবার গোলাগুলি, আহত দুই

ইম্ফল, ২৭ জুলাই ঃ হিংসাজর্জর মণিপুরে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের গোলাগুলির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বেসরকারি গ্রাম সুরক্ষা স্বেচ্ছাবাহিনীর দুই সদস্য। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার ভোর চার থেকে পাঁচটার মধ্যে রাজ্যের চূড়াচাঁদপুর জেলায় সংগঠিত হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। এর আগে গতকাল মোরে জেলায় গোলাগুলি এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। বেসরকারি সূত্রের খবর, আজ ভোরে চূড়াচাঁদপুর জেলার অন্তর্গত কাংভাই এলাকায় শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। গোলাগুলির ঘটনা চলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী। গুলিবিদ্ধ গ্রাম সুরক্ষা স্বেচ্ছাবাহিনীর দুই সদস্যকে চূড়াচাঁদপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তবে সংঘর্ষ-পীড়িত এলাকায় অতিরিক্তঃ নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। এদিকে আজ রাজ্য পুলিশের উচ্চস্তরীয় এক সূত্র জানিয়েছে, টেংনুপাল জেলার সীমান্ত শহর মোরে এলাকায়ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল মোরে শহর সংলগ্ন এলাকায় গোলাগুলি এবং বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাট পুড়িয়ে. লুটপাটের চেষ্টা করা হয়েছে। ওই ঘটনার সঙ্গে কুকি জঙ্গিরা জড়িত বলে সন্দেহ করছে প্রশাসন। বলা হচ্ছে, সেখানে অবস্থানরত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা। মণিপুর পুলিশের শীর্ষ সূত্রটি জানিয়েছে, বুধবার বেশ কয়েকজন কুকি মহিলাকে মেইতই সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন দোকানপাট লুট থেকে রোখার চেষ্টা করেছিলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। তখন বিনাপ্রোচনায় নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এর পর বিক্ষুব্ধ জনতা মোরে শহরের ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে মেইতেইদের বেশ কয়েকটি মেইতেই বাড়ি এবং দোকানে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। যার ফলে অন্য রাজ্য থেকে আগত অভিবাসীদের অনেক দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের খবর, উত্তেজিত জনতা প্রায় ১৫- ১৬ টি বাড়ি এবং একটি গেস্ট হাউস আংশিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে। সূত্রের খবর, গভীর রাত পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। তবে ওই গোলাগুলিতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাস্তুচ্যুতরা মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। সিংজামেই সেতুতে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। পরে দলের চার প্রতিনিধিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। সরকারি সূত্রের খবর, স্থানীয় উত্তেজিত জনতা সাপোরমেইনায় নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত মণিপুরের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দুটি বাস থামিয়ে তাতে অন্য সম্প্রদায়ের কোনও মানুষ বসে আছে কিনা তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তাদের আবদারে সায় না দেওয়ায় ওই দুটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুস্কৃতী দলটি।

Name Change

I, Usha Gaur (old name) D/o Krishna Kumar Bhatra, residing at 3rd floor, 3B, 260,Canal Street, Sreebhumi Sporting Club, Lake Town, South Dum Dum, north 24 parganas, West Bengal 700048,Shall henceforth be known as Usha Bhatra vide an affidavit 1st class judicial magistrate at Kolkata on 19/06/2023. That my name recorded in my pan card vide pan number CEOPG3780D is Usha Gaur, vide adhar card number 4930 0906 4204 is Usha bhatra,vide Domestic gas connection vide consumer number 7228858317 is Usha Bhatra.That Usha bhatra and Usha Gaur are the same and identical person.

Name Change

I, FARHAN (old name) S/O RUHUL AMIN KHAN Presently residing at Vill-Sarda Paschim Para, PO-Sarda, PS-Amta, Howrah-711413 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FARHAN KHAN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. FARHAN and FARHAN KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, SANJOY SARKAR (old name) S/O SATYA NARAYAN SARKAR Presently residing at Lower Chelidanga, Asansol, PO-U.C. Danga, PS-Asansol South, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713304 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANJAY SARKAR, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. SANJOY SARKAR and SANJAY SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SAIF ALI SHEIKH (old name) S/O SHEIKH SHORAB ALI Presently residing at JB HAZRA ROAD, JELKHANA MORE, BURDWAN, PURBA BARDHAMAN-713101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAIK SAIF ALI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. SAIF ALI SHEIKH and SHAIK SAIF ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, POOJALATH (old name) D/O RAJENDRA PRASAD AGARWAL Presently residing at 10/2E/1, Kristo Mullick Lane, PS-Ultadanga, Kolkata- 700037 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) POOJA AGARWAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. POOJA LATH and POOJA AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, UJJAL SEN (old name) S/O LATE ANUTOSH SEN Presently residing at VIVEKANANDA PALLY DAKSHIN KHAGRABARI JALPAIGURI- 735224 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) UJJAL KUMAR SEN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. UJJAL SEN and UJJAL KUMAR SEN both are same and one identical person.

Name Change

I, POOJA AGARWAL D/O RAJENDRA PRASAD AGARWAL Presently residing at 10/2E/1, Kristo Mullick Lane, PS-Ultadanga, Kolkata-700037 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name VANYA AGARWAL instead of VANYA LATH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. VANYA AGARWAL and VANYA LATH both are same and one identical person.

Name Change

I, AHED MONDAL (old name) S/O HAKIM MONDAL Presently residing at Vill & PO-Gajipur, PS- Gopalnagar, North 24 Pgs-743251 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AHED ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 27/07/2023. AHED MONDAL and AHED ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I , Md. Answar Alam S/O- Md Jahur Alam resident of Joanpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'MD ANSAR ALAM' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2023.

Name Change

I , Arif Mollah S/O- Amjad Ali Mollah @ Amjed Ali Mollah resident of Baror, P.O.- Baror, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'ARIF MOLLA' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2023.

Name Change

I , Amjad Ali Mollah S/O- Abul Kasem Molla resident of Baror, P.O.- Baror, P.S.- Memari, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'AMJED ALI MOLLA' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 24/07/2023.

শহীদ দিবস নানুরে

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ২৭ জুলাই ঃ বাইশ বছর আগে হাড় হিম করা ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের নৃশংস গণহত্যার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশ। দশ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সহ মোট এগারো জনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। সেই নৃসংশতার বলি হন সেখ নিজাম, রসুল বক্স, সেখ সবুর, সেখ সালামত, সেখ হারাই, সরণ মেটে, সেখ সফিকুল, সেখ শফিক, সেখ আশরাফ, সেখ সাইদুর ও সেখ আলি হোসেন। ২০০০ সালে ১১ জনকে হত্যার পরই সোজা দিল্লি থেকে নানুরে ছুটে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েক বার এই দিনে নানুরে এসে শহিদ তর্পণ করে তিনি। এদিন নানুরের বাসা পাড়ায় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো নানুর শহীদ দিবস। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, কোর কমিটির সদস্য কাজল সেখ সহ অন্যান্য সদস্যরা। প্রায় হাজার খানেক মানুষ হাজির ছিলেন শহীদ সভায়। সভায় সিপিএম হার্মাদ প্রসঙ্গে বিকাশ বলেন, মানুষের উপরে নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা মনে করলে আজও শিউরে ওঠে মানুষ। কিন্তু আজ বিভেদকামী শক্তি হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সহ বিভিন্ন ছলচাতুরি করে বাংলা অস্থির করতে চাইছে। তাদের মূল লক্ষ্য বাংলা দখলের ষড়যন্ত্র করে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা। এটা ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাজনৈতিক ভাবে শান্তির পথে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। প্রসঙ্গত ২০০০ সালের ২৭ জুলাইয়ে নানুরের সুচপুরের ১১টি পরিবারের সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সেই ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তৃণমূল সমর্থক আব্দুল খালেক। ২০০০সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই কথা মত নিহত ১১টি পরিবারের মধ্যে প্রায় সকল পরিবার সদস্য সরকারি চাকরি পেয়েছেন।

ধর্মঘটের প্রচারে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ প্রখর রোদ উপেক্ষা করে মাথায় ছাতা নিয়ে ধামসা-মাদল বাজিয়ে মালদা শহরের বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হলেন রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের সদস্যরা। মালদা শহরের সেতু মোড় থেকে শুরু হয় মিছিল। সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে। ধামসা-মাদল বাজিয়ে মিছিলে অংশ নেন সংগঠনের মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা। আদিবাসীদের উপর অন্যায়-অত্যাচার এবং তাদের বিরুদ্ধে সংসদে আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে ৭ আগস্ট ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে ভারত মুক্তি মোর্চা, বহুজন ক্রান্তি মোর্চার পক্ষ থেকে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে জেলা শাসকের মারফত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মুর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠালেন সংগঠনের সদস্যরা। নিজেদের দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এবং ধামসা মাদল বাজিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। পরিস্থিতির সামাল দিতে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে মোতায়ন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। সংগঠনের জেলা সভাপতি বাবুরাম কিস্কু জানিয়েছেন, দেশের ৩১টি রাজ্যে ৫৬৭টি জেলায় একসাথে দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে তাদের আন্দোলন চলছে। আদিবাসীদের উপর অন্যায়-অত্যাচার এবং তাদের বিরুদ্ধে সংসদে আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে তাদের এই আন্দোলন।

ছদ্মবেশে ঢুকেছিলেন অভিষেকের সভায়

এবার চাকরির প্রতারণার অভিযোগে অনশন ধর্ণায় বসলেন ওন্দার প্রিয়াঙ্কা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৭ জুলাই ঃ ফের বিড়ম্বনায় ওন্দার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব! প্রতিবাদী তৃণমূল কর্মী প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী ফের সক্রিয় হলেন ওন্দা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশীষ দে'র বিরুদ্ধে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রায় ৭০জন চাকরী প্রার্থীর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে প্রতারণার অভিযোগ। আর তাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল হল বাঁকুড়ার ওন্দা। টাকা অবিলম্বে ফেরতের দাবিতে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে অনশন শুরু করলেন চাকরী প্রার্থীরা। উল্লেখ্য, এই অনশনে আবার নেতৃত্ব দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় ছদ্মবেশে হাজির হওয়া সেই প্রতারিত গৃহবধূ প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী। জানা গিয়েছে, করোনাকালে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নাম করে ওন্দা-সহ আশপাশের ব্লকের প্রায় ৭০ জন শিক্ষিত তরুণ তরুণীর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বৃদ্ধদেব মালগোপ ও তৃণমূলের ওন্দা ব্লকের সাধারণ সম্পাদক আশিস দে'র বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। পরে চাকরিপ্রার্থীরা ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কেউ ৪ মাস, কেউ আবার ৬ মাস চাকরি করেন। কিন্তু কেউই তাঁরা বেতন পাননি বলে অভিযোগ। পরে তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী নামের এমনই এক প্রতারিত চাকরিপ্রার্থী আগে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় হাজির হয়ে বিষয়টি তাঁর নজরে এনেছিলেন। গত ১২ জুলাই রামসাগরে প্রিয়াঙ্কা দেবীর স্বামী পিকনিক করার সময় আশীষ দে দলবল নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। মারধর করে এবং প্রিয়াঙ্কা দেবী স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তার ওপরও হামলা চালানো ও মারধরের অভিযোগ ওঠে এই ওন্দা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশীষ দে ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এবং এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ আশীষ বাবু ও তার এক অনুগামী দোলন পরামানিককে গ্রেফতার করে। তারা এখন আদলতের নির্দেশে জেল হেফাজতে রয়েছেন। প্রতিবাদী চাকরীপ্রার্থী প্রিয়াঙ্কা গোস্বামীর দাবি, পরে তৃণমূলের ওন্দা ব্লক সভাপতি উত্তম বিটের মধ্যস্থতায় আশিস তাঁকে টাকা ফেরত দেন। কিন্তু অন্যান্য প্রতারিত চাকরীপ্রার্থীরা এখনও টাকা ফেরত পাননি। টাকা ফেরত ও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আশিস দে'কে দল থেকে বহিস্কারের দাবিতে এদিন তৃণমূলের ওন্দা ব্লক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান প্রতারিতরা। পাশাপাশি, দলের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে এবার কি রাজ্য নেতৃত্ব আশীষ বাবু কে দল থেকে বহিস্কারের পথে হাঁটবেন? না বিচারের রায় বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার পদে আসীন থাকবেন? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সবার কাছেই অধরা। এদিকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি উত্তমকুমার বিটের বক্তব্য, তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে বিক্ষোভ দেখানো মানেই তৃণমূলের লোক, এমন নয়। উনি নাটক করছেন। টাকা নেওয়ার বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। তা নিয়ে মন্তব্য করব না।

মণিপুর কান্ডের প্রতিবাদ নবদ্বীপে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ জুলাই ঃ সম্প্রতি দেশজুড়ে মণিপুরের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এমনকি পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাবের কথাও উঠেছে, মোটের ওপর বিজেপিকে কোণঠাসা করতে মণিপুরের ঘটনা নিয়ে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দল। আর এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই বিজেপিকে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কোণঠাসা করতে শুরু করেছে। পাশাপাশি ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেও তৃণমূল কংগ্রেস বেশ কিছু কর্মসূচীও নিয়েছে। মণিপুরের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীও তার মধ্যে অন্যতম। গতকাল বিভিন্ন ব্লক স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মৌন মিছিল। আর বৃহস্পতিবার নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদী মৌন মিছিল। এদিন বিকেলের পর নবদ্বীপ শহরের বড়ালঘাট এলাকা থেকে শুরু হয় এই মৌন মিছিল। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে এই মিছিল। এদিনের এই মিছিলের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্ব-সহ চব্বিশটি ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ শহরে রাধাবাজার মোড় এলাকায় এক প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করে এপিডিআর নবদ্বীপ শাখা। এপিডিআর নবদ্বীপ শাখার কর্মী প্রতাপ চন্দ্র দাস বলেন, মনিপুরে জাতি দাঙ্গা, অশান্তি হিংসার মূল কারন বিজেপির হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য পূরণে নোংরা রাজনীতি এবং কর্পোরেটের জমি জঙ্গল প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের আগ্রাসন। জাতিগত সংরক্ষণ টিকিয়ে রেখে সরকার বৈষম্য তৈরি করছে। মানুষের পরিচয় হওয়া উচিৎ মানুষ। এটা যতদিন না হচ্ছে রাষ্ট্রনেতারা মানুষের মধ্যে এমন দাঙ্গা লাগাতেই থাকবে। এই গণ পৈশাচিক নির্মমতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে মোদি শাহের সুচিন্তিত পরাক্রমশালী রাজনৈতিক ছক। মনিপুর সহ দেশের সর্বত্র মানুষের বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক অধিকার হত্যা করার জন্য বিজেপি সরকারকে জানাই ধিক্কার। এপিডিআরের রাজ্য সহ সম্পাদক মৌতুলি নাগ সরকার বলেন, হাথরস, উন্নাও এবার মনিপুর। এটা ভারতের চেনা দৃশ্য। নারীরা মোদির ভারতে সুরক্ষিত নয়। মনিপুরে দ্রুত শান্তি ফিরুক এই আশা রাখি। সেইসাথে মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর শাস্তিও দাবি করছি।

সারফেইসি আইন মোতাবেক ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় এক ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র আধিকারিকরা।

কালাম স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুলাই ঃ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারত গৌরব মিসাইল ম্যান নামে খ্যাত ভারতরত্ন ডঃ এপিজে আবদুল কালামের নবম প্রয়াণ দিবসটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের চাতরী নিম্ন বুনিয়াদী আবাসিক বিদ্যালয়ে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে প্রভাত ফেরি বের হয়। প্রভাব ফেরী এলাকা পরিক্রমা করে আসার পর বিদ্যালয়ের শোভাগৃহে এপিজে আবদুল কালামের জীবনী সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার মন্ডল বলেন, দেশের মনীষীদের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে আমরা তাঁদের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করি তেমনি সুকুমারমতি পড়ুয়াদের কাছে সেই সব মনীষীদের জীবন দর্শন, তাঁদের কর্ম জীবনের সাফল্য তুলে ধরি। দেশের পরবর্তী প্রজন্ম এই সব মনীষীদের জীবনী থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে আদর্শ নাগরিক তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিক্ষোভ প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ মজুত বালি পাথর তোলার নির্দেশ থাকার পরেও বাধা দিচ্ছে প্রশাসন। মজুত বালি পাথর তোলা ও নিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবিতে বৃহস্পতিবার নকশালবাড়িতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো নকশালবাড়ি ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন। এদিন সভাধিপতির বাড়ির সামনে ট্রাক্টর রেখে বিক্ষোভ দেখান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পীযূষ চক্রবর্তী জানান, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মজুত বালি-পাথর তোলার নির্দেশ থাকার পরেও পুলিশ বাধা দিচ্ছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করুক সভাধিপতি। এই দাবিতেই আমাদের বিক্ষোভ। এছাড়াও এদিন সভাধিপতির সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। এই বিষয়ে সভাধিপতি জানান, এই সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন।

জঙ্গলে মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া , ২৭ জুলাই ঃ জঙ্গলে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটিতে। বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গাজলঘাটি থানার হাঁসপাহাড়ির জঙ্গলে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জঙ্গলের ভিতরে এই বৃদ্ধের মৃতদেহ কি করে এল এই নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন বিকেল পর্যন্ত ওই বৃদ্ধের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে গঙ্গাজলঘাঁটির দেউলি মোড়ের কাছে হাঁসপাহাড়ির জঙ্গলের ভিতরে কামচাগড়িয়া নামে একটি পুকুরে পাড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ওই বৃদ্ধর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে আসা কয়েকজন ব্যক্তি। তারা স্থানীয়দের জানালে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যায়। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

সমাজমাধ্যমে উপাচার্যর বিরুদ্ধে পোস্ট করায় সাসপেন্ড বিশ্বভারতীর ছাত্রনেতা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ জুলাই ঃ সমাজ মাধ্যমে উপাচার্যর বিরুদ্ধে পোস্ট করায় বাম ছাত্রনেতাকে এক সেমেস্টারের জন্য সাসপেন্ড করলো বিশ্বভারতীর ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটি। বুধবার রাতে নোটিশের মাধ্যমে প্রোক্টর ওই বাম ছাত্রনেতা সোমনাথ সৌ'কে জানায়, বিশ্বভারতীর ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটি গত ৩১ মার্চ এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৯ ফেব্রুয়ারিতে সমাজ মাধ্যমে যা পোস্ট করেছে তাতে ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণ বিধি উলঙ্ঘন করেছে সে। সেই কারণে তাকে এক সেমেস্টারের জন্য সাসপেন্ড করা হলো। এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে ফের আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে সোমনাথ জানিয়েছেন। তার দাবি, অধ্যাপক নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের হয়ে সওয়াল করার কারণে তাকে এই শাস্তি পেতে হলো। এর ফলে বিশ্বভারতী তার একটি বছর নষ্ট করতে চাইছে। এব্যাপারে বিশ্বভারতী সোমনাথের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, সেটা ঠিক নয়। ওই ছাত্রকে মহামান্য আদালতের রায়ের শর্তাধীনভাবে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ ভঙ্গ করা হয়েছে। নিয়ম মেনেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেই ওই ছাত্রকে শোকজ নোটিশ ধরায় বিশ্বভারতী। অভিযোগ, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ একের পর এক চিঠিতে জমি ফেরত চেয়ে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে বিব্রত করার চেষ্টা করে। তারই প্রতিবাদ করে সকলকে গর্জে ওঠার আহ্বান করে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন সোমনাথ সৌ। বিষয়টি নজরে আসে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। বাক স্বাধীনতা বা স্বাধীন মতামতকে খর্ব করতে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষের এই শোকজ নোটিশ ধরানোর পর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে বিভিন্ন মহল। সোমনাথ সৌ নামে বাম ভাবাদর্শের ওই ছাত্র সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে পল্লী সংগঠন বিভাগের রুর‍্যাল ম্যানেজমেন্টে ভর্তির সুযোগ পান। ওই ছাত্রের অপরাধ, সমাজ মাধ্যমে বিশ্বভারতী কর্তৃক নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে বার বার অপমানজনক চিঠি দেওয়ার প্রতিবাদ করা। ওই ছাত্রের এই সোশ্যাল পোস্টের পরই তাকে কারণ দর্শানোর চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়, কেন তার বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ হবে না। কারণ সম্প্রতি উচ্চ আদালতের এক আদেশ নামার বলে শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার ভিত্তিতে বিশ্বভারতী ওই ছাত্রকে ভর্তি করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, সোমনাথ সৌ ওই পোস্টে প্রতিবাদ করে লেখেন 'অমর্ত্য সেনকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য টার্গেট করা হচ্ছে...'। তারপরই উপাচার্যর কু'নজরে পড়েন ছাত্রটি। যদিও আগে এই ছাত্রের ভর্তি নানা ইস্যুতে আটকে দেয় কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন করা ছিল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। অবশেষে আদালতের নির্দেশে বিশ্বভারতী তাকে ভর্তি নিতে বাধ্য হয়।

ডাকবিভাগের বিশেষ খামে স্থান পেল বাঁকুড়ার দুই শিল্প

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুলাই ঃ শুশুনিয়ার পাথর ও বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় দশ অবতার তাস স্থান পেল ডাক বিভাগের বিশেষ খামে। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ডাক বিভাগের বিশেষ খামে এবার শোভা পেল ঐতিহ্যময় বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুর দশটি রূপ। পাশাপাশি শোভা পেল বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার পাথর শিল্প। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে ডাক বিভাগের এক অনুষ্ঠানে দু'টি খামের প্রকাশ করেন ডাক বিভাগের কর্তারা। বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাস যাতে রয়েছে বিষ্ণুর দশটি রূপ যা একসময় মল্লরাজাদের আমলে এই তাস দিয়ে খেলা হত। এই তাসে দশ অবতারের ছবি থাকায় এর মান দশাবতার ওরক। তাস খেলার মতো হওয়ায় পরবর্তীতে দশাবতার ওরক দশাবতার তাস নামে পরিচিত হয়। পাশাপাশি জেলায় পাথর খোদাই শিল্প অনন্য শুশুনিয়া পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো পাথর খোদাই, এই শুশুনিয়া'য় আছে বলে মনে করা হয়। একে 'নরসিংহ পাথর'ও বলা হয়। অনেকেই মনে করেন, সম্রাট নরসিংহ নিজ হাতে এই পাথর খোদাই করেছিলেন। রাজা চন্দ্রবর্মন এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। চতুর্থ শতকের কিছু খোদাই এখানে পাওয়া যায়। যার নাম 'পুস্করানা' তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দির, শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম নিয়ে ডাক টিকিট প্রকাশিত হয়েছে ডাক বিভাগের তরফে। পাঁচমুড়া ও বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং তার পাশাপাশি মাদুর ও পটচিত্র নিয়েও ডাকবিভাগ বিশেষ কভার তৈরি করেছে। এই বিশেষ খাম বাঁকুড়া মুখ্য ডাকঘর ও কলকাতা জিপিও-তে পাওয়া যাবে বলে জানান হয়েছে। তা ছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে বরাত দিয়েও সংগ্রহ করা যাবে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ বিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেল শশীশালিনী কুজুর বলেন, সারা বিশ্বে বাঁকুড়ার হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যবাহি শিল্পকর্মের কদর রয়েছে। আর ভারতীয় ডাক বিভাগের এই উদ্যোগের ফলে এই অসাধারণ শিল্পগুলি বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে যাবে। বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাসের শিল্পী শীতল ফৌজদার জানান, আমরা খুবই আনন্দিত যে এই শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হলো সারা বিশ্ব এখন জানতে পারবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে এই দশ অবতার তাসের সম্পর্কে। পাথর শিল্পীরা খুশি হলেও কাজকর্ম নেই বলে হতাশ পাথর শিল্পী নিরঞ্জন কর্মকার বলেন, অবশ্যই ভালো লাগছে শুনে যে শুশুনিয়ার পাথর শিল্পকে বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে। পাথরের অভাবে এই শিল্প বন্ধ হয়ে আছে।

সাংবাদিক স্মরণ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ জুলাই ঃ বর্ধমানের বিশিষ্ট সাংবাদিক পরমেশ্বর মোহন্তের অকাল প্রয়াণে শোকাহত শহরবাসী এক স্মরণ সভায় মিলিত হলেন বৃহস্পতিবার। এদিন বর্ধমান প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এই স্মরন সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভার পান্থশালায়। বর্ধমান শহরের সদা হাস্যময় সাংবাদিক পরমেশ্বর মোহন্ত তথা বর্ধমানের সব মহলের প্রিয় পম মোহন্ত দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত ৬ জুলাই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী, কন্যা, জামাতা সহ সমস্ত সাংবাদিক বন্ধু ও অগণিত প্রিয়জনকে। এদিন তার স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল, কাউন্সিলার রত্না রায়, সনৎ বক্সী, জয়দেব মুখার্জী, সমাপ্তিকা মন্ডল, সহ অন্য তার স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন পরিবার বর্গ ও অসংখ্য সাংবাদিক বন্ধুগণ। সকলের বক্তব্যে একটা কথা উঠে আসে সদা হাস্যময় ছিলেন সকলের প্রিয় পম দা। সকলে তার আত্মার শান্তি কামনা করে তার প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পাশাপাশি এদিন স্মরণ সভার মঞ্চ থেকে দুঃস্থ মহিলাদের হাতে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বেতন বৃদ্ধির দাবী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ জুলাই ঃ বেতন কাঠামো পরিবর্তন, সঠিক হারে পিএফ , পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী সহ একাধিক দাবি নিয়ে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও মেমারি পৌরসভার কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করেন। প্রায় ২০০ জন সাফাই কর্মচারী এদিন কর্ম বিরতির ডাক দেন। যতদিন না তাদের এই সমস্যা মিটবে তাদের এই আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা। মূলত তাদের অভিযোগ, পিএফ হিসেবে ১৫০০ টাকা কেটে নেওয়ার পর অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে ৪৮০ টাকা, কোন মাসে ৫৭৬ টাকা। আবার কোন মাসে কোন টাকাই জমা পড়ছে না। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সাফাই কর্মীদের বেতন ৬১৬ টাকা হাতে মিলছে ৪০০ টাকা, ইএসআই কাটা হচ্ছে অথচ অ্যাকাউন্টে কোন জমা হচ্ছে না, আধঘন্টা কাজের বদলে ৯ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে, দুর্গাপুজো অথবা ঈদের বোনাস মিলছে না। পরিবর্তে মাত্র ১ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে মিলছে। সাপ্তাহিক রবিবারের ছুটি কিংবা কোন সরকারি ছুটিতে মিলছে না বেতন। অর্থাৎ 'নো ওয়ার্ক, নো পে' সিস্টেমে কাজ করানো হচ্ছে তাদের। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা কোন ব্যাপারেই তাদের সহযোগিতা করছে না।

চোলাই মদ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ জুলাই ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও আবগারি দপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে নষ্ট করল বিপুল পরিমানে চোলাই মদ ও চোলাই তৈরীর উপকরণ। বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বিরামপুর গ্রামের ডোমপাড়ায় এই অভিযান চালানো হয়। রায়না থানা সূত্রে জানা গেছে ওই অভিযানে নষ্ট করা হয়েছে ৯৫০ লিটার চোলাই তৈরীর উপকরণ এবং ১২০ লিটার চোলাই মদ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে চোলাই তৈরীর জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য কিছু সামগ্রীও। পুলিশি অভিযানের খবর পেয়েই গা ঢাকা দেয় চোলাই কারবারিরা। এই পুলিশি অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, সিআই সুব্রত ঘোষ, রায়না থানার ওসি সৈকত মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, চোলাই মদ তৈরীর কারবার বন্ধ করতে বারংবার রায়নায় চোলাইয়ের ঠেকে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে রায়না থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চালানো হবে বলে জানা গেছে রায়না থানার পক্ষ থেকে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : এসডি/টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৪২৪, তারিখ : ২৬.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। ই-টেন্ডার নম্বর : ডিএসটিই/সিগ/টি/০৬/২৩-২৪/এসএফ। অবস্থান সহ কাজের নাম : শিয়ালদহ ডিভিশনে [illegible] সেকশনে বিকিউজি স্টেশনে (জিই নির্মিত) ও কেআরপি স্টেশনে (আনসাজাতো নির্মিত) বর্তমান ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ এবং এলসি গেট নং ১৬০/ই/বিকিউজি (কিমি. ২১৪/৯-১১), ১৬১/টি/বিকিউজি (কিমি. ২১৪/১৭-১৯) বন্ধ করা ও এলসি গেট নং ১৬২টি/বিকিউজি ও ১৭২/টি/কেআরপি অপসারণ-এর জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্যমান : ৫৩,৫৯,০৬৪.২৬ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। বায়না মূল্য জমা করতে হবে : ৮৭,২০০ টাকা। কার্য সম্পাদনের সময়সীমা : ০৬ মাস। টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ : ০১.০৮.২০২৩। টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিড খোলার তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in। যে সকল নথি জমা করতে হবে : টেন্ডার নথি অনুসারে। (SDAH-129/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Office of the Kolaghat Panchayat Samity
Kolaghat :: Purba Medinipur
Email at kolaghatbdo@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER [PMZRMC]

The Executive Officer, Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e-tenders for execution of 02 nos. concrete road from PMZRMC Fund **http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details **Office Memo No. 539 dt. 25/07/2023 Tender Id: 2023_ZPHD_551452_1.** Last date of bid submission: **29/07/2023 (17:30 Hrs.).** Opening date of technical bid: **08/08/2023 (11:00 Hrs.). Office Memo No. 543 dt. 27/07/2023 Tender Id: 2023_ZPHD_551708_1.** Last date of bid submission: **14/08/2023 (17:30 Hrs.).** Opening date of technical bid: **17/08/2023 (11:00 Hrs.).**

Sd/- Executive Officer
Kolaghat Panchayat Samity

Office of the Kolaghat Panchayat Samity
Kolaghat :: Purba Medinipur
Email at kolaghatbdo@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER [MPLAD(RS)]

The Executive Officer, Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e- tenders for Sinking of 04 nos. Submersible pump from MPLAD(RS) Fund vide this **office No. 587 dt. 27/07/2023. http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details for **tender nos. 2023-ZPHD_551858_1** to **2023_ZPHD_551858_4.** Last date of bid submission: **07/08/2023 (17:30 Hrs.).** Opening date of technical bid: **10/08/2023 (11.30 Hrs.).**

Sd/- Executive Officer
Kolaghat Panchayat Samity

বাজাজ আলিয়াঞ্জ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বাজাজ আলিয়াঞ্জ হাউস, এয়ারপোর্ট রোড ইয়েরাওয়াড়া, পুনে - 411006. টেলি : 020 66026777, ফ্যাক্স : 020 66026789.

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে বাজাজ আলিয়াঞ্জ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের অফিস যা অবস্থিত প্রথম তল, নন্দী হার্ডওয়্যার স্টোর, পুরুলিয়া-বরাকর রোড, রঘুনাথপুর, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - 723133 চলে যাচ্ছে এর নতুন ঠিকানায় বাজাজ আলিয়াঞ্জ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রায় মেডিক্যাল, প্রথম তল, পুরুলিয়া-বরাকর রোড, রঘুনাথপুর কলেজের কাছে, ডাকঘর (PO+PS) ও থানা - রঘুনাথপুর, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - 723133-এ, প্রযুক্ত হবে 1 অক্টোবর 2023 থেকে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **শ্রী সুমতি মুখার্জি,** পিতা শ্রী দিলীপ মুখার্জি, নিবাস ১০/১ কে কে রোড, থানা-হরিদেবপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৮২ হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ০৭৩৯০ সাল ২০০৬ এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি হরিদেবপুর থানায় তারিখ ২৭-০৭-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ২৪৬৮। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/AMR/NIT7/7e/23 (2 nd call) Memo No-: 2796/Eng/PB Dated : 27.07.2023

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2023_MAD_551739_01 to 05** Closing date of Bid submission is **23.08.2023 up to 15.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the Harindanga I Gram Panchayat
Vill- Harindanga, P.O-Chaberia. P.S-Falta, Dist- South 24 Parganas

Sealed Tender is invited through E-tendering for total 9 Nos. Works:- **(1) NOTICE INVITING E-TENDER No-3/1, Tender ID: (i) 2023_ZPHD_551647_7,** Tube well repairing at Chandpala, **(ii) 2023_ZPHD_551647_2,** Tube well Santoshpur, **(iii) 2023_ZPHD_551647_4,** Tube well Mallickpara, **(iv) 2023_ZPHD_551647_5,** Tube well 168 no Booth, **(v) 2023_ZPHD_551647_6,** Tube well at jalal sk, **(vi) 2023_ZPHD_551647_7,** Tube well repairing at Chandpala, Amount: 199920/- Fund: 15 th FC Tied, **(2) NOTICE INVITING E-TENDER No-3/2, (i) Tender ID: 2023_ZPHD_551679_1,** Drain at Barkhali, Amount: 299880/- **(ii) 2023_ZPHD_551679_2,** Drain from nurislam molla house to ahammad molla field, Amount: 349860/- , Fund: 15th FC Tied, **(3) NOTICE INVITING E-TENDER No-3/3, (i) Tender ID: 2023_ZPHD_551689_1,** COMMUNITY HALL AT HARINDANGA, Amount: 276675/-. Date of sale of Tender form(online) **from 27.07.2023 at 17.00 Hrs.** Bid submission (online) date **upto 05.08.2023 at 10.00 hrs.** Bid opening date (online): **07.08.2023 at 12.00 hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Harindanga I Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-04/E.O/J.P.S/2023-24

E-tenders are invited by the undersigned from the bonafied Stockiest/Dealers/Retailers/experienced manufacturers for supply of 12 nos. E-Cart(As per specification) at Joypur Panchayat Samity. Period for downloading of bid documents **27/07/2023 at 6.00 P.M. to 12/08/2023 up to 11.00 AM.** Period for submission of bid documents **up to 11.00 AM of 12/08/2023** & the time & date of opening of Technical bid **on 14/08/2023 at 11.00 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Deputy Cheif Engineer (Parks & Squaies), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/DYCE(PS)/BXI/103/1/23-24 (1st Call)

Name of work : **Repairing of pathway and other allied works surrounding Santoshpur Lake in Ward No. 103, Br.-XI;** Estimated cost : ₹ **2,73,136.88;** Earnest Money : ₹ **5,500.00;** Period of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/DYCE(PS)/BXI/103/2/23-24 (1st Call)

Name of work : **Providing greenery & plantation surrounding Santoshpur Lake in Ward No. 103, Br.-XI;** Estimated cost : ₹ **4,78,984.44;** Earnest Money : ₹ **9,600.00;** Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **05.08.2023 - 1 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (10 am) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender / Quotation online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/S_D/KMPS/E/4/23-24 (1st Call)

Name of work : **Arrangement of indoor and outdoor Luminaries system with its allied electrical works at Kamdahari, Patuli and Rajapur Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **3,49,634.00;** Earnest Money : ₹ **7,500.00;** Period of completion : **10 days**; Last date and time of submission of bid : **09.08.2023 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No. : KMC/(S_D)/DPS/22-23/023/1 (2nd Call)

Name of the work and Location : **Removal of silt from the screen chamber & sump chamber at Rajpur Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **1,66,506.19;** Earnest Money : ₹ **3,500.00;** Period of completion : **28 days.**

(3) NIT No. : KMC/(S_D)/DPS/22-23/013/2 (3rd Call)

Name of the work and Location : **Removal of silt from the incoming channel and sump at Kamdahari Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **3,43,262.83;** Earnest Money : ₹ **7,100.00;** Period of completion : **35 days**; Time and last date of receipt / opening of tender paper : **09.08.2023 at 3 pm / 12.08.2023 at 3 pm (Technical Bid) (For Sl. No. 2 & 3)**; The bid forms and other details are available on and from **31.07.2023 (3 pm) (For Sl. No. 2 & 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : KMC/MDPS/CRANE/08/23-24 (1st Call)

Name of work : **Thorough overhauling, necessary repairing including replacement of damaged spares & testing of overhead travelling crane (5 ton, Indef Make) at MDPS;** Estimated cost : **Open Quotation;** Earnest Money : ₹ **4,500.00;** Period of completion : **15 days**; Last date and time of submission of bid : **09.08.2023 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **01.08.2023 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed.

The **C.O. (EWS), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EWS/CIVIL/SUMON1/23-24

Name of work : **Cleaning and sweeping work at different toilet, water closet (W.C.) & urinal blocks of different workshop, Establishment Section & Officer's Room at E.W.S.**; Estimated Cost : ₹ **2,93,805.10 (Excluding GST & Contingency);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **180 days**; Last date and time of submission of bid : **08.08.2023 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **28.07.2023 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Ch. Engineer / SWM-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/08

Name of work : **Electrical installation of BOHD charging system and necessary wiring lights, fans etc. works at Ward No. 57, Br-VII under SWM Department KMC;** Estimated Amount : ₹ **1,32,822.83;** Earnest Money : ₹ **2,700.00;** Period of completion : **20 days**; Last date and time of submission of bid : **10.08.2023 (5 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **31.07.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (M)/(Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following work :

NIT No. : KMC/ASPH/PB/SD/05/23-24 (2nd Call)

Name of work : **Renovation of electrical distribution system near stair to Establishment and allied electrical works at Asphaltum Deptt/PB;** Estimated Amount: ₹ **1,83,404.89 (Incl. GST, CESS & Contingency);** Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **30 days**; Bid submission starting date and time : **14.08.2023 from 11 am**; Last date and time of submission of bid : **24.08.2023 upto 11 am**; Bid opening date for technical proposal : **26.08.2023 at 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **14.08.2023 after 11 am** from the website **https://wbtenders.gov.in** 496/23-24

গ্রুপে চিন, হিসেব উল্টে দিতে পারে সুনীলের ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ ২০২৬ এর বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার এবং এশিয়ান গেমসের জন্য সুনীল ছেত্রীর ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হল। আজ, ২৭ জুলাই একদিকে এশিয়ান গেমসে ফুটবলের ড্র হল। অন্যদিকে কুয়ালামপুরে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডের ড্র-ও অনুষ্ঠিত হল। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে গ্রুপ-এ-তে পড়েছে ভারত। অন্যদিকে আসন্ন এশিয়ান গেমসেও গ্রুপ-এ তে পড়েছে ভারত। তবে বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারের থেকে এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের যে গ্রুপ, তা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ বারের এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ফুটবলে সুনীল ছেত্রীদের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে চিন, বাংলাদেশ ও মায়ানমার। বাংলাদেশ ও মায়ানমার ভারতের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ হলেও, চিনের বিরুদ্ধে সুনীলদের সহজে জয় পাওয়া কঠিন। অন্যদিকে ১৯তম এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ফুটবলে ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে চাইনিজ তাইপেই ও থাইল্যান্ড। এশিয়ান গেমস এবং ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের ড্র হওয়ার পর ভারতের হেড কোচ ইগর স্টিমাচ বলেন, ‘‘আমরা

এশিয়ান গেমস এবং ২০২৬ বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ভারতের প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে জানতে পেরেছি। এশিয়ান গেমসের গ্রুপ নিয়ে যদি বলি আয়োজক দেশ চিনের বিরুদ্ধে খেলতে হবে আমাদের। ওই ম্যাচ আমাদের তরুণ ফুটবলারদের জন্য বেশ কঠিন হতে চলেছে। আমার মনে হয় ওই ম্যাচ এই গ্রুপের বিজয়ী নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশ এবং মায়ানমার টিমেও অনেক তরুণরা রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে আমাদের ভালো খেলতে হবে। আমি আশা করব আমাদের তরুণ তুর্কিরা সর্বস্ব দিয়ে গ্রুপের সেরা হওয়ার জন্য লড়বে।’’ ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় রাউন্ডে গ্রুপ এ-তে ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে কাতার, কুয়েত ও আফগানিস্তান/মঙ্গোলিয়া। এই গ্রুপ থেকে ভারতের জন্য দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়া বেশ কঠিন। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত ৯৯ নম্বরে। অন্যদিকে কাতার রয়েছে ৫৯ নম্বরে। এ ছাড়া কুয়েত, আফগানিস্তান ও মঙ্গোলিয়া রয়েছে যথাক্রমে ১৩৭, ১৫৭ ও ১৮৩ নম্বরে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারের ড্র এর পর স্টিমাচ বলেন, ‘‘২০২৬ সালের বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে যে গ্রুপে আমরা পড়েছি তা খুব একটা সহজ নয়। এশিয়ার অন্যতম সেরা টিম কাতার আমাদের গ্রুপে রয়েছে। এমন একটা টিমের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা সহজ হবে না। কিন্তু আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে এই দলের বিরুদ্ধেও আমরা সেরা পারফর্ম করতে পারি। এ ছাড়া কুয়েত, আফগানিস্তান বা মঙ্গোলিয়ার মতো দলগুলোর বিরুদ্ধে নামতে হবে। আমাদের গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকার মতো লড়াই করতে হবে। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তা হলে ভারত বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের পরবর্তী পর্বে যেতে পারবে।’’

এমবাপে আল হিলালের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাই করেননি

প্যারিস, ২৭ জুলাইঃ কী করতে চাইছেন কিলিয়ান এমবাপে? এমবাপের জন্য ৩০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি ক্লাব আল হিলাল। এই প্রস্তাবে রাজি হলেই দলবদলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়ে ক্লাবটিতে যেতেন এমবাপে। পিএসজি আল হিলালকে অনুমতি দিয়েছিল এমবাপের সঙ্গে দলবদল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলার। কিন্তু ইএসপিএন ও লেকিপ জানিয়েছে, ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ম্যালকমের সঙ্গে চুক্তি করতে এই মুহূর্তে প্যারিসে অবস্থান করা আল হিলালের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখাই করেননি এমবাপে।দলবদল নিয়ে অনেক দিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে পিএসজি-এমবাপের মধ্যে। পিএসজির সঙ্গে এমবাপের বর্তমান চুক্তি ২০২৪ সাল পর্যন্ত। তবে সেখানে দুটি শর্ত আছে। দুই পক্ষের সম্মতিতে সেটা আরও এক বছরের জন্য বাড়ানো যাবে। যদি এমবাপে সেই চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে না চান, তা হলে এক বছর আগেই জানিয়ে দিতে হবে। তার মানে, ২০২৪ সালের ৩০ জুনের পর যদি এমবাপে পিএসজিতে থাকতে না চান, তা

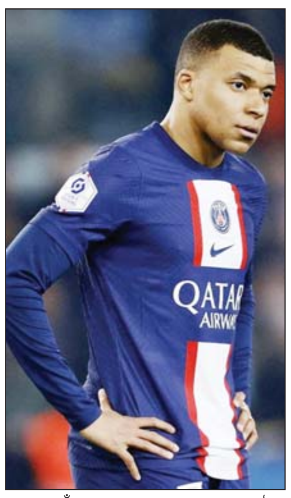

হলে তাঁকে এ বছর জুনের মধ্যেই সেটা পিএসজিকে জানিয়ে দেওয়ার কথা। এমবাপে চিঠি দিয়ে জানিয়েও দিয়েছেন, ২০২৪ সালের জুনের পর আর পিএসজিতে থাকবেন না। তাঁর এ সিদ্ধান্তে নাখুশ পিএসজি। ক্লাবটি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, ‘গেলে এখনই যাও, নইলে চুক্তি বাড়াও।’ এমনকি আসছে মরসুমে এমবাপেকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকিও দিয়েছে পিএসজি। এমবাপেকে কিনতে আগ্রহী রিয়াল মাদ্রিদ। তিনি নিজেও যে মাদ্রিদেই খেলতে চান, সে কথা অনেকবার বলেছেন। তবে এত টাকা খরচ করে এমবাপেকে এখনই কেনার প্রয়োজন কী, আগামী বছর জুনের পরই যিনি ‘ফ্রি এজেন্ট’ বা মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে যাবেন, এক বছর অপেক্ষা করলেই তো হয়! সব মিলিয়ে এমবাপে-পিএসজির টানাপোড়েন কমার বদলে বেড়েই চলছে। তবে এর মধ্যেও এমবাপে এখন সৌদির ফুটবলে যেতে রাজি নন। এর চেয়ে মরসুম শেষে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে রিয়ালে যেতে চান। যেখানে সাইনিং বোনাস হিসেবে ১০ কোটি ইউরো পেতে পারেন এমবাপে। আর এই মরসুমে পিএসজি থেকে বোনাস পাওয়ার কথা ৮ কোটি ইউরো। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা বেশ বড়ই। এমবাপে না গেলেও তাঁর পিএসজি সতীর্থ মার্কো ভেরাত্তি আল হিলালে যোগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএন।

ইস্টবেঙ্গলের ঝড়ে বেলাইন রেল!

৫ গোল লাল হলুদের

ইস্টবেঙ্গল - ৫ ● ইস্টার্ন রেল- ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ কলকাতা লিগে শেষ ম্যাচে বেহালা সংস্কৃতি সম্মেলনের বিরুদ্ধে ড্র করে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। কোচ বিনো জর্জ জঘন্য ফুটবলার দলে নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা ফুটবলে মাঠে নেমে বড় দল আটকে গেলে সমালোচনা, গালাগালি এগুলো নতুন কিছু নয়। আজ তাই দেখার ছিল ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল কিভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। আজ অবশ্য মরশুমে প্রথমবার নিজেদের মাঠে কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। খেলা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সেই চেনা ছবি, লম্বা লাইন, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে। চেনা মেজাজ কলকাতা ময়দানে। প্রথম গোল পেতে অপেক্ষা করতে হল ১৯ মিনিট। ২০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে শট নিলেন দীপ। কিন্তু গোলরক্ষক আটকে দিলেন ঠিক কথা। ফিরতি বল থেকে গোল করলেন অভিষেক। ৩১ মিনিটে রেলের ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে গোল করলেন লাল হলুদের গিল। ২-০ গোলে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। ৩৫ মিনিটে সেই একই ভুল। ইস্টার্ন রেলের ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে গোল করলেন আমান। ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। হাফ টাইম পর্যন্ত এটাই ছিল স্কোরলাইন। ম্যাচ দেখতে হাজির ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের কোচ কুয়েদ্রাত। ৫১ মিনিটে কর্নার থেকে দুর্দন্ত শট। ইস্টবেঙ্গলের ভুল বোঝাবুঝি ফলে গোল করে দলের ব্যবধান কমালেন দীব্যেন্দু। একাধিক কর্নার পেয়েও গোল করতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বক্সের মধ্যে কেমন যেন বোঝাপড়া হারিয়ে ফেলেছিল লাল হলুদ ফরোয়ার্ড লাইন। হতে পারে তিন গোলে এগিয়ে থাকার কারণে মানসিক স্বস্তি এসে গিয়েছে দলে। ৮০ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলকে চার নম্বর গোলটি এনে দিলেন আমান। দেখার মত গোল। এই ফুটবলারটির বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। নিজেকে ধরে রাখতে পারলে অনেক দূর যাবে। ৫৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে পঞ্চম গোলটি এনে দিলেন রাজিবুর। দুর্দান্ত অ্যাসিস্ট করলেন কুশ ছেত্রী। এই বড় ব্যবধানে জয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যাবে সন্দেহ নেই।

জাপান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রণয়-লক্ষ্য-সাত্বিকরা

টোকিও, ২৭ জুলাইঃ জাপান ওপেনে দুরন্ত ছন্দে ভারতের চার ব্যাডমিন্টন তারকা। একের পর এক ম্যাচ জিতে চলেছেন ছন্দে থাকা সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি, চিরাগ শেট্টিরা। পিছিয়ে নেই লক্ষ্য সেন এবং এইচএস প্রণয়রাও। অন্যদিকে রাউন্ড অব সিক্সটিনের লড়াইয়ে ভারতীয় তারকা প্রণয়ের কাছে হেরে গিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। জাপান ওপেনের প্রি কোয়ার্টারে দাপট দেখিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন লক্ষ্য-প্রণয়-সাত্বিকরা। চলতি জাপান ওপেনের প্রি কোয়ার্টারে পুরুষদের সিঙ্গলসে মুখোমুখি হয়েছিলেন এইচএস প্রণয় ও কিদাম্বি শ্রীকান্ত। প্রথম গেমে প্রণয়কে ২১-১৯ ব্যবধানে হারান শ্রীকান্ত। কিন্তু পরের দুই গেমে প্রণয় আর শ্রীকান্তকে দাঁড়াতেই দেননি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে

শ্রীকান্তকে ২১-৯, ২১-৯ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পান প্রণয়। জাপানি প্রতিপক্ষ কান্তা সুনেয়ামার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেয়েছেন ভারতের রাইজিং স্টার লক্ষ্য সেন। ৫০ মিনিটের লড়াইয়ে আগা গোড়া দাপট ছিল লক্ষ্য সেনের। ২৭ বছর বয়সী জাপানি শাটলার লক্ষ্যর কাছে ১৪-২১, ১৬-২১ ব্যবধানে হারেন। এ বার কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্যর সামনে জাপানি ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার কোকি ওয়াতানাবে। স্বপ্নের ছন্দে থাকা ভারতীয় শাটলার জুটি সাত্বিকসাইজার রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জাপান ওপেনের প্রি কোয়ার্টারে নেমেছিলেন ড্যানিশ জুটি জেপে বে-লাসে মোহেডের বিরুদ্ধে। দুরন্ত গতিতে সাত্বিকরা মাত করেছেন ডেনমার্কের জুটিকে। মাত্র ৩৫ মিনিটেই সেই ম্যাচের ফয়সলা হয়ে গিয়েছিল। প্রথম গেমে চিরাগদের বিরুদ্ধে খানিক প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেও ১৭-২১ ব্যবধানে হারেন জেপেরা। এরপর দ্বিতীয় গেমে তো সা-চি জুটির কাছে ১১-২১ ব্যবধানে হারেন তাঁরা। আগামী কাল চাইনিজ তাইপে জুটির বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে নামবেন সাত্বিক-চিরাগরা। অন্যদিকে মহিলাদের ডবলসে শেষ-১৬-র ম্যাচে তৃষা জলি ও গায়েত্রী গোপীচাঁদ হেরে গিয়েছেন জাপানের জুটির কাছে। নামি মাসুয়ামা ও চিহারু শিদা ২৩-২১, ২১-১৯ ব্যবধানে হারান গায়েত্রীদের।

গোড়ালিতে ব্যথা, দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে সিরাজকে

মুম্বই, ২৭ জুলাইঃ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর আজ অর্থাৎ ২৭ জুলাই থেকে ওডিআই সিরিজ খেলতে নামে টিম ইন্ডিয়া। যদিও এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মহম্মদ শামিকে। কারণ সামনেই ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে এশিয়া কাপ সহ একাধিক সিরিজ রয়েছে ভারতের। ফলে ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড নিয়ে বেশ চিন্তিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাই শামিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিচ্ছে বিসিসিআই। এবার ওডিআই সিরিজে মহম্মদ সিরাজের নাম থাকলেও ভারতে উড়িয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই সিরাজকে বিশ্রাম দেওয়া হল।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অজিঙ্কা রাহানেদের সঙ্গে দেশে ফিরে আসছেন তিনি। তবে মনে করা হয়েছিল, যেহেতু ওডিআই সিরিজে শামি নেই, তাই পেস অ্যাটাককে নেতৃত্ব দেবেন সিরাজ। কিন্তু তা হল না। ওডিআই সিরিজ না খেলিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তাঁকে। কারণ হিসাবে বিসিসিআই জানিয়েছে, গোড়ালিতে হালকা চোট পেয়েছেন তিনি। সেই জন্য তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে মেডিকেল টিম। যদিও সিরাজের পরিবর্তে দলে কাকে নেওয়া হবে তা এখনও জানায়নি বিসিসিআই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে টেস্টে অভিষেক ঘটিয়ে ২ উইকেট তুলে নিয়েছেন বাংলার পেসার মুকেশ কুমার। এই বঙ্গ ক্রিকেটারকে দেখা যাবে বল হাতে। সেই সুযোগ রয়েছে। তবে সিরাজকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে, কারণ বোর্ড কোনও ভাবেই ঝুকি নিতে চাইছে না। কারণ সামনেই বিশ্বকাপ। ফলে গুরুতর চোট লাগতে সেক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়াও ভারতীয় দলের এই পেসার টানা আইপিএল খেলেছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলেছেন। একই সঙ্গে বিশ্বকাপের আগে তারা যেন চোটের কবলে না পড়েন, তাই সিরাজকে দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সিরিজ টেস্ট এবং ওডিআই সিরিজে থাকলেও টি-টোয়েন্টিতে ছিলেন না সিরাজ। হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন দলে একাধিক তরুণ ক্রিকেটাররা রয়েছেন। তবে সিরাজকে বিশ্রাম দেওয়ায় খুব একটা সমস্যা হবে না ভারতীয় দলের। কারণ এই দলে শার্দুল ঠাকুর, জয়দের উনাদকাট এবং মুকেশ কুমাররা রয়েছেন। যারা এই মুহূর্তে বেশ ফর্মেই রয়েছেন। তাদের হাতেই পেস বিভাগের দায়িত্ব দিতে চান রাহুল দ্রাবিড়। আজ অর্থাৎ ২৭ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা এই ওডিআই সিরিজও পকেটে তুলে নিতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া।

মহিলাদের বিশ্বকাপ

পর্তুগালের জয়, ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেলেকাওরা

পর্তুগাল - ২ ■ ভিয়েতনাম - ০

হ্যামিলটন, ২৭ জুলাইঃ বিশ্বকাপে শুরুটা ভাল করতে পারেনি পর্তুগাল। নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়েও পরাজিত হয়েছিল এক গোলে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম প্রথম ম্যাচে তিন গোল হজম করেছিল আমেরিকার কাছে। তাই মেয়েদের বিশ্বকাপে টিকে থাকতে গেলে আজকে দুজনকেই জিততে হত। শক্তির বিচারে পর্তুগাল এগিয়েছিল সন্দেহ নেই। ম্যাচের শুরু থেকেই সেটা বোঝা গেল। গোটা মাঠ জুড়ে শুধু পর্তুগালের দাপট। ভিয়েতনাম শুধু ডিফেন্স করতে ব্যস্ত ছিল। আজকের আগে পর্যন্ত নিজেদের শেষ পাঁচ ম্যাচ প্রত্যেকটি হেরেছিল ভিয়েতনাম। অন্যদিকে শেষ সাতটি ম্যাচে পর্তুগাল মাত্র দুটি গোল খেয়েছিল। ৭ মিনিটের মাথায় এগিয়ে গেল পর্তুগাল। ডান দিক থেকে ভেসে আসা বলে প্লেস করে গোল করলেন টেলমা। ২২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল নাজারেথের। জেসিকা সিলভা এবং আনা বর্জেস সহজ সুযোগ না হারালে প্রথম আর্ধেই চার গোল হতে পারত। মনে হয়েছিল ভুল শুধরে নিয়ে ম্যাচের সেকেন্ড হাফে পর্তুগাল আরো কয়েকটা গোল করবে। কিন্তু সেটা হল না। পিনটো, মার্চাও, সিলভা প্রচুর সুযোগ তৈরি করলেন, কিন্তু তিন নম্বর গোল আর এল না। শেষ পর্যন্ত দুই গোলে জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল পর্তুগালের মেয়েদের। তবে দুর্বল ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে জিতে গেলেও গোল নষ্টের এই নমুনা বজায় থাকলে পর্তুগালের পক্ষে বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয়। এরপর তাদের ম্যাচ ১ আগস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেল ভিয়েতনামের। পর্তুগাল অবশ্য ভেসে থাকল।

মেসির ১৩ হাজার টাকার জার্সি পেতে অপেক্ষা করতে হবে অক্টোবর পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি-ঝড়ে প্রতিমুহূর্তে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের খেলার জগৎ। মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার ঘোষণা দিয়েই শুরু হয়েছিল সেই ঝড়ো। তবে নিজের প্রথম দুই ম্যাচে ৩ গোল করার পর আক্ষরিক অর্থেই সে ঝড় যেন টর্নেডোতে রূপ নিয়েছে। মেসি-ঝড়ে ওলটপালট হয়ে যাওয়া পরিস্থিতি বুঝতে তাকানো যেতে পারে ইন্টার মায়ামির জার্সি বিক্রির দিকে। সম্ভবত এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলোর একটি হচ্ছে মেসির ইন্টার মায়ামির আসল (অথেনটিক ভার্সন) জার্সি হাতে পাওয়া। জানা গেছে, ইন্টার মায়ামির ‘দ্য হার্টবিট কিট’ নামে পরিচিত হোম জার্সি বাজারে আসার পর মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। একাধিক প্রতিবেদন বলছে, মেসির কারণে ইন্টার মায়ামির জার্সি বিক্রি বেড়েছে ২৫ গুণ। এ মুহূর্তে দলের অনলাইন শপে মেসির আসল জার্সিগুলো অগ্রিম বিক্রি হচ্ছে ১৬০ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ হাজার টাকায়)। তবে এই জার্সি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। চাহিদার সঙ্গে জার্সির জোগান দিতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের। সাধারণত জার্সি অর্ডারের পর সেটি বাজারে আনতে ছয় মাসের মতো সময় লাগে।

অ্যাডিডাস চেষ্টা করছে যত দ্রুত সম্ভব জার্সি বাজারে আনার, এরপরও এটি অক্টোবরের আগে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে তারা। এর আগে গত জুনে মেসি ইন্টার মায়ামিতে আসার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই ক্লাবটির জার্সি বিক্রি ধুম পড়ে। সে সময় ইন্টার মায়ামির ছয় মাসের জার্সি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এক দিনে। মেসির কারণে জার্সি জোগান দিতে অ্যাডিডাসের সমস্যায় পড়ার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে গত ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর তিন তারকার জার্সি সরবরাহ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিল জার্মান ব্র্যান্ডটি। অ্যাডিডাস সম্প্রতি এমএলএসের সব কটি দলের সঙ্গে ১০ বছরের জন্য ৮৩০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সম্পন্ন করেছে। ঊর্ধ্বগতিতে ইন্টার মায়ামির জার্সি বিক্রি নিয়ে স্পোর্টস এনডেয়াভার্সের বিপণন কর্মকর্তা বিলি লালোর ফক্স স্পোর্টসকে জানিয়েছেন, ‘ক্লাবটির জার্সি বিক্রি এখন ২৫ গুণ বেড়েছে। আর মেসির ১০ নম্বর জার্সির সব কটি মুহূর্তের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।’ এ মুহূর্তে অ্যাডিডাসের লক্ষ্য হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী সব সমর্থককে জার্সি সরবরাহ করা। যে কারণে এখন তারা পূর্ণ উদ্যমে জার্সি তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। অ্যাডিডাসের পরিচালক টর সাউথার্ড কয়েক দিন আগে বলেছিলেন, ‘এই ব্র্যান্ডটির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। আমি আমাদের ব্র্যান্ডকে কখনোই পণ্য বাজারে আনার জন্য এতটা মরিয়া হয়ে কাজ করতে দেখিনি। আমার লক্ষ্য খুব সরল-সব ভক্ত যাঁরা জার্সি কিনতে চান, তাঁরা যেন অন্তত একটি জার্সি পান।’ তবে এই কাজ করতে গিয়ে ব্র্যান্ডটি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে বলেও জানান সাউথার্ড।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501